সাধনা

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—১০ই পৌষ ১৩২৩ সাল।

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত

বালি।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা

উৎসর্গ

ভক্তের ভগবান, কাঙালের ঠাকুর,

পতিতপাবন

৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের

শ্রীচরণকমলোপান্তে

এই অকিঞ্চিৎকর

অর্ঘ্য

ভক্তিভরে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

নাট্যোক্ত কুশীলবগণ

পুরুষ

রায় রাধিকা নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর		অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার।
রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	ঐ পুত্র।
দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ঐ জামাতা।
বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়	..	কৃতবিদ্য যুবক।
সুরেন্দ্র নাথ মিত্র ...	...	ডাক্তার।
ভোলানাথ সরখেল	...	রাধিকার মোসাহেব।
সিদ্ধেশ্বর পাল ...	...	বেকার যুবক।
কেষ্টা ...	...	লাঠিয়াল সর্দ্দার।
লচমন্ ...	...	বেদানার ভৃত্য।

কৃত্রিম রমেশ, ভিখারী, গ্রাম্য পুরুষগণ, রাখাল বালকগণ, বাঙ্গালী সৈনিকগণ, ভৃত্যগণ, লাঠিয়ালগণ, ইন্‌স্‌পেক্টর, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রতিবেশীগণ, কনেষ্টবলগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

দয়াময়ী ...	...	রাধিকার ১মা স্ত্রী।
সুষমা ..	...	ঐ ২য়া স্ত্রী।
বিরজা ...	...	ঐ পুত্রবধূ।
হেমলতা ...	...	ঐ কন্যা।
নিস্তারিণী ...	...	ঐ পাচিকা।
বেদানা ...	..	গণিকা।

কাকী মা,' পরিচারিকা, প্রতিবেশিনীগণ, ইত্যাদি।

প্রথম অভিনয় রজনীর
অভিনেতা ও অভিনেত্রী
নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

রাধিকা	...	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
রমেশ	...	„ প্রবোধ চন্দ্র বসু।
দেবেন্দ্র	..	„ মনোমোহন গোস্বামী বি,এ।
বিধুভূষণ	...	„ ক্ষেত্রমোহন মিত্র।
হরেন্দ্র	.	„ হীরালাল দত্ত।
ভোলানাথ	..	„ অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী।
সিদ্ধেশ্বর	..	„ শীতল চন্দ্র পাল।
কেষ্টা	...	„ ঐ
লচ্‌মন্‌	...	„ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ।
কৃত্রিম-রমেশ	...	„ অতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।
ভিখারী	...	„ ভূষণচন্দ্র দাস।
পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট		„ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১ম প্রতিবেশী	...	„ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ।
২য় „	...	„ ভূষণ চন্দ্র দাস।
৩য় „	...	„ নীলমণি পাল।
৪র্থ „	...	„ হরিপদ সরকার।
গ্রাম্য পুরুষ	...	„ বটকৃষ্ণ গোস্বামী।
ইন্‌সপেক্টর	...	„ বনবিহারী দাস।
কন্‌ষ্টেবল	..	„ বিশ্বেশ্বর মণ্ডল।
সুষমা	...	শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী।
বিরজা	...	„ মৃণালিনী।
নিস্তারিণী	...	„ কুমুদিনী।
বোনা	..	„ আশ্চর্য্যময়ী।
দয়াময়ী	..	„ পান্না রাণী।

কাকী মা'	…	শ্রীযুক্তা চুণীবালা।
হেমলতা	.	,, সুশীলা সুন্দরী (ছোট)।
পরিচারিকা	..	,, হরিদাসী।
১মা প্রতিবেশিনী	..	,, শশিমুখী।
২য়া ,,	..	,, সত্যবালা।
রাখাল বালকগণ		,, আজব সুন্দরী। ,, ঊষা রাণী। ,, গিরিবালা। ,, নবতারা। ,, রাণীসুন্দরী। ,, লীলালতী ,, মণিমালা ,, কৃষ্ণভামিনী ,, দুর্নয়াবালা।
সংগীত শিক্ষক	…	,, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভূতনাথ দাস।
হারমোনিয়ম বাদক		শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় (পচুবাবু)
বংশীবাদক	..	,, বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
নৃত্য শিক্ষক	.	,, পাঁচকড়ি ঘোষ (ভেলুবাবু)
রঙ্গভূমি সজ্জাকারক		,, আশুতোষ পালিত।
বেশকারক	..	,, মনিলাল মিত্র। গয়ারাম ঘোষ।
প্রম্‌টার	..	,, গোবর্দ্ধন পাল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র।

সাধনা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈঠকখানা

বাধিকা ও ভোলানাথ

বাধিকা। কি ব'লপে? কি ব'লপে?

ভোলা। ব'লবে আবাব কি হুজুর? এক বাবে স্পিকটি নট। মুখ খানি এক দম চুপ, তবে এক বার বড কটমটে চাওনি দি'ছল, আমাব বুকটা গুব গুর ক'বে উ'ঠেছিল।

বাধিকা। কটমটে চাওনি এই বাব দিচ্ছি বা'র ক'রে। এই ক'দিন বাদেই, গলাটি টিপে, বাড়ী থেকে বা'ব ক'রে দেব।

ভোলা হুঁ, হুঁ, তখন দেখা যা'বে বাছা ধন দাঁড়ান কোথা।

বাধিকা। তুই এলি কি না আমাব সঙ্গে মকদ্দমা ক'রতে।

ভোলা। আহাম্মুখ হুজুর, আহাম্মুখ। তা' না হ'লে ফাতুস কেরাণী হ'য়ে, হুজুরেব সঙ্গে মকদ্দামা। আর আপনার শ্বশুরেরই বা আক্কেল কি। মেয়ে গেল, জামাই গেল, বোনেব ছেলে হ'ল আপনাব।

রাধিকা। তোমায় সব ব'লছি শোন। কুলের গন্ধ ছিল ব'লে, মাইনর একজামিন্ পাশ ক'রে, এক ছেঁড়া কাপড়ে শ্বশুর বাড়ী ঢুকি। সেই বেটার খরচায় এন্‌ট্রান্স, এলে পাশ করি; তার পর রুড়কী কলেজে ঢুকে ইঞ্জিনিয়ার হই।

ভোলা। ইঞ্জিনিয়ার ব'লে ইঞ্জিনিয়ার, একে বারে "বয়েল" ইঞ্জিনিয়ার!

রাধিকা। "বয়েল" কি রে বেটা? "বয়েল" মানে যে ষাঁড়! বল "রয়েল" এঞ্জিনিয়ার।

ভোলা। আজ্ঞে তাই এক রকম বটে, ও "বয়েল" ও যা, "রয়েল" ও তা', শুধু একটা ফুটকির তফাৎ। যা'হ'ক, আপনার শ্বশুর মশাই খুব ক'রেছেন। যত দিন না আপনি রোজকার ক'রতে পে'রেছেন, তত দিন আপনার বিধবা মা বোনকে খে'তে প'রতে দিয়েছেন।

রাধিকা। দেবে না? আমি যে চাল মে'রেছিলুম! একটা ক'রে পাশ ক'রতুম, আর ব'লতুম যে "এই বার চাকরীতে ঢুকি; আর কত কাল সকলে মিলে আপনার অন্ন ধ্বংস ক'রব।"

ভোলা। বাঃ বাঃ! কি বুদ্ধি! একেই বলে ইঞ্জিনিয়ারী বুদ্ধি! শুধু কি ইঞ্জিনিয়ারী, তার উপর আবার রায় বাহাদুরী বুদ্ধি!

রাধিকা। শ্বশুর বেটা ব'লত "তুমি প'ড়ছ পড়; সংসারের ভাবনা তোমাকে ভা'বতে হ'বে না।" সে বেটা ত জা'নত, যে একটা পাশে পনর টাকা, আর দুটো পাশে বড় জোর

কুড়ি টাকা। তা'তে ত আর তাঁর মেয়ের সোনার চন্দ্রহার পরা হ'বে না।

ভোলা। যা' ব'ললেন হুজুর! শ্বশুর বেটারা বড় আপনার কোলে ঝোল মা'খতে চায়। সেই জন্যে, হুজুর, আমার কখন শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে বনিবনাও হ'ল না।

রাধিকা। বনিবনাও কি সাধে হয় না! জান ত, শ্বশুর ব্যাটার পুত্র সন্তান হয় নি—থাক, সে সব কথা থাক।

ভোলা। হুজুরের আজ হঠাৎ এ সারভেণ্টের উপর এতটা অবিশ্বাস হ'ল কেন? আজ প্রায় বিশ বৎসর আপনার সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘু'রেছি; 'এক্সিটিভ' ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে অবধি আপনি নিজে কা'রও কাছে কিছু আদায় ক'রতে পা'রতেন না। এই দাসই কনট্রাক্টর, ছুতোর-মিস্ত্রি, চূণ সুরকীর মহাজন, রঙওয়ালা, ইটকাটওয়ালা, লোহালক্কড়ওয়ালাদের কাছ থেকে দস্তুরি আদায় ক'রে এ'নে দিয়েছে। কখনও কাক পক্ষীতে এ কথা টের পায় নি, বা এক পয়সাও কখন এ দাস তঞ্চক করে নি।

রাধিকা। তা' বটে তবে, শোন। আমার শ্বশুর তাঁ'র ভাগনের নামে অর্দ্ধেক সম্পত্তি উইল ক'রে দেন। ব'ললেন কি জান "ওর বাপ কমিস্যারিয়টে চাকরী ক'রে যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন ক'রেছিল, সেই অর্থেই বিষয় সম্পত্তি আমি বা'ড়িয়েছি; আরও ঈশ্বরের কৃপায় তোমার কোন অভাব নেই; তুমি তিন লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ক'রেছ, কলকেতায় ভাল বাড়ী

ক'রেছ, জমিদারী কি'নেছ"। আরে বেটা, আমি কি তোর বাবার টাকায় জমিদারী কি'নেছি ?

ভোলা। বটে ত, ওঃ! ক' বৎসর প'ড়িয়ে, আর সংসার প্রতি-পালন ক'রে, একে বারে মাথা কিনে নি'য়েছেন দে'খছি ?

রাধিকা। এখন দে'খলে ত, সব নিলুম। আরে মকদ্দামার হার জিত ত টাকায়। আদালতে টাকা খরচ কর, তুমি যা' ইচ্ছা ক'রতে পা'রবে।

ভোলা। হুজুর! যদি বেয়াদবি না হয় ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাধিকা। কি—বল না।

রাধিকা। এই রায় বাহাদুরী নিতে, কত হাজার টাকা চাঁদা দিতে হ'য়েছিল হুজুর ?

রাধিকা। চাঁদা—চাঁদা!

ভোলা। আজ্ঞে লোকে ত বলে, যে চাঁদা না দিলে, বড় বড় পার্টি না দিলে, খেতাব মেলে না।

রাধিকা। সেটা আহাম্মুকের পক্ষে। যা'রা বুদ্ধিমান্, তা'রা টাকার পরিবর্ত্তে "অয়েল" খরচ করে। দুনিয়ায় "অয়েলের" মত ব্রহ্মাস্ত্র আর নেই, বিশেষতঃ; যারা চাকরি করে তা'দের পক্ষে! আমার কার্য্যযোগ্যতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে কোম্পানি নিখরচায় আমাকে রায় বাহাদুর ক'রেছেন!

(জনৈক চাকরের প্রবেশ)

চাকর। গিন্নী মা একবার দেখা ক'রতে চা'ন।

রাধিকা। আঃ জ্বালাতন। আমি আর উ'ঠতে পারি না, এই খানেই আ'সতে বল্, আর কেউ নাই।

ভোলা। মা! শুধু আমি আছি, তোমার ভোলানাথ আছে। এস মা, এই খানেই এস।

[চাকরের প্রস্থান।

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

রাধিকা। কি? এখান পর্য্যন্ত তাড়া ক'রেছ, ব্যাপার খানা কি?

দয়া। হেমলতা ত' দিন দিন শেষের সঙ্গে মি'শিয়ে যা'চ্ছে, ডাক্তার টাক্তার কিছু আনাও না।

রাধিকা। ডাক্তার! আমার বাড়ীতে ডাক্তার! আমি হ'লুম হোমিওপ্যাথিতে স্পেসালিষ্ট্। আমার কাছে আবার ডাক্তার কোন্ শালা!

ভোলা। হুজুর আমাদের ডাক্তারকে ডাক্তার, উকিলকে উকিল, ইঞ্জিনিয়ারকে ইঞ্জিনিয়ার। হোমাপাখির ওষুধ বড় ভাল!

দয়া। বলি, বড় বড় ডাক্তারেরাও ত নিজের বাড়ীতে অসুখ হ'লে, নিজেরা চিকিৎসা করেন না; তাঁ'রাও অন্য ডাক্তার ডাকে।

রাধিকা। ডা'কবে না কেন—তাদের ত আর বাইরের ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হয় না।

দয়া। ভিজিট দিতে হ'বে ব'লে, তুমি ডাক্তার ডা'কবে না! এতই পয়সার মায়া! সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি মেয়ে, দুধের বালক আমার ভরাপোয়াতি, তা'র উপর

ঘন ঘন মূর্চ্ছা—জ্বর। অমন মনের মত জামাই, এ সব কথা কি তুমি এক বারও ভা'বছ না?

রাধিকা। ইস্—তোমার চ'খ যে, জলে ভ'রে এ'ল! আমাদের কেউ ঘা কতক চাবুক হাঁকরালে'ও, চক্ষু দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে না। আর তোমরা হুট্ ব'লতে কি ক'রে অত কাঁ'দতে পার বল দেখি?

দয়া। আমি যে ঘরপোড়া গোরু, সন্তান-শোক যে কি তা' যে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি'ছি। আমার এক ঘর ছেলে পুলের আর কি আছে? শিবরাত্রির সল্‌তে একটা ছেলে! সেও কত দিন আজ নিরুদ্দেশ—আছে কি নেই কে জানে! মাত্র একটি মেয়ে তা'রও আজ এই অবস্থা!

রাধিকা। মিছে ভে'বে ম'রছ কেন? আমি যা' চিকিৎসা ক'রছি তা'ই ঠিক। শীঘ্র সেরে যা'বে—ভেব না।

দয়া। তুমি ডাক্তারি প'ড়লে কবে? একটা বাক্স থা'কলেই কি ডাক্তার হয়? ছোট খাট রোগের হয় ত ওষুধ দিতে পার, কিন্তু ভারী রোগের কি বোঝ?

ভোলা। হুজুর আমার না প'ড়েই পণ্ডিত!

রাধিকা। আমি রোগের কিছু বুঝি না, তুমি এই কথা বল? আচ্ছা ভোলাকেই জিজ্ঞাসা কর, ওর সে দিন পেটের অসুখ হ'য়েছিল, চিকিৎসা ক'রেছিল কে?

ভোলা। সে কথা কি আর ব'লব, মা-ঠাকরুণ! পেটের অসুখ ব'লে পেটের অসুখ,একে বারে আশী বার বা নব্বই বার! হাতের জল শুকোয় না, শরীর ঝিম ঝিম ক'রতে

লা'গল, হাতে পায়ে খিল ধ'রতে লা'গল, আমি ত ভা'বলুম গেলুম। এক দৌড়ে বাবুর কাছে এসে প'ড়লুম, বাবু এমন একটি ফোঁটা ঝা'ড়লেন—যে আর পনের দিন ঘটী ছুঁতে হ'ল না। শেষে প্রাণ যায়, আবার "কেষ্টবাইল" খাই।

রাধিকা। শু'নলে ?

ভোলা। হুজুর, আপনার ঐ "ডাইলুসনটা" সা ব্রাদারেরা শি'খলে অনেক উপকার হয়। যতই ডাইলিউট করা যায় মালের তেজও তত বেড়ে যায়, আর সামান্য "মাদার টিংচারে" অনেক গরীব মাতাল বর্ত্তে যায়।

দয়া। যাক্ —তুমি ত ডাক্তার ডা'কবে না বু'ঝতে পা'রছি। দেবেন এখন ভাল ডাক্তার আ'নতে চান, তা'তে ত আর তোমার পয়সা খরচ হ'বে না। এতে তোমার মত কি বল।

রাধিকা। আমার চেয়ে কোন ডাক্তার ভাল বু'ঝবে না।

দয়া। তবে কি বাছা আমার বিনা চিকিৎসায় মারা যা'বে ? তুমি না তা'র জন্মদাতা ? তোমার প্রাণ কি পাষাণে গড়া।

রাধিকা। তুমি মিছে গণ্ডগোল ক'রছ। তুমি কি আমার চেয়ে বেশী বোঝ ? আর সত্যি সত্যি কি আমার মায়া নেই ? সে আমার মেয়ে ত বটে।

দয়া। যা' ভাল বোঝ কর, তবে প্রাণ বোঝে না, তা'ই মাঝে মাঝে তোমাকে বিরক্ত করি। আর একটি কথা—দেখ, তোমার কিসের অভাব ? ওদের ত

সব নি'য়েছ, বাড়ী খানি ছেড়ে দাও, এই আমার অনুরোধ।

রাধিকা। বাড়ী ছে'ড়ে দেব বই কি! আর কিছু নয়?

দয়া। ওরা বড় দুঃখী, পেটের ভাত জু'টছে না! এ সময় ওদের আশ্রয়হীন ক'র না।

রাধিকা। বলি, দুঃখী যদি, তবে মকদ্দমা ক'রতে এল কেন?

দয়া। ওরা কি সাধ ক'রে তোমার সঙ্গে মোকদ্দমা ক'রতে এল? ওদের সর্ব্বস্ব তুমি কেড়ে নিতে গেলে, এতে মরা মানুষও যে বেঁচে উঠে!

রাধিকা। ব্যাস্—ব্যাস্! আমি আর কোন কথা শু'নতে চাই না। তুমি যেমন মানুষ তেমনি থা'কবে। খপরদার—তুমি এ বিষয়ে আর কোন কথা ক'ইবে না ব'লে দিচ্ছি।

দয়া। দেখ—এখনও মতি গতি ফেরাও। মনে রেখ—উপরে ধর্ম্ম আছেন! ওদের বাসচ্যুত ক'র না। তোমার ব্যবহার দে'খে শু'নে ছেলে নিরুদ্দেশ, মেয়ে মৃত্যুশয্যায়! এমন ক'রে লোকের মন্নি্য কুড়িও না—ধর্ম্মে স'ইবে না!

[প্রস্থান।

রাধিকা। না, গিন্নী ক্রমেই বাড়া বাড়ি ক'রে তু'ললে, আর পারা যায় না।

ভোলা। ঠিক ব'লেছেন হুজুর। আমি ত ঐ জন্যে বাড়ীর দিকে বড় একটা যাইই না। একটা কথা নিবেদন ক'রছিলুম, কেউ কোথাও নেই ত?

রাধিকা। আঃ! তোর গোপনীয় কথার জ্বালায় অস্থির যে! কি ব'লবি ছাই বলই না।

ভোলা। ব'লছিলুম কি হুজুর। এই বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রবে কে? কুমার বাহাদুর ত নিরুদ্দেশ! "এক ছেলের আশ, আর নদীর কূলে বাস", এ দুই-ই সমান। তা'র উপর রাত্রি দিন এই কিচ্‌কিচি!

রাধিকা। কি রে বেটা, কি ব'কছিস্?

ভোলা। ব'কব আর কি হুজুর, আমার কাছে স্পষ্ট কথা, আপনি আবার বে' করুন।

রাধিকা। তুই বেটা পাগল না কি? ষাট বৎসরের উপর আমার বয়স, আমার সঙ্গে আবার মেয়ের বে' দেবে কে?

ভোলা। বলেন কি? কুলীনের ঘরে যে আশী বছরের বুড়োর সঙ্গে, পায়ে ধ'রে লোকে বিয়ে দেয়।

রাধিকা। সে কাল এখন আর নেই।

ভোলা। নেই বই কি? কন্যাদায়ের তুল্য মজাটি আর নেই। আচ্ছা সে ভার আমার।

রাধিকা। কি বলিস্ ভোলা! আমার কি আর বে' ক'রবার বয়স আছে?

ভোলা। বয়েস নেই—বলেন কি হুজুর! আপনার কিসের বয়েস? এখনও ত বেদানা বেটী আপনার জন্যে ম'রে আছে।

রাধিকা। হ্যাঁ, বেদানাটার কি ক'রবি? সে শু'নলে ত মহা গণ্ডগোল ক'রবে।

ভোলা। তা'র জন্যে ভাবনা কি হুজুর? শোনে যদি, পাঁচ সাত শ' টাকা ফাইন ব'লে ধ'রে দিলেই হ'বে।

রাধিকা। আচ্ছা ভাল মেয়ে তোর সন্ধানে আছে?

ভোলা। পরী, হুজুর—ডানাকাটা পরী! কলকেতায়—আপনা-দেরই ঘর—রাম বাঁড়ুয্যের এক ভাইঝি আছে; পয়সার অভাবেই হ'ক, আর খরচ ক'রবার ভয়েই হ'ক, এত দিন বে' দিতে পারে নি। সে এখনই রাজি হ'বে। চমৎকার দে'খতে, গান বাজনায় গহরজান, লেখাপড়ায় একে বারে ভালে খাঁ ফতে খাঁ—বয়সও পনর ষোল!

রাধিকা। এ্যাঁ! বলিস্ কি রে?

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। ভোলা পারে না কি! হুকুম হ'লে বাঘের চ'খ এনে দিতে পারে। আচ্ছা হুজুর! কুমার বাহাদুরের কি কোন সন্ধান হ'ল?

রাধিকা। কই আর হ'ল! কেউ ব'লে বিলেত গিয়েছে, কেউ ব'লে সন্ন্যাসী হ'য়েছে। অনুসন্ধান ত যথেষ্ট ক'রলুম। কোন উদ্দেশই হ'ল না। বছর তিনেক আগে আমার সঙ্গে অম্বরস্ ক'রে, কলকেতার মেসে থা'কত। তা'র কিছু দিন পরে শু'নলুম, যে সে নিরুদ্দেশ!

ভোলা। আচ্ছা হুজুর! বিলেত গেলে ত আপনাকে টাকা পা'ঠাতে হত।

রাধিকা। টাকা—টাকা! টাকা খরচে রাধিকা মুকুয্যে নেই। যদি সে বিলেতই গিয়ে থাকে, তা' হ'লে সে State Scholarship পে'য়েছে, কোম্পানি তা'র খরচ যোগাচ্ছে।

ভোলা। তবে হুজুর! লোকে কোম্পানিকে গাল দেয় কেন?

রাধিকা। যা'রা দেয়, তা'রা ঘোর মূর্খ! সাহেবদের যা'রা গাল দেয়, তা'দের গন্ধও আমি ভালবাসি না খপরদার ভোলা—

ভোলা। হুজুর "দেহি পদপল্লবমুদারং", মাপ করুন, আর ও কথা মুখেও আ'নব না। কুমার বাহাদুর যদি বিলেত গিয়ে থাকেন, ত একটা বিষয়ে হুঁসিয়ার হ'বেন হুজুর! দেশে ফিরে এসে, যেন ওই গাঙ্গুলীদের বিধের মত ব'য়ে না যান। বিলেত ফিলেত, জাপান টাপান, কত দেশ বে'ড়িয়ে এলি, কোথায় বড় চাকরি ক'রবি, সাহেব ব'লে লোকে কাছে ঘেঁসতেই ভয় পা'বে, বেঁকে চুরে ত্রিভঙ্গ হ'যে দাঁড়া'বি, গ্যাড্‌ ম্যাড ক'রে চ'লবি, বাঙ্গালা বুলিই ভু'লে যা'বি, তা' না হ'য়ে একি রে বাপু! একে বারে চাসা! আমি ত কত আশা ক'রেই ব'সেছিলুম, যে ভাইপোটির একটি ভাল চাকরি বানিয়ে নেব, তা' একে বারে তা'তে ছাই প'ড়ল! হায় রে সে কাল!

রাধিকা। থাম্ থাম্ মিছে বাজে বকিস্ নি! সে বিলেত গেল কি সন্ন্যাসী হ'ল তা'র ত কিছু ঠিক নেই। তুই যা'—সন্ধ্যার পরই আসিস্; কাল যাই নি, মনটা খারাপ হ'য়ে র'য়েছে, আজ এক বার বেদানার বাড়ী যাব।

ভোলা। যে আজ্ঞে, গোলাম এল ব'লে।

রাধিকা। আর শোন্—কালই তুই রাম বাঁড়ুয্যের সঙ্গে কথা ক'য়ে আসিস্, আমি পরশুই মেয়ে দে'খতে যা'ব।

ভোলা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

রাধিকা। ভোলা শা'লার বুদ্ধি আছে, নইলে অত বড় চোরকে আমি প্রশ্রয় দিই। ঠিক কথা ব'লেছে। বাল্যে,

কৈশোরে, বিদ্যা উপার্জ্জনের ঠেলায় প্রাণান্ত হ'ল, তার পর যৌবনে অর্থার্জ্জনের জন্য নিশ্বাস ফে'লবার অবকাশ পেলুম না! এখন পেন্সন নি'যেছি, নিশ্চিন্ত মনে এই বার আমোদ করা যা'বে! বিবাহ করাই স্থির! কেউ কি মেযে দেবে? কেন দেবে না! টাকায় কি না হয়! লোকে কি ব'লবে? বলুক, লোকের কথায কি আসে যায়? বিবাহ করাই স্থির!

(দেবেন্দ্রের প্রবেশ)

রাধিকা। কি বাবাজি! কি মনে ক'রে?

দেবেন। একটি ভিক্ষা।

রাধিকা। সে কি বাবাজি! তুমি আমাব ছেলের চেয়ে বেশী, সবই তোমার, ভিক্ষা আবার কি?

দেবেন। আপনার কন্যাকে একটি ভাল ডাক্তার দেখাবার অনুমতি দিন।

রাধিকা। তুমি কেন ব্যস্ত হ'চ্ছ বাবাজি! তোমার স্ত্রী বটে, কিন্তু আমার কি কেউ নয়? আমি আজ "চায়না" আর "পলসেটিলা" দিয়ে এসেছি।

দেবেন। তবু এক জন ভাল ডাক্তারের সঙ্গে consult ক'রলে, ক্ষতি কি?

রাধিকা। ডাক্তার ও কোন বেটাই ভাল নয়, আমার চেয়ে বু'ঝবে কোন্ বেটা?

দেবেন। তবুও—

রাধিকা। বাপু হে, তোমরা লেখা পড়াই শি'খেছ, সংসারের জ্ঞান

কি? আমাদের মাথায় চুল পে'কেছে, তোমাদের Young Bengal দের চেয়ে বুঝি ঢের। আমি যা' ব্যবস্থা ক'রেছি, তা'ই ঠিক।

দেবেন। আমি Brown সাহেবকে নি'য়ে এসেছি, তিনি গাড়ীতে ব'সে আছেন। আপনি অনুমতি ক'রলে—

রাধিকা। এঁ্যা Brown সাহেব! কলিকাতা থেকে? সে ত অনেক টাকার মামলা, আমি ত -

দেবেন। আপনাকে এক পয়সাও দিতে হ'বে না; আমি তাঁ'কে ভিজিট দিয়েছি।

রাধিকা। অ্যাঁ! এত গুলো টাকা জলে ফে'লে দিয়ে এলে?

দেবেন। বলেন কি! আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়! বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে ব'সেছে, আর আমি অনন্যোপায় হ'য়ে একটা ডাক্তার এ'নেছি, তা'তে টাকা জলে ফে'লে দেওয়া হ'ল! তা' যদি হয়, তা' হ'লে আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লছি, অত টাকার মায়া আমার নেই!

রাধিকা। বাপু, এটা Debating Club ও নয়, আর তোমাদের স্বদেশী meeting ও নয়, যে অত বক্তৃতা দি'চ্ছ। এটা আমার বাড়ী; আমার অন্দরে ডাক্তার—বিশেষতঃ সাহেব ডাক্তার—ঢু'কতে দে'ব না এটা স্থির! স্পষ্ট কথা ব'ললুম, এখন তোমার যা' ইচ্ছা কর।

দেবেন। আপনার পায়ে ধ'রছি, আপনি আমার পিতা; শৈশবেই আমি মাতৃহীন, বিমাতার চক্রান্তে পিতা থেকেও পিতৃহীন!

রাধিকা। এই বাঁদরামোর দরুনই, তুমি তোমার বাপের

চ'খের বালি হ'য়েছ। এখন এখান থেকে চ'লে যাও।

রাধিকা। আপনি কি মানুষের মত কথা ব'লছেন?

রাধিকা। Rascal! তোর যত বড় মুখ, তত বড় কথা দেখি যে! তুই এখনই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।

দেবেন। যা'ব, কিন্তু যত দিন আপনার কন্যা জীবিতা আছে—

রাধিকা। না তুমি এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাও!

দেবেন। এক বার শেষ দেখা—

রাধিকা। কিছুতে না।

দেবেন। আপনার পায়ে ধ'রছি—

রাধিকা। বেরোও—এখনই বেরোও। ইচ্ছা হয়—আদালতের দোর খোলা আছে, সেই খানে যাও, নালিশ কর গে'।

দেবেন। হেম—হেম কোথা আছ হেম—

রাধিকা। ও রকম ক'রে যদি গাধার মত চেঁচাও, ত দরোয়ান গলা টিপে বাড়ী থেকে বা'র করে দেবে।

দেবেন। তুমি কি মানুষ? তুমি নরকের পিশাচ! তোমায় আর বেশী কি ব'লব!—ভগবান্ আছেন, উপরে ধর্ম্ম আছেন, এখনও দিন রাত হ'চ্ছে, তোমার এত তেজ কখন থাক্‌বে না! হেম হেম একবার চ'খের দেখাও দে'খতে পেলুম না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

বিধুভূষণ ও হরেণ ডাক্তার

হরেণ। আপনি শু'নেছেন বোধ হয়, Legislative council এর Member-ship এর জন্য এবার আমি এক জন Candidate আমার বিশ্বাস যে আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে Support করবেন Mr Ganguli.

বিধু। ক্ষমা ক'রবেন, মিষ্টার পদবীর আমার বড় সক্ নেই, আমার বেশ ভূষা দে'খেই তা' আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।

হরেণ। সত্য, I was just going to ask যে আপনি বিলাত-ফেরত—ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি কত দেশ বে'ড়িয়ে এলেন। আপনার বেশভূষা এমন কেন?

বিধু। দেখুন। যখন বিলাত প্রভৃতি দেশে থা'কতুম, তখন শীতের ঠেলায় বাধ্য হ'য়ে আমায় সাহেব সা'জতে হ'য়েছিল। কিন্তু দেশে এসে ধুতি চাদরই আমার লাগে ভাল। আরও কি জানেন, যতই হ্যাট্ কোট্ পরি—খোদা যা রং ফলিয়েছেন, তা'তে সাহেবের সঙ্গে মি'শতে গেলে—"কাক ও ময়ূর পুচ্ছের" গল্পটা মনে প'ড়ে যায়।

হরেণ। যা'ক—ও কথা যা'ক, এখন আমার Claimsএর বিষয়টা একটু বলি, আমার Public Spirit দেশ বিখ্যাত!

Partitionএর সময় Town Hallএ Lecture—স্বদেশী আন্দোলনের সময় Beadon Gardenএ Lecture—Really Thundering! Last Congressএ আমার Speech বোধ হয় সমস্ত আপনি প'ড়েছেন।

বিধু। আজ্ঞে না—আমার সে সৌভাগ্য হয় নি। আমি আপনাদের Politics থেকে একটু দূরে থা'কতে ভাল বাসি।

হরেণ। এঁ্যা—সে কি! আপনি Politics চর্চ্চা করেন না? দেশের উন্নতির জন্য একটুও মস্তিষ্ক চালনা করেন না?

বিধু। আমার দুর্ভাগ্য! কিন্তু আপনাদের Politics চর্চ্চায় দেশের কি উন্নতি হ'চ্ছে, দেশবাসীর কি উপকার হ'চ্ছে, তা' আমি বুঝতে পারি না।

হরেণ। Really I am astounded at this! Congressএ দেশের উপকার হয় না, Legislative Councilএর expansionএ দেশবাসীর উন্নতি হয় না, আশ্চর্য্য! I never expected this of you!

বিধু। উপকার যে কিছু হয় না এ কথা আমি বলছি না, কিন্তু যে জ্বালায় তা'রা দিবানিশি অস্থির, সেই জ্বালার চোটে সাধারণ লোক অন্য কোন বিষয়ের খবর রা'খবার অবকাশ পায় না।

হরেণ। সে জ্বালাটি কিসের?

বিধু। দারিদ্র্যের। লোকে কি ক'রে এক মুঠ অন্নের সংস্থান ক'রবে, কি ক'রে স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ কর'বে, এই ভাবনাতেই অস্থির! আপনি জানেন কি, কত লোক আধ পেটা খে'য়ে প্রাণ ধারণ করে?

হরেণ। আমরা দুর্ভিক্ষের চাঁদা সংগ্রহ করি ত।

বিধু। দুর্ভিক্ষ যে বারমাস—দেশব্যাপী—তা'র ক'রছেন কি ? এই আট টাকা মণ চালের দিনে, কন্যাদায়ে অভিভূত হ'য়ে, ভদ্রসন্তান, আপনাদের ন্যায় অভাবশূন্য Gentle-manএর Politics চর্চ্চা ক'রবে, কখন ? আগে নিজেদের সমাজের উন্নতি করুন, দেশের লোক যা'তে দু' বেলা দু'মুঠা খে'তে পায় তা'র চেষ্টা করুন, তার পর Politics চর্চ্চা ক'রবেন।

হরেণ। তবে আপনার মতে একটা সাদাব্রত খু'লতে হ'বে, আর যত অলস অকর্ম্মণ্য লোক, বিনা চেষ্টায় দু'বেলা আহার ক'রে যা'বে—কেমন ?

বিধু। আমি তা' বলি নি। দেশের খাবারের ভারটা কা'দের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন ? কারা চাষ করে, কি ক'রে চাষ হয়, চাষাদের অবস্থা কিরূপ, ধানগাছের তক্তা কেমন হয়, এ সমস্ত কখন দে'খেছেন কি ? চাষের কোন রূপ উন্নতি সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে কখন এত টুকু মাথা দিয়েছেন কি ? চাষাদের অসভ্য, বর্ব্বর, মূর্খ ব'লে ঘৃণা করা ছাড়া, কখন অন্য কোন ভাবে দেখেছেন কি ? শুধু চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দু'টা হা হুতাশ ক'রলে, আর খবরের কাগজে গভর্ণমেণ্টকে বেশ ক'রে গালাগালি দিলে কি ফল হ'বে বলুন।

হরেণ। But these are duties of Government.

বিধু। আর আমাদের duty বুঝি শুধু Governmentকে গাল দেওয়া। দিন ছিল—যখন অবস্থাপন্ন লোকেও গ্রীষ্মের

রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি গ্রাহ্য না ক'রে মাঠে গিয়ে চাষের তত্ত্বাবধান ক'রতেন, চাষাদের দাদা, খুড়ো, পিশে, মেসো ব'লে আদর ক'রে ডা'কতেন। তা'র ফলে তাঁ'দের উঠান মরাই ভরা থা'কত, পুকুর মাছে ভরা থা'কত, গোয়াল, গাভীর হাম্বা হাম্বা রবে মুখরিত হ'ত! মোটা ভাত কাপড়ের জন্য তাঁ'দের কখনও ভা'বতে হয় নি। আমরা এখন চাষ ছে'ড়েছি—বাবু হ'য়েছি—সার্ট, চুড়িদার পামসু প'রেছি! চাকরির উমেদারি কর্‌ছি আর তা'র ফলে—হা অন্ন হা অন্ন রবে গগন বিদীর্ণ ক'রছি!

হরেণ। তা' এর আমরা কি ক'রব বলুন?

বিধু। Governmentকে গাল দিন—আর কি ক'রবেন! কখন এ সমস্ত বিষয়ের প্রতিবিধানের একটুও চেষ্টা ক'রেছেন কি? নিজেদের দৃষ্টান্তে সাধারণকে শিক্ষা দিতে একটুও প্রয়াস পে'য়েছেন কি? আচ্ছা আমাদের একটা সামাজিক কলঙ্ক মোচন করুন দেখি। এই ধরুন—কন্যাদায়! বাঙ্গালায় কন্যাদায়ের তুল্য আর ভয়ানক জিনিস নেই। কত লোক এতে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পথের ভিখারী হ'চ্ছে, কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হ'চ্ছে, তা'র ইয়ত্তা কি! এতে ত আর Governmentকে গাল দিতে পা'রবেন না। এই কন্যাপণ নিবারণ ক'রবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন দেখি! দেশের মঙ্গল হ'বে, একটা জাতীয় মঙ্গল হ'বে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোটী কণ্ঠের আশীর্ব্বাদ লাভে আপনারা ধন্য হ'বেন!

হরেণ। অবশ্য এটা আপনি ঠিক বলেছেন, তবে সকলে মিলে চেষ্টা না ক'রলে, অর্থগৃধ্নু লোক কি সহজে এই ছেলে বেচা ব্যবসা ছা'ড়বে। কিন্তু চাষের উন্নতির জন্য আমরা ত বছর-বছর Agriculture শে'খবার তরে যুবকদের বিলাত ও আমেরিকায় পাঠাচ্ছি।

বিধু। তা'হ'লেই আমাদের সব দুঃখ হরিপালে গেল—কেমন?

হরেণ। তা'র বেশী আমরা আর কি ক'রতে পারি?

বিধু। অনেক ক'রতে পারেন। চাষাদের মহাজনদিগের হাত থেকে বাঁ'চাতে পারি, জমিদারের অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'রতে পারি, তা'দের সম্বৎসরের ধানের মরাই বেঁ'ধে দিতে পারি, চালের দর কমাতে পারি, আর তা'দের দৈহিক বলের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধি বল মিশ্রিত ক'রে, এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে সত্য সত্যই সোণা ফ'লাতে পারি।

হরেণ। These are really matters to think of.

বিধু। আমারও ত তাই বোধ হয়।

হরেণ। Then may I hope for your support, sir?

বিধু। আপনার কথা আমার স্মরণ থা'কবে।

হরেণ। আপনি এখন কোথায় যা'বেন?

বিধু। এখন একবার মাঠের দিকে যা'ব।

হরেণ। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যে চাষ করেন, তাই চাষের দিকে অত টান।

বিধু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি একটা চাষা।

হরেণ। আজ্ঞে তা না। তবে এখন আমি আসি! Ta-Ta.

বিধু। নমস্কার।

[উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ

সুষমা

গীত

বিফল আমার সকল কামনা, বিফল জীবন বহিয়ে যায়।
ফিরা'যে আমারে দিয়াছে ব'লে কি, বারেকের তরে ফি'রে নাহি চায়।
সকল ধনেতে ক'রেছে বঞ্চিত, প্রাণ ভ'রে মোরে করেছে লাঞ্ছিত,
তবু সে আমার হৃদয় বাঞ্ছিত, চকিতের দেখা কেন নাহি দেয়।
হেরি যদি আমি সে মুখ কমল, আকুলি পরাণ হয় যে চপল,
সকলি অমিয় সকলি অমল, কি সুধার ধারা উথলে তা'য়।

সুষমা। বাপের বড় আদরের মেয়ে ছিলুম! একটি মাত্র মেয়ে ব'লে বাবা মেয়েতেই ছেলের সাধ মেটা'লেন, আমায় লেখা পড়া শি'খতে বেথুন কলেজে দিলেন। বাল্য-বিবাহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কাযেই আজও আমি থুবড়ো হ'য়ে রইলুম! হঠাৎ আমার কপাল ভা'ঙ্গল! বাবা মারা গেলেন, কাকা সর্ব্বস্ব নিলেন, শেষে বিধবা মার সঙ্গে আমি তাঁ'র ভেতুড়ে হ'লুম।

(জনৈক দাসীর প্রবেশ)

দাসী। দিদি বাবু! কাকি মা তোমাকে ডা'কছেন।

[প্রস্থান।

সুষমা। কাকা টাকার লোভে এক বুড়োর সঙ্গে আমার বিবাহ দি'চ্ছেন। অর্থাৎ শুদ্ধ বাঙ্গালায় ব'লতে হ'লে. আমাকে বিক্রয় ক'রছেন। এঁরা আশীর্ব্বাদ ক'রে এ'সেছেন, আজ স্বয়ং বর, বরের পিতামহ মূর্ত্তিতে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে যা'বেন--বালাই—আশীর্ব্বাদ ক'রে যা'বেন; কাকী মা শ্লেষ ক'রে ব'ললেন "বেশ ত লো, না বিইয়ে কানায়ের মা হ'বি, নাতি পুতি নি'য়ে ঘরকন্না ক'রবি, কত আদর পা'বি"। আদর পা'ব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেন না "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী"; কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী যখন আদর ক'রে প্রাণেশ্বরী ব'লে হস্ত ধারণ ক'রবে, তখন প্রিয়তম স্বামীকে যে আর কিছু ব'লে ভ্রম হ'বে, সে বিষয়ে ত কাকী মা কিছু মীমাংসা ক'রলেন না। তা'র উপর গল্পে শু'নেছি আর উপন্যাসেও প'ড়েছি, যে বৃদ্ধস্বামীর সন্দেহের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়! এমন কি, কেউ কেউ ঘরের নর্দ্দামা পর্য্যন্ত ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করেন, পাছে কেউ তাঁ'র ঘরের ভিতর অনধিকার প্রবেশ করে। ওঃ! ভা'বতেও যে শরীর শিউরে উঠে! বাবা! বাবা! স্বর্গ থেকে দেখ, তোমার আদরের সুষমার আজ সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

(কাকীমার প্রবেশ)

কাকী। ও কি লো! উপরের দিকে চেয়ে কি দে'খছিস? চুল বাঁধিস নি? তা'রা যে একটু পরেই আ'সবে।

সুষমা। না কাকী মা, চুল বাঁধি নি, আর কিছু বাঁ'ধছিলুম।

কাকী। সাধে ব'লি মাথা খারাপ, আবার কি বাঁ'ধছিলি?

সুষমা। কেন কাকী মা—বুক বাঁ'ধছিলুম; তোমরা আমার হাত পা' বেঁধে জলে ফে'লে দি'চ্ছ, সাঁতরে উ'ঠতে হ'বে ত, সেই জন্যে বুক বাঁ'ধছিলুম।

কাকী। বলিস্ কি লো! অমন বড় মানুষের সঙ্গে বিয়ে হ'চ্ছে, তিন সুট গহনা দেবে! এক সুট সোণাব, এক সুট জড়োয়ার, আব এক সুট ইহুদি ফ্যাসানেব।

সুষমা। হ্যাঁ—তা এক রকম Shoot কবাই বটে; তবে এক গু'লতেই প্রাণ বেরুলে ভাল হ'ত।

কাকী। কি বলিস্?

সুষমা। বলি তিন সুট গহনা কি হ'বে? ওঃ—এক সুট তোমার, এক সুট আমার, আর মা বিধবা মানুষ, উনি ত আর গহনা প'রবেন না, বাকি সুটটা আমরা দু'জনে ভাগ ক'রে নে'ব, কেমন?

কাকী। নাটক নভেল প'ড়ে, মেয়েটার মাথা খারাপ হ'য়ে গে'ছে! কা'কে কি ব'লতে হয় জানে না।

সুষমা। যা'র মাথা আছে তা'রই খারাপ হয়, আর যা'র নেই তা'র কি খারাপ হ'বে? হ্যাঁ কাকী মা! আমার বাসর হ'বে কোথা? নিমতলায়—না কাশী-মিত্তিরে?

কাকী। ছি ছি—তোদের সঙ্গে কথা কইতে আসা, আমার বাপের ঝক্‌মারি—আমি চ'ললুম।

[প্রস্থান।

সুষমা। কাকী মা সুবিধে ক'রতে পা'রলেন না। ভে'বেছিলেন আমি খুব কাঁ'দব কা'টব, আর উনি একটু মুখ টিপে টিপে হা'সবেন। তা'ত আর হ'ল না, কাযেই নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেলেন। ওই যে আবার কি মতলবে আ'সছেন।

(কাকীমার পুনঃ প্রবেশ)

কাকী। না বাপু, আমি আর পারি না; এক হাতে কত ক'রব? দিদি ঠাকুরঘরে আহ্নিক ক'রতে ঢু'কেছেন, কখন যে বে'রুবেন তার ঠিক নেই। ছিষ্টির উয্যুগ আমায় একলা ক'রতে হ'বে। আচ্ছা বাপু, বিধবা মানুষ বিয়ের কোন জিনিস না ছোঁ'ও, যাঁ'রা আশীর্ব্বাদ ক'রতে আসবেন, তাঁ'দের জল খাবারের উয্যুগ গুলো ক'রলেও ত হয়। সেই ছিরি গড়া থেকে, নাড়ুর চালটি ধোওয়া পর্য্যন্ত, সব আমায় ক'রতে হ'বে। সময় নেই যে পাঁচটা কুটুম সাক্ষেৎ আনা'ব। শুধু আমার বোনকে আর ভাজকে আ'নতে পা'ঠিয়েছি। সুষমা, ফল টল গুলো কু'টবি আয়। তোর কাকা ত চার পাঁচটা বাঁধা হুঁকো আর গড়গড়া সিন্দুক থেকে বার ক'রে, বসে বসে পরিষ্কারই ক'রছে। আফিংখোর কি না, তাই তামাকের উপর এত ঝোঁক।

সুষমা। কাকী মা, তোমার খুব দম ত বাছা! এক নিশ্বাসে

সাত Canto রামায়ণ গেয়ে ফে'ললে! আমি ত তোমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়েই ছিলুম! মনে হ'চ্ছিল যেন ক্লাসে ব'সে Historyর Lecture শু'নছি।

কাকী। তোদের কি বল্ না, কোন বিষয়ের নিন্দে হ'লে, তোর কাকারই ত মুখ পু'ড়বে। তাল গাছ থাক আর না থাক, তাল পুকুব নামটা আছে ত।

সুষমা। কেন, বাপু, আমার কাকাকে মুখ পু'ডবে ব'লে গালাগালি দিচ্ছ?

কাকী। গহনা, দান সামগ্রী, খাওনা দাওনায়, প্রায চার পাঁচ হাজার টাকা প'ড়বে।

সুষমা। তা' প'ড়বে বই কি, কাকী মা! একটা সোণার বৃষত্তেই প্রায় পাঁচ হাজার টাকা প'ড়ে যা'বে।

কাকী। না বাপু, আর কোন কথাত্তেই থা'কব না। ফি কথাতেই ঠাট্টা। যদি এতই অবিশ্বাস হয়, নিজের হাতেই তোরা সব ক'রতে পারিস ত। আর ও কোথায় বা কি পা'বে? সামান্য চাকরি, কষ্টে শ্রেষ্টে দু' বেলা চলে। গুরুজনের নিন্দে ক'রতে নেই, কিন্তু বড্ঠাকুর, নগদ টাকা কড়ি যা ছিল, সমস্তই ত উ'ড়িয়েছেন, ছোট ভাইএর মুখের দিকে ত চান নি—

সুষমা। কাকী মা! আমার বাবা দেবতা ছিলেন, তাঁ'র নিন্দা ক'র না। আর ও সকল কথা কেন তু'লছ? আমি সব জানি। ভগবান্ পুরুষ গ'ড়তে ভুলে আমায় মেয়ে মানুষ গ'ড়েছেন! আমি দুনিয়ার সমস্ত সংবাদ রাখি।

কাকী। সত্যি বাবা! তুমি ত মেয়ে নও, পুরুষের চৌদ্দপুরুষ! তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কাটা কাটি করা আমার কায নয়। ইচ্ছে হয় এস, আমার অত গরজ নেই।

[প্রস্থান।

সুষমা। খুব গরজ আছে; জ্বালা—জ্বালা—আর সহ্য হয় না! যা'র মুখে প্রতিভার চিহ্ন দে'খে, বাবা এক রূপ পথ থেকে কু'ড়িয়ে এনে মানুষ ক'রলেন—আমার সঙ্গে বিবাহ দেবেন ব'লে, বোধোদয় থেকে আরম্ভ ক'রিয়ে বিলাত পা'ঠিয়ে, যা'র পেছনে অকাতরে অর্থব্যয় ক'রলেন—সেই সুবোধ কি না Civil service পাশ ক'রে, বিবি বিয়ে ক'রে ফিরে এল! হা রে অকৃতজ্ঞ সংসার! হা রে অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যা! আর শুধু সুবোধেরই কি দোষ দেব! ইনি কি! যিনি আমায় বিবাহ ক'রব ব'লে কোমর বেঁধে আ'সছেন—ইনি কি! কাকার মুখে শু'নলেম ইনি এক জন Retired Engineer, বয়ঃক্রম নিশ্চয়ই ষাট বৎসরের অধিক! বাটিতে প্রৌঢ়া স্ত্রী কন্যার আসন্ন মৃত্যুভয়ে ম্রিয়মাণা, উপযুক্ত পুত্র বিলাতে; বিদ্বান, বুদ্ধিমান, Honourary Magistrate, Fellow of the Calcutta University, আবার তা'র উপর রায় বাহাদুর! ইনি বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যা সম্ভোগের জন্য বিবাহ ক'রবেন! এই শিক্ষা! এই বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়! এঁরাই বড় লোক নামে খ্যাত! ওই যে—ওই যে

আ'সছেন! সঙ্গে বাহন, বৃদ্ধ পুরোহিত, ওই যে—পলিত কেশ, গলিত দন্ত, ওই যে আমার—জগদীশ্বর! কি ক'রলে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাধিকার অন্দরস্থ কক্ষ

রুগ্নশয্যায় হেমলতা শায়িতা, বিরজা ও নিস্তারিণী

নিস্তার। আহা—বউ ত নয় লক্ষ্মী! কি করনাই ক'রছে! রুগীর সঙ্গে রাত জে'গে জে'গে বাছা নিজেও কাহিল হ'য়ে প'রল! কিছু খাও সে মা; এত বেলা হ'ল, এখনও মুখে জলবত্তি দাও নাই।

বিরজা। সে হবে এখন; ঠাকুর জামাই যে সাহেব ডাক্তারকে আ'নতে গেলেন, তা আজও এলেন না কেন? ঠাকুর-ঝির ব্যায়রামের আজ যেন বাড়াবাড়ি দে'খছি।

নিস্তার। কেনে, সে কঁথা কি তুমি জান নি?

বিরজা। কি কথা?

নিস্তার। জামাই বাবু, সাহেব ডাক্তর লিয়ে এসেছিলক গো, তা বাবু তা'কে বাকুলকে ঢু'কতে দিলেক নি। ব'ললেন আমার বাকুলকে ডাক্তর, তা'র উপর আবার সাহেব! জাত জন্ম সব খোয়াইলেক! জামাই বাবু বাবুর দুটো

পায়ে জরিয়ে প'রে কানতে লা'গল, তা বাবু কিছুতে শুনলেক নি। শ্যাষ জামাই বাবু রেগে উ'ঠল, আর বাবুও অমনি রেগে তা'কে বারী থেকে বার ক'রে দিলেন।

বিরজা। সর্ব্বনাশ! বল কি? আস্তে কথা কও, ঠাকুরঝির ঘুম না ভাঙ্গে।

নিস্তার। জামাই বাবুকে বাকুলকে ঢু'কতে দিতে বাবু দয়রানদের মানা ক'রে দিয়েছেন।

বিরজা। সে কি কথা! ঠাকুর জামাইকে না দে'খতে পেলে ঠাকুরঝি যে হুতোশেই মারা যাবেন! আমি ঠাকুরের পায়ে জ'ড়িয়ে প'ড়ে কাঁ'দব, তা'তেও কি তাঁ'র দয়া হ'বে না?

নিস্তার। বাবু ত বারী নাই।

বিরজা। বাবা কোথায় গে'ছেন?

নিস্তার। না মা ব'লব নি, কেউ কোথা হ'তে আবার শু'নতে পাবেক।

বিরজা। কেন, কেন, ব'লবে না কেন? কোন বিপদ আপ-দের কথা নয় ত?

নিস্তার। বিপদ আবার লয়? এর চেয়ে বিপদ আর কি হ'বেক গো!

বিরজা। এঁ্যা বিপদ! বল—শীঘ্র বল কি হ'য়েছে?

নিস্তার। না গো না, তুমি যা, ভা'বছ তা' লয়। আর না ব'লে থা'কতে লারছি বাবু; শোন তবে, কিন্তু প্রেরেকাশটি ক'র নাই; তা হ'লে আমাদের মাথাটি থাকবেক নি!

কর্ত্তাবাবু আবার বিয়ে ক'রবেন! তাই ক'নে দে'খতে গেছেন বটে।

বিরজা। বিয়ে ক'র্বেন! ক'নে দে'খতে গেছেন! এও কি সম্ভব? না না - হ'তে পারে না!

নিস্তার। যা'ক, ও কথা যে'তে দাও বাছা! ভগবান করুন, তা'ই যেন হয়। এখন কাপর আজুরে, আকটু কিছু মুখে দাও। এ রকম না খে'য়ে, না ঘুমি'য়ে ক' দিন বাঁচবেক গো!

বিরজা। আচ্ছা, এ কথা ত কা'র মুখে শুনি নি; তুমি কোথা থেকে শু'নলে?

নিস্তার। আমি না জানি কি? নিস্তার সব জানে; তবে কথাটি কয় না—ট্যাক্ক দেবার ভয়ে। ভোলা কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে গেল কি না, সেই আমাকে সব ব'লে গে'ছে। কিন্তু দে'খ বাছা, পেরকাশটি ক'র নি। যাই, তোমার জন্যে এক খানা কাপর আর কিছু জলখাবার আনা করি। (স্বগত) দিদিবাবুর ব্যারামটি হ'য়ে বরই ভাল হ'য়েছে; ভাঁরারের চাবি আমার কাছে, আমিই যেন গিরনি। দিন কতক এই রকম চ'ললেই ভাল। চ'খখেকো ভগবান কি তা ক'রবেক?

[প্রস্থান।

বিরজা। মধুসূদন! কি ক'রলে? ওগো তুমি কোথায় আছ? এস, এক বার এস—এক বার এসে দেখা দাও,— আমাদের রক্ষা কর। এখানে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তুমি গিয়ে অবধি মা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রেছেন! তা'র

উপব ঠাকুবঝিব এই অসুখ। এ সময় তুমি ফি'রে এলে, মা অনেকটা স্থিব হ'বেন, ঠাকুরঝির চিকিৎসা হ'বে, আর ঠাকুরও হয় ত চক্ষু লজ্জায় বিয়ে ক'বতে পা'ববেন না। ভগবন্। ভগবন্। আমার শ্বশুরেব মতি গতি ফিরিয়ে দাও। আমাদের সোণার সংসার যেন অতল জলে ডুবিও না প্রভু।

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। অ মা। তোমার তবে খাবার লেসতে গে দেখি, যে গিরনি ঠাকুর ঘরে মাথা কুবছেন আর কানছেন। এত ডাকা ডাকি ক'রলুম, তা' রা কাড়লেক নি। শ্যাষ্ যখন ব'ললুম, যে জামাই বাবু খ।র পাঠি'য়েছেন যে তিনি সাহেব ডাক্তাব ।নিয়ে আ'সছেন, অমনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখেব দিকে চেয়ে ব'ললে "হেম আমার বাঁ'চবে ? তিকিচ্ছে বিনে মেয়েটা ম'বতে ব'সে ছ্যাল। যাই তুলসী তলায হরিবলুট দিই গে"। আহা। যেন পাগল পারা হযেছেক গো।

বিবজা। কেউ সঙ্গে আছে ত ? মাথা ঘুরে প'ডে না যান, যাই দেখি গে।

নিস্তার। ওগো, তোমায় যে'তে হ'বেক নি, আমি লোক সঙ্গে দিযেছি। এখন তুমি বাছা কাপব আজুবেে এস। তুমি না মাথা ঘুরে প'রে যাও। বাবা, এমন মেয়ে ত দেখি না'ই। বরলোকের বৌ ঝি কেমন নিজেরা খায় দায়, নিজেদের সুখ ঐশ্বয্যি নিয়ে থাকে, এ বকা মেয়ের সে সব কিছুই লেই। হয় ঘরকন্নার কায, নয়

রুগীর সেবা, এই নিয়েই আছেক বঠে। যা খুসি কর বাছা, আমি তোমায় আর পারি না।

(দয়াময়ীর প্রবেশ)

দয়া। বউ মা, বউ মা! ডাক্তার নিয়ে জামাই আ'সছে; হেম আমার তবে বাঁ'চবে?

নিস্তার। দেখ দেখি বকা মেয়ে, ব'লছি কিছু খেয়ে লাও, তা' শুনবেক নি।

দয়া। এই যে হরিরলুটের বাতাসা এনেছি, তুমি খাও—হেমকে আমার খাওয়াও; তা' হ'লেই হেম বেঁচে উ'ঠবে। কেমন মা, বাঁচবে না?

নিস্তার। হঁ্যা বাঁ'চবে বই কি, এর চেয়ে নোকের ভারী ব্যামো হয়।

দয়া। বউ মা! তুমি বল, তুমি ব'ললেই হেম আমার বাঁ'চবে! এ সময় আমার রমেশ কোথায়! কোথায় আছ বাবা! এক বার এস তোমার হেমের চিকিৎসা করাও! হেমকে যে তুমি বড় ভাল বাসতে; দেখবে এস, তোমার হেম বিনা চিকিৎসায় মারা যায়!

বিরজা। চুপ কর মা—চুপ কর!

দয়া। আহা! এমন বউ কি কা'রও হয়? আমার রমেশ এখানে নেই, তবু মা আমার হাস্যমুখী, আমার সংসার মাথায় ক'রে রেখেছে! নিস্তার এমন লক্ষী বউ কা'রও দে'খেছ?

নিস্তার। কোথা থেকে দে'খব বাপু, আর তা'ও বলি, এমন ধারা শাশুরি পে'য়েছে তা'ই। আমরাও সোমত্ত বয়সে

এই রকম লক্ষ্মী ছিনু; তবু পোরা শাশুরি ননদ গাল না দিয়ে জল খে'ত না, কাযেই ঝগরা হ'ত।

বিরজা। মা, অনেক বেলা হ'য়েছে, আপনার ত পূজা আহ্নিক হ'য়েছে?

দয়া। পূজা! কি ক'রে পূজা ক'রব মা? পূজা ক'রতে যাই, আমার রমেশকে দেখি—হেমের যন্ত্রণা মনে পড়ে—আর মন ঠিক রাখতে পারি না! ওই যে—হেম উ'ঠেছে!

হেম। মা!

দয়া। কি মা!

হেম। মা—যাই!

দয়া। অমন অলক্ষণে কথা ব'ল না মা!

হেম। বড় যাতনা যে মা! বাবাকে এক বার ডাক।

দয়া। নিস্তার! কর্ত্তাকে খবর দাও।

নিস্তার। কর্ত্তা বাবু ত ক'লকেতায় গে'ছেন গো!

বিরজা। সে ত সকাল বেলা। এত ক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এসেছেন।

দয়া। যাও, শীগ্‌গির তাঁকে ডেকে আন।

[নিস্তারের প্রস্থান।

হেম। বউ দি!

বিরজা। কি দিদি!

হেম। এক বার কি তাঁ'কে দে'খতে পাব না?—এক বার কি তিনি আ'সবেন না! আমার যে শেষ হ'য়ে আ'সছে!

বিরজা। মা! ঠাকুর-জামাই কোথা?

দয়া। কি জানি মা! আজ দু' তিন দিন ত দেবেনকে দেখি নি! কেন তা' জানি না। বাছা ত আমার তেমন নয়।

বিরজা। ঠাকুর-জামাইকে খোঁজ ক'রে শীঘ্র আনাও মা!

(রাধিকা ও নিস্তারের প্রবেশ)

রাধিকা। কি—ব্যাপার কি? ক'লকেতা থেকে এসে কাপড় ছা'ড়তে না ছা'ড়তে, তলপ কিসের?

হেম। বাবা!

রাধিকা। কি মা—এই যে আমি। তোমার ভয় কি মা! শীঘ্রই সে'রে উ'ঠবে!

হেম। না বাবা—আর আমি সা'রব না।

দয়া। ওগো! আজ ব্যায়রামের যে বড় বাড়া বাড়ি দে'খছি! কি হ'বে?

রাধিকা। থাম—থাম!

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। হেম, কেমন আছে জ্যাঠাই মা!

[বিরজার প্রস্থান।

দয়া। কি আর ব'লব বাবা! হ্যাঁ বাবা বিধু—দেবেনকে আজ দু' তিন দিন দেখি নি কেন? বাবা আর হেমকে দে'খতে আসে না কেন?

রাধিকা। সে আমাকে অপমান ক'রেছিল, তা'ই আমি তা'কে বাড়ীতে ঢু'কতে বারণ ক'রেছি।

দয়া। তোমার প্রাণ কি পাষাণে গড়া! জামাইকে না দেখে

হেম যে বড় কাতর হ'চ্ছে। তোমার পায়ে পড়ি, দেবেনকে নিয়ে এস। ও বাবা বিধু! দেবেন যেখানে থাক, শীগ্‌গির তাঁ'কে এখানে নিয়ে এস—তোমার জ্যাঠাইমার কথা রাখ।

বিধু। আমি সেই কথা ব'লতেই এসেছি। দেবেনও হেমকে না দেখে বড় কাতর! কিন্তু—

দয়া। কিন্তু কি! আমি বলছি যাও।

রাধিকা। গিন্নি! বেশী বাড়া বাড়ি ক'র না। এ বাড়ীর কর্ত্তা আমি—তুমি নও!

বিধু। জ্যাঠা মশাই! আমারও কাতর অনুরোধ—

রাধিকা। ও সব কথা পরে ক'য়ো—এখন রোগীর ঘরে কেউ গোল ক'র না।

হেম। বাবা!

রাধিকা। কি মা!

হেম। আমার শেষ ভিক্ষা—

রাধিকা। বল মা—বল! কি চাও বল।

হেম। বাবা! আমার সময় নিকট—এ সময়ে আর আমার লজ্জা নেই! তাঁ'কে এক বার দেখাও, আমি তাঁ'কে দে'খতে দে'খতে মরি!

দয়া। ওগো—এই আমি তোমার পায়ে জ'ড়িয়ে প'ড়লুম, এক বার দেবেনকে নিয়ে এস।

বিধু। জ্যাঠা মশাই, আমার করজোড়ে প্রার্থনা—

রাধিকা। না—তোমরা সকলে মিলে আর আমাকে ঘরে থা'কতে দিলে না দে'খছি।

হেম। মা! আমার বুকটা চেপে ধর! আমি যাই যে—

দয়া। ওগো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

বিধু। শীগ্‌গির জল—

নিস্তার। ভই নেই মা ভয় নেই— ভীমরি গে'ছেন বটে। এই, চ'খ চা'ইছেন।

হেম। মা! চ'ললুম—কেউ তোমরা এক বার তাঁ'কে দে'খাতে পারলে না—সুখে ম'রতে পা'রলুম না!

বিধু। ভগবন্! সতীর শেষ সাধ কি অপূর্ণ থা'কবে!

(নেপথ্যে—"না, না, কখন না"। একটা জানালা ভাঙ্গিয়া হঠাৎ দেবেনের প্রবেশ)

দেবেন। হেম—হেম— আমার হেম!

(দৌড়িয়া হেমের মস্তক ক্রোড়ে লইল)

বিধু। দেবেন!

দয়া। দেখ বাবা! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে!

হেম। তুমি এসেছ—আঃ বাঁ'চলুম!

রাধিকা। এ ব্যাপার খানা কি!

দেবেন। আজ আমি আর থা'কতে পা'রলুম না। সদর দরজায় এলুম—দরোয়ানেরা ঢু'কতে দিলে না! খিড়কী দরজায় গেলুম—দেখি তালাবন্ধ! এক বার দেখবার ইচ্ছা বড় প্রবল হ'ল! তা'ই ঘরের পাশে ওই গাছটার উপর উ'ঠলেম। তা'র পর মা'র ক্রন্দনের শব্দ পেলুম! তা'ই থা'কতে না পে'রে ওই জানালার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে প'ড়লুম।

হেম। আর আমার ম'রতে দুঃখ নেই! একটু পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও।

দেবেন। নারায়ণ! যদি এই স্বর্গের জিনিস আমাকে দিয়েছিলে দয়াময়, তবে আবার ফি'রিয়ে নিচ্ছো কেন প্রভু!

হেম। মা—থাই—প্রি—য়—ত—ম!

(মৃত্যু)

দেবেন। কোথা যাও হেম!

দয়া। আমার কি হ'ল।

(মূর্চ্ছা)

রাধিকা। এই—আমার মেয়ের বিছানা থেকে ওঠ্।

বিধু। স্থির হ'ন জ্যাঠা মশাই! আপনার কি হৃদয় নেই! দে'খতে পা'চ্ছেন না, একটি স্বর্গের জিনিস স্বর্গে চ'লে যা'চ্ছে—একটি অমরার অমূল্য কুসুম বৃন্তচ্যুত হ'য়ে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চ'লে যা'চ্ছে! যদি আপনার কণামাত্র হৃদয় থাকে, এসময় নারায়ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করুন!

দেবেন। সব ফু'রিয়ে গেছে? বেশ হয়েছে! ভগবন্! চির দিন তোমার সেবা ক'রলুম, প্রাণ ভ'রে তোমার আরাধনা ক'রলুম, সকাতরে তোমায় ডা'কলুম, তা'র প্রতিফল কি এই দিলে, প্রভু! ভাল, আর আমি তোমাকে ডা'কব না, আর তোমার সেবা ক'রব না, আর তোমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আ'নব না; এই বার থেকে আমি সয়তানকে ডা'কব, তা'র অনুবর্ত্তী হব, তা'র কৃতদাস হ'ব! কোথা সয়তান—এস! তোমার সব পাপ সহচর নিয়ে আমার সহায় হও; আজ থেকে দেবেন তোমার কৃতদাস!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেদানার বাটী

রাধিকা, বেদানা, ভোলানাথ ও সিদ্ধেশ্বর

গীত

দেখ হৃদয় আসন রেখেছি শূন্য, কা'র মুখ খানি ভা'বিয়ে।
ওগো দিবস রজনী ছিলাম ব'সিয়ে, কার আশাপথ চা'হিয়ে॥
আমি পলে পলে কত গ'ণেছি দিন, মোহন মুরতি আঁকিয়ে,
কে জানি গো বিধি হইয়ে সদয়, দিবে তোমা ধনে আনিয়ে॥
ওগো কতই যতনে হিয়ার ভিতরে, রাখিব তোমারে লুকায়ে,
আমি বিরলে বসিয়ে হেরিব তোমায়, কত দিন যা'বে বহিয়ে॥

ভোলা। বাহবা—বাহবা বিবিজান! জিতা রহ!

বেদানা। ভোলা দাদা কি ঠাট্টা ক'রছ? না হয় গলাটা ভে'ঙ্গেই গে'ছে। তা' ব'লে—

ভোলা। মাইরি দিদি! কোন শালা ঠাট্টা ক'রেছে। আজ তোমার গান যে কি মিষ্টি লা'গল, তা' আর কি ব'লব। তোমার ঐ ভাঙ্গা গলাতেই হুজুর আমার ম'রে আছেন, ও জোড়া লা'গলে কি আর—

বেদানা। থাম, আর ঢং ক'রতে হ'বে না।

রাধিকা। না, সত্যি কথা বেদানা! তোমার আওয়াজ বড় মধুর!

পশ্চিমে থা'কতে আমি অনেক বাইজীর গান শু'নেছি, কিন্তু এত মিষ্ট, এত মধুব আওয়াজ—

বেদানা। বেশ, তুমিও বুঝি ভো'লা দাদাব সঙ্গে যোগ দিলে ?

ভোলা। দিদি আমাব আর জন্মে প্রাণ ভ'বে মধু সংক্রান্তিব ব্রত ক'রেছিলে, তাই আওয়াজ এত মধুমাখা হ'য়েছে।

রাধিকা। থাম্ ভোলা।

ভোলা। বেশ, ভোলা আব কথাটিও ক'বে না। ওবে লচমন্, একটা স্থলপো দেনা বে !

(ভৃত্যেব প্রবেশ ও তামাকু প্রদান)

আব কালিযে গে'লুম যে বে বাবা।

বেদানা। নাও না, ঢেলে খাও না তোমাকে আব কে ধ'বে বে'খেছে।

বাধিকা। দেখিস্, অল্প ক'বে খাস্, যেন মাতাল হ'স্ নি।

ভোলা। আপনি আমাকে খালি মাতাল হ'তেই দেখেন আব কি। এস দিদি। (বেদানাকে গ্লাস প্রদান।)

বেদানা। (বাধিকাব প্রতি) এস।

বাধিকা। আমি আব—আজ থাক।

বেদানা। কি রকম ? আচ্ছা। (গ্লাস বাখিয়া দেওন।)

রাধিকা। আহা রাগ ক'বছ কেন ? আমাব শরীবটে ভাল নেই, আর মনটাও—

বেদানা। হ্যাঁ হ্যাঁ—তা' জানি, এ'খানে এলেই যত শবীব, মন, সব খারাপ হ'য়ে যায়।

রাধিকা। আহা রাগ ক'র না—দাও, কিন্তু প্রসাদ ক'রে দাও।

বেদানা। (পানান্তে রাধিকাকে গ্লাস প্রদান এবং রাধিকার

পান।) দেখ দেখি কেমন হ'ল। মাঝে মাঝে বেয়াড়া মার, ওইতেই ত প্রাণটা খারাপ হ'য়ে যায।

রাধিকা। ওই গুণেই বুড়োকে মে'রে রে'খেছ বেদানা!

বেদানা। তুমি বুড়ো! কোন খানটায় তুমি বুড়ো! আমি ছিব্‌লে ছোঁড়া দু'চক্ষে দে'খতে পারি না, ভারিক্কি লোকই ভাল বাসি। তুমি ও কথা ব'ললে আমার বড় দুঃখ হয়!

রাধিকা। কেঁদ না বেদন্ কেঁদ না।

বেদানা। আমি তোমার তরে কি না ক'রছি। ওই ভোলা দাদাকেই জিজ্ঞাসা কর না, সেনেদের মেজ বাবু রোজই লে।ক পাঠা'চ্ছে, তা' আমি তা'কে অপমান ক'রে তা'ড়িয়ে দিলুম।

ভোলা। ওঃ সে কি অপমান! বেচারি শুধু কাঁ'দতে বাকি রা'খলে।

বেদানা। এই সে দিন মা' এ'সেছিল, এক জোড়া জড়োয়া চুড়ি হাতে ক'রে। ব'ললে, একটি বাবু শুধু একটা গান শু'নে যা'বে, তা'ই এই চুড়িটা দিয়েছে। আমি তখনি মাকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলুম। আমার কি না চুড়ির ভাবনা!

ভোলা। সতী লক্ষী! দিদিমনি আমার সতী লক্ষী? কলিতে এমনটি আর দেখি নি!

রাধিকা। চুড়ির জন্যে ভাবনা কি? আমি কালই তোমার চুড়ি কিনে এনে দেব।

ভোলা। (স্বগত) তারিফ আছে বাবা। পয়সা খরচের ভয়ে

মেয়েটাকে ডাক্তার দেখা'লে না—আছড়ে মা'বলে, সেই রাধিকা মুখুয্যে এখানে দাতাকর্ণ। আর শুধু রাধিকা মুখুয্যেই বা কেন? এই বয়সে ঢের ত দে'খলুম। মাগের পরনে কাপড় নেই, মা'র পেটে অন্ন নেই, ছেলেরা এক পয়সার মুড়ি খে'তে চা'ইলে মা'রতে যায়, কিন্তু শ্রীমন্দিরে ব্রাণ্ডি আর চপ কট্‌লেটের ঢেউ ছুটে যায়, তা'তে মনে একটু দ্বিধা হয় না। কি দিয়ে বিধাতা তোমাদের জাতকে নির্ম্মাণ ক'রেছেন, তা' তিনিই জানেন। কামিখ্যের যাদু বিদ্যা কোথায় লাগে।

বেদানা। তবে বল, তুমি আর আপনাকে আপনি বুড়ো ব'লবে না? যে যা'ই বলুক, কেউ ত তোমাকে আমার চ'খ নিয়ে দেখে না।

রাধিকা। আচ্ছা, তোমার মনে যদি কষ্ট হয়, আর আমি ব'লব না। সিদ্ধেশ্বর! তুমি চুপ ক'রে আছ কেন? এক-খানা গাও।

বেদানা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওস্তাদজি! তোমার সেই গানটা গাও।

গীত

বাবুদের হঁদিস্ মেলা ভার।
আছে শুধু লম্বা কোঁচা আর টেরির বাহার॥
বীণাপাণির ত্যাজ্য পুত্র লম্বা চওড়া চাল।
পরের মুণ্ডে ভাঙ্গেন কাঁঠাল, ট্যাঁকে কিন্তু ফক্কিকার॥
আষ্ট-আনা রোজের কাঙাল, খাঁটির খরচ বাদ।
মাগ ছেলের হ'য়েছে কিন্তু চ'খের জলই সার॥
লাট্টু ঘোরেন চিৎপুরেতে, কাপ্তেন ধরা কায।
বেওয়ারিস্ ইয়ারকির লোভে, বিবির ক'রে দেন বাজার॥

কেউ চড়েন জুড়ি ধরেন ছড়ি, কাটেন হ্যাণ্ডনোট্।
কামের মধ্যে মাবেন বাগান, গড়ান গিবির চন্দ্রহাব॥
কাকুর মুখে তুবড়ি ছোটে বিদ্যাব কি বাহার।
(কিন্তু) বিবিব কাছে জড়ভরত, ও ডিগ্রি পাওয়াই সার।
আছে কেবল আই হেব দি, অনার টু বি সার"॥

বেদানা। ওস্তাদজি। এ গানটা আমাকে লি'খে দিও ত।

ভোলা। শুধু লি'খে কেন, একে বারে ভাল ক'রে শিখিয়ে দেবে।

রাধিকা। তা' হ'লে এখন আমি আসি বেদানা!

বেদানা। কি বকম?

রাধিকা। একটু বিশেষ কায আছে।

বেদানা। জানি গো জানি, আমাব এই খানে এলেই তোমাব যত কায পড়ে। আজ কখনই যাওয়া হ'বে না। যা'র জন্যে আমি মা' বোনকে ছা'ড়লুম, সব ত্যাগ ক'বে বিবাগি হ'লুম, তা'কেই কি না চ'খে দে'খবার যো নেই! যদি কখন পথ ভু'লে এক বার এলেন, ত খালি উঠি আর উঠি। আমাব প্রাণেব ভিতব কি হয়, যদি বুক চিরে দেখা'বার হ'ত ত দেখা'তুম।

রাধিকা। কেঁদ না বেদন্। তুমি যে আমাকে ভাল বাস তা' কি আমি জানি না।

ভোলা। অসম্ভব বকম ভালবাসা হুজুর, অসম্ভব রকম ভালবাসা। (স্বগত) এ বেটীরা কে গো? দুটো ব'লতে এমন চক্ষু দিয়ে জল বার করে কেমন ক'বে?

বেদানা। তুমি হয় ত মনে ক'রবে সবই আমাদের ঢঙ। কি ক'রব, বেশ্যার ঘরে জন্মেছি—

রাধিকা। আবার কাঁদে—ছিঃ!

ভোলা। তুমি রঙেতেই মেরে রে'খেছ বিবি সাহেব, আর ঢঙের দরকার নেই। হুজুর, নিজের ইস্ত্রীবির চেয়ে তোমায় বেশী দেখেন। (স্বগত) ও শালি! তুমি ভোলার চ'খে ধুলো দেবে? কানের আতর টিপে টিপে চ'খে লাগা'চ্ছ, আর চক্ষু দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল প'ড়ছে! সাবাস বাবা! ভদ্র সন্তানের বাবার সাধ্য কি, যে এ তুক্ ধরে?

রাধিকা। জান ত, মেয়েটা ম'রে গে'ছে, মনটা তাই বড় খারাপ আছে। তা' আমি কাল আ'সব এখন।

বেদানা। বাড়ীতে ত কান্নাকাটি, না হয় এই খানেই থা'কতে?

ভোলা। (স্বগত) তা বই কি—এমন শান্তিময় পবিত্র স্থান আর কোথা আছে?

রাধিকা। আজ যাই—কাল আবার আ'সব।

বেদানা। সত্যি কাল আ'সবে? আমার মাথা ছুঁয়ে বল—নইলে ছা'ড়ব না।

ভোলা। (স্বগত) এ দিব্যি, তাঁরা তুলসি গঙ্গাজলের চেয়ে ঢের জবর, বাবা!

রাধিকা। (বেদানার মাথা ছুঁইয়া) হ্যাঁ, কাল আমি আ'সব।

বেদানা। সেই চুড়িটের কথা মনে থা'কবে?

রাধিকা। নিশ্চয়ই!

ভোলা। (স্বগত) তা থা'কবে না! ইষ্টি দেবতার নাম ভু'লে

যা'বে বাবা, তবু কি ও কথা ভু'লতে পারে! ওই চুড়ির জন্তেই আজ এতটা ঢঙের উদয়!

রাধিকা। চল্ ভোলা!

ভোলা। আজ্ঞে, ভোলা প্রস্তুত।

বেদানা। ও লচ্‌মন—লচ্‌মন্! বাবুকে আলো ধ'রে গাড়ীতে তু'লে দিয়ে আয়। ভোলা দাদা! বাবু গাড়ীতে এক মিনিট ব'সছেন, তুমি চট্ ক'রে ওস্তাদজীকে দিয়ে গানটা আমাকে লিখে দাও না।

[রাধিকা ও ভৃত্যের প্রস্থান।

বেদানা। আঃ—বাঁচা গেল!

ভোলা। তবে থা'কবার জন্তে অত জেদ ক'রছিলে কেন?

বেদানা। ও সব চাইরে দাদা—ও সব চাই।

ভোলা। দাঁড়াও একটু খেয়ে নিই। (মদ্যপান।)

বেদানা। বাঃ—সব খে'য় না!

ভোল। না না—যা আছে, তোমার সিধের হ'বে এখন। যা'হ'ক ব্যাপারটা কি? আমায় ইসেবা ক'রলে কেন?

বেদানা। একটু কায আছে।

ভোলা। আমারও তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। একটা খপর দিই, বেশ কিছু থোক্ থাক্ আদায় হ'বে। কিন্তু এক শ' টাকা, আমার চাই।

বেদানা। কথাটা কি?

ভোলা। বুড়ো আবার বে ক'রছে।

বেদানা। বলিস্ কি রে! কা'র কপাল আবার পু'ড়ল!

ভোলা। সে যা'রই পুড়ুক, কিন্তু একটি শ' টাকা আমার চাই।

বেদানা। সিধে তুই ও ঘরে যা'।

সিধে। কেন?

ভোলা। কথা কস্‌নি দাদা। এখুনি ডিস্‌মিস্‌ হ'বি!

[সিধের প্রস্থান।

বেদানা। এক শ' কেন, তোকে দু'শ দেব, যদি একটা কায ক'রতে পারিস্‌।

ভোলা। এই রে সিধের কপাল বুঝি পু'ড়ল। কে এপয়েণ্ট হ'বে দিদি?

বেদানা। থাম্‌ থাম্‌, ঠাট্টা ছাড়। বুড়োর জামাই দেবেন—বেশ দে'খতে, সম্প্রতি মাগ ম'রেছে। সে দিন এখান দিয়ে যা'চ্ছিল, দে'খলুম মাতাল অবস্থা। তা'কে দে'খে অবধি প্রাণ ভারি খারাপ হ'য়ে গে'ছে। যদি ভাল বা'সতে হয়, ত ওই রকম পুরুষ চাই। তা'কে যদি যোগাড় যাগাড় ক'রে এক দিন নিয়ে আ'সতে পারিস্‌, ত তোকে আর কি ব'লব!

ভোলা। হ্যাঁ—হ্যাঁ - মাগ ম'রে অবধি ছোঁড়াটা যেন পাগলের মত হ'য়েছে। রাধিকা মুখুয্যের কি আক্কেল! একটা মেয়ে, এক জন ভাল ডাক্তার দে'খালে না! তা' দিদি, ঠাউরেছ বেশ—কিন্তু জামাই যে!

বেদানা। হ'লই বা, আমরা ও সব ধরি টরি না, তা'ত তুই জানিস।

ভোলা। তা' বটে, কিন্তু বড় শক্ত কথা দিদি, ছোঁড়া ভারি বেয়াড়া!

বেদানা। বেয়াড়া টেয়াড়া বুঝি না, তোকে এ কায ক'রতেই হ'বে। নগদ করকরে টাকা গুনে দেব।

ভোলা। দেখি—কত দূর কি ক'রতে পারি।

বেদানা। যত শীগ্‌গির পারিস্, চেষ্টা কর। আমার বুক যায় প্রাণ যায় হ'য়েছে। এখন যা, বুড়ো আবার কিছু মনে ক'রবে।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

দেবেন্দ্র

দেবেন। সোণার কমল ভা'সিয়ে দিয়ে এলুম, সোণার কমল ভা'সিয়ে দিয়ে এলুম! আহা হা—সোণা কি ভাসে? কথাটা কবির মুখে শোভা পায়, কিন্তু আমি Scienceএ এম, এ, পাশ ক'রেছি আবার First stand করেছি! আমি ব'ললে ভুল হয়; Hydrostaticsএ বেধে যায়, বাবা! সোণা যে সমাবয়ব জলের চেয়ে উনিশ গুণ ভারি। কিন্তু বাবা, লোহার বয়াও ত ভাসে; সেই Principleএ যদি ভাসান যায়! তবে কমলে সে principle কি রূপে সম্ভব? সে ত Gravitationএ equal quantity of water displace ক'রে,

আপনি ডু'বে গেল। আমিও মদে ডু'বে থাকি। এক-বার শ্মশানে যাব ব'লে বে'রিয়েছি। আহা শ্মশান! মানবের চির বিশ্রামের স্থান—শান্তময় পবিত্র স্থান! ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, বিরাগের জলন্ত আদর্শ, বিভুজ্ঞান শিক্ষার আশ্রম, এই শ্মশান। ডাক্তারের advice অনুসারে, আগে প্রত্যহ রাত্রে এক ounse ক'রে খে'তুম, তা'র পর যা'র কথায়, যা'র মনস্তুষ্টির জন্য, যা'র অনুরোধে মদ ছে'ড়েছিলুম, সেই চ'লে গেছে! তবে আর কা'কে ভয় ক'রব? কা'কে লুক'ব? ওহোঃ হোঃ—খাই—আবার খাই—মদে ডুবে থাকি। তুমি স্বর্গ থেকে রাগ ক'রছ? তা' শু'নব না। তুমি এক বার দেখা দিয়ে আমায় বারণ কর, আমি—এখনই এই বোতল তোমার সামনে আছাড় মে'রে ভে'ঙ্গে ফে'লব।

(বিধুভূষণের প্রবেশ)

কে বিধু গাঙ্গুলী? Words ending in 'ly' are almost always adverbs; যথা Ganguly, Sicily, Bareilly, ড্যাংগুলি, সেওড়াপুলি, কাট-বেরালি! দেখ বাবা—এখনও Grammar ভুলি নি।

বিধু। ভু'লবে কেন? তুমি ভাল ছেলে বরাবর Scholar-ship পে'য়ে এ'সেছ।

দেবেন। তা'ত এ'সেছি—এখন কি মনে ক'রে এ'সেছ? আমাকে বাড়ী ফি'রিয়ে নি'য়ে যা'বে ব'লে? তা' হ'চ্ছে না। এই দেখ, কোঁচার খুঁটে তা'র ছাই বাঁধা আছে, শ্মশানে ব'সে এই ছাই একটু বুকে মা'খব, তবে যদি

বুকটা একটু ঠাণ্ডা হয়। বড যাতনা--বিধু বড় যাতনা-ওঃ মদ খাই! (মদ্যপান।)

বিধু। (স্বগত) কি উপায় করা যায়। এখন যেরূপ অবস্থা বোঝা'লে ত বু'ঝবে না।

দেবেন। কি ভা'বছ? ভা'বছ বুঝি দু'টো শ্লোক আউড়ে বাড়ী ফি'রিয়ে নে' যা'বে! বাড়ীতে বিমাতা! পিতৃনিন্দা করা উচিত নয়, কিন্তু বড জ্বলে উ'ঠছে তা'ই ব'লতে হ'চ্ছে। আমার স্ত্রীব এত অসুখ গেল, দু' পয়সার মিছবি পাঠিয়ে তত্ত্ব ল'ন নি, যে সে কেমন আছে! বাডীতে স্নেহময়ী জননী নেই, যে মা' ব'লে গিয়ে দাঁডা'ব। পথে ব'সেছি বলেই পথে দাঁ'ডিয়ে এ বিষ পান ক'রছি।

বিধু। সব জানি—কিন্তু তবু এমন অবিবেচনার কায ক'রছ কেন?

দেবেন। শুধু তা'ই নয়—আমার বাপ লক্ষপতি, আমার শ্বশুর লক্ষপতি, কিন্তু আমার স্ত্রী বিনা চিকিৎসায় মারা গেল! ওহোঃ হোঃ! বিনা চিকিৎসায় আমার সাধেব কুসুম শুকিয়ে গেল! তাই মদ খাচ্ছি। তুমি যাও বিধু, মাতালের কাছে আর দাঁড়িও না।

(মদ্যপান)

বিধু। আর খে'ও না ভাই, আর খে'ও না।

দেবেন। আর খা'ব না—কেন খা'ব না? আর আমার কি আছে? কিসের মায়া ক'রব? বাবার সঙ্গে যদি দেখা হয় ত ব'ল, যে যখন এল এ পাশ করি, তখন পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, এই

বালিকা হত্যা ক'রেছেন। এখন আমি, এম এতে ফাষ্ট হ'য়েছি, দর বে'ড়েছে, তা' ব'লে তাঁ'র ফের দশ হাজারের আশায় যেন তিনি জলাঞ্জলি দেন!

বিধু। তা' ব'লব; এখন তুমি না হয় আমাব বাড়ীতে এস।

দেবেন। এখন নয় একটু পরে! আগে শ্মশানে যাই, তা'র পর যা' হয় ক'রব। দেখ, বাল্যবিবাহে আমার এই সর্ব্ব নাশ ক'রেছে। চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা গর্ভবতী হ'লে অনেক সময় এমনিই হ'য়ে থাকে। ভু'লতে পা'রছি না, ভুলতে পা'রছি না, মদ খাই। (মদ্যপান)

বিধু। আহা! একটা প্রাণী হত্যা হয় যে গা! কা'কে ডাকি? এস না, আমাব কথা রাখ।

(হস্ত ধারণ)

দেবেন। কে বাবা হাত ধর? তুমি কি প্রাণী নও? তুমি কি উদ্ভিদ, না Electric tram? ছেড়ে দাও; ছাড়বে না? তবে এই শয়নে রাস্তা লাভ ক'রলুম। (শয়ন)

বিধু। তাই ত, কি করি? একলা মানুষ কোন্ দিক সাম্‌লাই! এখন আমি গাড়ী আ'নতে গেলে, পাছে পুলিশে ধরে! কি করি, উপায় ত নেই, যে'তেই হ'বে!

[প্রস্থান।

(ভোলানাথের প্রবেশ)

ভোলা। রাস্তায় প'ড়ে কে ও! দেবেন বাবু না? বটে, এমন ধাবা! তবে ত আমার কায অনেক এগিয়েই আছে! আমি ত আকাশ পাতাল ভা'বছিলুম, যে ওরা সব ভাল ছেলে, কাছে ঘেঁসব কেমন ক'রে! যখন মদ ধ'রেছে

তখন ভাবনা কিসের ! কেল্লা ত ফতে ক'রেছি ব'ললেই হয়। নগদ দু' শ' টাকা, আর বেদানা ! আহা, ছুঁড়ীর চেহারা ত নয়, যেন ভীম নাগের দোকানের কাঁচা-গোল্লা ! এ যে একে বারে লাশ দে'খছি, ওঠান যায় কেমন ক'রে ? বা—বা হাতে যে তোফা হীরের আঙটি র'য়েছে, এটা এই বেলা সরিয়ে ফেলা যাক।

(আঙটি খুলিবার চেষ্টা)

দেবেন। কে বাবা তুমি সঁদেল চোর। এই তক্কে আঙটি সরা'বার যোগাড় ক'রছ ! "Methinks, I heard a voice cry, "Sleep no more" (উপবেশন)

ভোলা। আজ্ঞে—আজ্ঞে! জামাই বাবু—আমি ! আপনি এ রকম ভাবে রাস্তায় প'ড়ে আছেন দেখে, আপনাকে তু'লছিলুম।

দেবেন। কেন বাবা ! মেয়েটিকে খুন ক'রে কি আশ মেটে নি, তাই পূজনীয় শ্বশুর মশাই আমাকে খুন ক'রতে তাঁ'র বাহনটিকে পা'ঠিয়েছেন !

ভোলা। একি কথা বলেন জামাই বাবু ! আমি গেলুম ভাল ক'রতে—

দেবেন। ভাল করতে ! আমার ভাল ! আচ্ছা, যদি ভাল ক'রতেই এসেছ, তবে এক গ্লাস মদ খাও !

ভোলা। আজ্ঞে আপনার সামনে—সে কি কথা ! বেয়াদবি হ'বে !

দেবেন। আমার আর মোসাহেবি ক'রছ কেন যাদু, এখানে ত কিছু পিত্তেস নেই ! ধর, খে'য়ে ফেল !

ভোলা। (পানান্তে) আমি আপনার গোলাম !

দেবেন। তুমিই আমাকে ওঠা'লে বাবা ! ও সব মোসাহেবি বুলি কাণে শেল বাজে। ঐ যা'—ফু'রিয়ে গেল !

ভোলা। আজ্ঞে তা'র জন্যে ভাবনা কি ? যখন আমি আছি, তখন মদের জন্য ভাবনা কি ?

দেবেন। তবে কই দাও।

ভোলা। আজ্ঞে কাছে ত নেই। চলুন আমার সঙ্গে, যত পারেন খা'বেন।

দেবেন। কোথায় বাবা ?

ভোলা। এই যে কাছেই। এখনি গাড়ী আ'নছি—

দেবেন। তুমি হঠাৎ এতটা আত্মিয়ো হ'লে কেন বাবা ? মতলব খানা কি ? জেলে নি'য়ে যা'বে ?

ভোলা। আজ্ঞে, আপনি এ কি আজ্ঞে ক'রছেন !

দেবেন। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যাব এখন। আপাততঃ একটা কায কর দেখি।

ভোলা। হুকুম করুন।

দেবেন। আমি এক বার গঙ্গাতীরে শ্মশানে যা'ব ! তোমার কাঁধে ভর দিয়ে আমাকে নিয়ে চল দেখি। তার পর জেল কেন, আমায় যমের বাড়ী নি'য়ে গেলেও রাজি আছি।

ভোলা। আজ্ঞে—চ'লুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

ভোলানাথ

ভোলা। যা'ক—মাল এখন থামাল করা গেল! কিন্তু এক দম লাস্। এত সহজে যে কার্য্যোদ্ধার হ'বে তা' ভাবি নি। ওরা সব ইয়ং বেঙ্গল—ইংরাজী মেজাজ্—তা'র উপর সম্প্রতি মাগ ম'রে শোক পে'যেছে; ভে'বেছিলুম কাছে ঘেঁ'সলে হয়ত একটা বিলিতি ঘুসি ঝে'ড়ে দেবে—নয় ত সবুট পদাঘাত ও তৎক্ষণাৎ প্লীহা ফাটিয়া শ্রীমান্ ভোলানাথের মোক্ষলাভ! যখন মদ ধ'রেছে, আর সেই অবস্থায় হুজুরে হাজির ক'রেছি, তখন আর কিছু ভাবি না। সুন্দরী যুবতীর বিলোল কটাক্ষ কোন্ সুরাপানোন্মত্ত যুবক অবহেলা ক'রতে পারে! এখন নগদ দু' শ টাকা হাতে এলে হয়! না আঁচালে বিশ্বাস নেহ! হে মা দুর্গে! হে মা কালি! আর একটা দাঁও লাগিয়ে দাও বাবা! এত ক্ষণ বোধ হয় দেবেন বাবুর জ্ঞান হ'বার জোগাড় হচ্ছে! এই বেলা দোর চেপে পড়ি' গে!

(হরেণ ডাক্তারের প্রবেশ)

হরেণ। কি হে, ভোলানাথ বাবু যে হে!

ভোলা। আজ্ঞে, এ সারভেণ্টকে এতটা অপরাধী ক'রছেন কেন? গোলাম ত হুজুরে হাজির আছে!

হরেণ। তোমার মনিবের খবর কি হে?

ভোলা। আজ্ঞে মনিব ত আপনি!

হরেণ। আমি বাধিকে মুখুয্যের কথা বলছি!

ভোলা। আজ্ঞে—কিসে আর কিসে! বলে, "চাঁদে—আর ময়লা গাড়ীর মোষের কাঁধে!" আপনি এখন "হনাবেল" হ'চ্ছেন। লাটের সঙ্গে হাত পাকড়া পাকড়ি ক'রবেন! তা' এ সারভেণ্ট ত কিছু বকশিস পে'লে না।

হরেণ। তা' হ'বে—হ'বে। আচ্ছা!—রাধিকে মুখুয্যে আবার এই বয়সে বে' ক'রলে!

ভোলা। তা' আর কি বলব হুজুর! আপনারা বড় লোক, আপনাদের সবই সাজে। বিয়ের পরই বড মা ধড়ফড়িয়ে মারা গেলেন!

হরেণ। বেঁচে গে'ছে বাবা— বেঁচে গে'ছে! ছেলের ভাবনায় আর কন্যার শোকে সে ত ম'রেছ ছিল! তা'র উপরে আবার বিয়ে! মাগী জু'ড়িয়ে গে'ছে।

ভোলা। যা' ব'লেছেন।

হরেণ। এখন এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রবে কে বল দেখি।

ভোলা। তা'ই ত ভাবছি হুজুর! কার কপাল ফে'রে, কে ব'লতে পারে!

হরেণ। বলি—তোমার আমার কপাল ফি'রলেই বা ক্ষতি কি?

ভোলা। কি ব'লছেন হুজুর! সে কপাল আমাদের কই!

হরেণ। কপাল ক'রে নিতে হয় বাবা, কপাল ক'রে নিতে হয়! নইলে কি কপাল ছপ্পর ফুঁ'ড়ে আসে! চেষ্টা চাই—বুদ্ধি চাই—পরিশ্রম চাই!

ভোলা। এ সব "হনাবেল" কথা কি মুরুখ্‌ লোকের বোধগম্য হয়! আপনি একটু বু'ঝিয়ে বলুন!

হরেণ। রমেশ আজ তিন বৎসর নিরুদ্দেশ?

ভোলা। আজ্ঞে।

হরেণ। রমেশ ফি'রে এ'লে—সেই ত বিষয়ের মালিক হ'বে!

ভোলা। রাধিকে বাবুর মৃত্যুর পর।

হরেণ। সে আর ক' দিন। তা'র পর রমেশ যদি তোমাকে আর আমাকে বিষয় বেচে ফেলে বা দান পত্তর করে—

ভোলা। আজ্ঞে এ কার্য্য হঠাৎ তিনি কেন ক'রবেন?

হরেণ। আমি জা'নতেম তোমার বুদ্ধি আছে!

ভোলা। আছে না কি?

হরেণ। তুমি এক বার সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা ক'র, সব বু'ঝিয়ে ব'লব। ওই রাধিকে মুখুয্যে আসছে!

ভোলা। এঁ্যা!

হরেণ। খপরদার! যা' বলি তা'তে সায় দিয়ে যা'বে; তা'র পর দশ বিশ লাখ টাকা তোমার মুটোর ভিতর।

ভোলা। (স্বগতঃ) এ শালা বলে কি গো! এ যে আমার ঢের উপরে যায়!

(রাধিকার প্রবেশ)

হরেণ। Hallo! Good morning, Rai Bahadoor! you are ever green! I heartily congratulate you for your corquest of sweet sixteen! তবে আমরাই কেবল লুচিটা ফাঁক গেলাম দে'খছি!

রাধিকা। হাঃ হাঃ! ঠাট্টা ক'রছেন?

হরেণ। না—না—ঠাট্টা কিসের। আমি আপনারই ওখানে যা'চ্ছিলুম। আপনাকে একটা শুভ সংবাদ দিতে। আপনি ইদানীং রমেশের কোন সংবাদ পে'য়েছেন?

রাধিকা। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু আজ প্রায় তিন বৎসর কোন সংবাদই পায় নি। কেউ বলে বিলেত গে'ছে, কেউ বলে America গে'ছে, কেউ বলে সন্ন্যাসী হ'য়েছে! কোন্‌টা যে ঠিক, তা' আমি আজও ঠিক ক'রতে পা'রলুম না!

হরেণ। দেখুন, মায়াপুরে কাল আমি একটা পেসেণ্ট দে'খ্‌তে গে'ছলুম। ফে'রবার সময় দেখি, এক স্থানে একটা সন্ন্যাসী ব'সে আছে, আর খুব জনতা! আমি কৌতূহল বশে এক বার সন্ন্যাসীকে দে'খলাম, দে'খেই আমার বোধ হ'ল যে, সে আর কেউ নয় - রমেশ।

রাধিকা। এ্যাঁ! বলেন কি?

হরেণ। আমার ত এই রূপ অনুমান হয়। আপনি ভোলানাথকে এক বার পাঠান না কেন? ও ত রমেশকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে। ওর কখনও ভুল হ'বে না। ওকে ব'লে দিন, যে সে যদি রমেশ হয়, তা'কে যেমন ক'রে হ'ক যেন নি'য়ে আসে। কেমন ভোলা নাথ পা'রবে ত?

ভোলা। আজ্ঞে ভোলানাথ কি না পারে! কুমার বাহাদুরের দেখা পে'লে এক বারে পিঠে ক'রে নিয়ে, এক লাফে এখানে এসে হাজির হ'বে!

হরেণ। তা' হ'লে আমি আসি! Ta—Ta!

রাধিকা। Ta-Ta! আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ!

[হুয়েণের প্রস্থান।

ভোলা। ওঃ—শালার মাথা বটে! কি চালই চা'ললে! এই বার কতকটা হদিস্ লা'গছে!

রাধিকা। ভোলা!

ভোলা। আজ্ঞে—

রাধিকা। তা' হ'লে তুই একবার মায়াপুরে যা'!

ভোলা। যে আজ্ঞে!

রাধিকা। গিন্নিটা মারা গেল ভোলা!

ভোলা। গে'ছে গে'ছে—আপদ গেছে! বেঁ'চে থা'কলে আপনার হাড় জ্বালিয়ে খে'ত!

রাধিকা। যা' ব'লেছিস! কিন্তু অনেক টাকা খরচ হ'য়ে গেল ভোলা। কর্‌করে দশ হাজার টাকা!

ভোলা। তা' কি রকম কনেটি বলুন! আর কনেই বা বলি কেন? কনের মা ব'ললেই হয়! ষোল সতের বৎসর বয়স, লেখা পড়ায় এক বারে ম্যাংটা গোরা! হেদর স্কুলে পড়া! আর না'চতে গা'ইতে কি আর ব'লব হুজুর— বাইজীরাও হার মে'নে যায়! ও বেদানা ছুঁ'ড়িকে আর কোন দরকারই হ'বে না। তা'কে তাল্লাক দিয়ে দেবেন!

রাধিকা। হঁ্যা! ওই বেটী কি না হাজার টাকা ফাইন বলে আদায় ক'রলে!

ভোলা। তা' ক'রবে বই কি হুজুর! মেয়ে মানুষটা যখন আপনাব মুখ চেয়ে আছে!

রাধিকা। আচ্ছা ও বেটী খুব প'ড়েছে—কি বলিস্?

ভোলা। বেজায় রকম হুজুর—বেজায় রকম! এক বারে হাড় গোড ভেঙ্গে প'ড়েছে!

বাধিকা। আচ্ছা—ওর বয়স কত আন্দাজ ক'রিস্?

ভোলা। তের—চৌদ্দ হ'বে!

বাধিকা। না না—অত ছোট নয়! আঠাব উনিশ হ'বে!

ভোলা। কে' জানে হুজুর! ও বেটীদের বয়সের কিছু কিনেরা ক'রতে পারি না! আমি বালক কালে এক বেটীকে জা'নতুম, বছব দশেক ত এক টানে শু'নলুম, যে তা'র বয়স একুশ, আবার বছর দশেক বাদে শু'নলুম, যে তা'র বয়স উনিশ! এখন শু'নতে পাই, তা'র বয়স সতেরয় দাঁ'ড়িয়েছে!

রাধিকা। ভোলা!—তোর একটা বিয়ে দিয়ে দেব!

ভোলা। আজ্ঞে! মাপ ক'রবেন হুজুর! আর বিয়েতে কায নেই, ঢের ঢের বিয়ে দে'খলুম আর ঢের ঢের বিয়ে ক'রলুম! ও বিয়ের সাধ আমার মিটে গে'ছে! প্রথম বিয়ে ক'রলুম সে আমাকে পঙ্করম্ভা দে'খিয়ে কর্ত্তা ভজার দলে গিয়ে মি'শল। ফের বিয়ে ক'রলুম, সে বেটী ভগ্নীপতির সঙ্গে কাশীতে মানমন্দিরে আশ্রয় নিলে! আবার বিয়ে! পরের জন্যে আর বিয়ে ক'রতে রাজী নই হুজুর। তা'র বদলে আমায় থোক্ থাক্ কিছু দিয়ে দেবেন। (স্বগত) বাবা! এ বয়সে বিয়ে করা আর ফাঁকা জমিতে খড় রাখা এ দু'ই সমান। দিবা রাত্রি ষাঁড় তা'ড়াতে তা'ড়াতে প্রাণান্ত হ'বে।

রাধিকা। আচ্ছা, তা'ই হ'বে! এখন তুই এক বার মায়াপুরে যা'। হরেণ ডাক্তার একটা খট্‌কা লা'গিয়ে দিয়ে গেল!

ভোলা। যে আজ্ঞে—দাস এখনই প্রস্তুত!

চতুর্থ দৃশ্য

বেদানার সুসজ্জিত কক্ষ

দেবেন্দ্র, ভোলানাথ ও সিদ্ধেশ্বর

দেবেন। কোথায় নিয়ে এলে বাবা বেঁটেরাম! All right, lead me on to heaven or to hell, as you please.

ভোলা। আজ্ঞে, আজ্ঞে, এখানে কি আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে? মাল টাল এখনই সব আ'নিয়ে দি'চ্ছি। ওরে লচ্‌মন্! তামাক টামাক সব দেনা রে।

দেবেন। আচ্ছা বাবা, তোমার মতলব খানা কি? আজ ক'দিন ধ'রে আমার পেছনে লে'গেছ কেন? জলের মত টাকা খরচ ক'রছ, ব্রাণ্ডীর বৈতরণী ব'ইয়ে দি'চ্ছ,শেষ ত বাবা এই আধ হাত পুরু ঢালাও বিছানার উপর এনে থামাল ক'রেছ। তুমি শালা কি ডিটেক্‌টিভ্? আমাকে ফাঁসাতে চাও? ন'ইলে বাবা, এত ষষ্ঠীবাটার আদর কেন সোণার চাঁদ?

ভোলা। শেষ কালে হুজুর আমাকে টিক্‌টিকি সন্দেহ ক'রলেন! এ প্রাণ আর আমি রা'খব না।

(ভৃত্যের প্রবেশ ও তামাকু মদ্যাদি প্রদান)

দেবেন। বাবা, সত্যি কথা বল দেখি সোণার চাঁদ! আমায় কোথায় নিয়ে এসেছ? একটু বেঁহুস্ রকম ছিলুম, Locality টা Fix ক'রতে পারি নি। আমাকে কি বাবা, সিঁধ মেরে এক দম নানা সাহেবের বাটীতে এনে তু'লেছ? সসাব চাট, গবম গরম কট্‌লেট্, মিঠে পান, ডেনিস-মনি, ব্যাপার খানা কি? আমি কি ধাতে আছি, না নেশাব ঝোঁকে স্বপ্ন দে'খছি বাবা? (ভৃত্যের প্রতি) বাবা চম্ চম্! সোডা খু'লছ? "Truth is stranger than Fiction" তা' তুমিই আজ প্রমাণ কবিয়ে দিলে!

[ভৃত্যের প্রস্থান।

দেবেন। বাবা ভোলানাথ! ব'ললে না বাবা? একটু দেল খোলসা করই না। তোমাব এ কাপ্তেনটি কে? আর আমার প্রতি এত করুণাব অর্থই বা কি? বিনা স্বার্থে ত আর এতটা কদর করছ না মাণিক!

ভোলা। এই স্ফূর্ত্তির সময় আপনি বড় বেলয় দি'চ্ছেন জামাই বাবু!

দেবেন। জামাই বাবু! আবার জামাই বাবু! সে সব ত অনেক দিন চু'কে বু'কে গে'ছে, আবার ও কথা কেন!

ভোলা। যে আজ্ঞে, ঘাট হয়েছে, আর ব'লব না; এখন এক খানা গান শুনুন। সিধু! লাগাও একখানা বাবা! দেল একে বারে তর্ ক'বে দাও।

গীত।

পিরীতের কি ব্যাপার চমৎকার!
আমি মরি যা'র তরে সে চাহে না একটি বার।
হয় আকাশ পানে চ'খ, বয় হা হুতাশের শোক,
(পিরীত) ছোঁড়া বুড়ো বাছে নাক, ছুঁলে করে হাড়টি সার॥
পিরীত কাঁঠালের আটা, ছাড়ে হেন তেল কোথা,
সটে পটে সেঁটে ধরে, ছাড়ান পাওয়া হয় যে ভার॥
দেয় প্রাণটি ধ'রে টান, শেষ হারায় যে গো জ্ঞান,
খুরে খুরে গড়টি করি, সবই তোমার ফক্কিকার॥

দেবেন। বাহবা—বাহবা! বারে মাণিক আমার, যাদু আমার, কেলে সোণা আমার, তোমার পেটে এত গুণ! যা থাক্ কপালে, আমি তোমায় নিকে ক'রছি বাবা!

(বেদানার প্রবেশ।)

ভোলা। সিধু! একটু টেনে নিয়ে সরে পড় বাবা!

সিধু। আচ্ছা—আমিও দে'খব!

[সিদ্ধেশ্বরের প্রস্থান।

দেবেন। "Who comes there? Horatio!

ভোলা। এস—সিদি এস! আমরা এত ক্ষণ দু'জনে একলা ব'সে ব'সে, মাটি হ'য়ে যা'চ্ছিলুম!

দেবেন। "Juliet! my rising Star!" "Or art thou but a dagger of the mind—a false creation, proceeding from my heat-oppressed brain?"

ভোলা। দেখ, ভোলার অসাধ্যি কিছু আছে কি না! এখন সেইটের কথা—

বেদানা। আচ্ছা, আচ্ছা, থাম্! অত ইংরিজি ব'লছে কেন?

ভোলা। আহা জানই ত, এর আর নূতন কি? এর কথা যেন স্বতন্ত্র এ যেন বিদ্বান্, কিন্তু তোমাদের এখানে এলেই ফাষ্ট বুক পড়া বাবুদেরও যত ইংরাজি বুলি বেরোয়! আফিসে সাহেবের সঙ্গে হয় ত হিন্দিতে বাঙ্গালাতে মিশিয়ে কায সা'রলেন, কিন্তু তোমাদের ওই তাকিয়াঘেরা বিছানার কি মজা, ওখানে বসলেই সব বেটা কেশব সেনের পুষ্যিপুত্তুর ব'নে যায়! তা' আর এখানে দাঁড়িয়ে কেন? নাগরের কাছ ঘেঁসে একটু ব'সবেই চল।

দেবেন। "Approach thou like the rugged Russian bear,
"The armed rhinoceros, or the Hyrcan tiger,
"Take any shape but that and my firm nerves
"Shall never tremble."

ভোলা। কি গো, কথা বন্ধ হ'য়ে গেল কেন?

বেদানা। আমি এসে কি আপনাদের আমোদের ব্যাঘাত হ'ল?

দেবেন। না—তা' নয়, তবে—

বেদানা। তবে না হয় আমি যাই, আপনারা আমোদ করুন!

দেবেন। না,তুমি কোথা যা'বে? তুমি জন্ম জন্ম থাক,আমরাই—

ভোলা। আপনি একটা জ্ঞানবান্, বিদ্বান্ লোক হ'য়ে —

দেবেন। বাবা সোণার চাঁদ! যেখানে এনে তু'লেছ, ও জ্ঞান, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম, সমস্ত চৌকাটের বাইবে রে'খে তবে এসেছি। তা বাবা, আমার কি ক্রোর টাকার বিষয়টা দে'খলে, যে আমার উপর তোমার এতটা নেক নজর হ'ল।

ভোলা। আপনার কথায় আমার মাথা খুঁ'ড়ে ম'র্‌তে ইচ্ছে করে!

দেবেন। তাকিয়ার উপর ত? তা'র এখানে অভাব নেই!

বেদানা। (মদ্য লইয়া) আপনাকে একটি পেগ অফার ক'র্‌তে পারি কি?

দেবেন। বাবা! আমাকে মদ দেবে, তার আর অত কার্য্যানুষ্ঠান কেন? তবে তুমিও চুক ক'রে একটু মেরে দাও!

বেদানা। আজ্ঞে আমি—

ভোলা। (জনান্তিকে) এখানে ও বাঁধা চাল চ'লবে না দিদি! তাল ফেরতা কর—তাল ফেরতা কর।

বেদানা। তা দিন—

ভোলা। গুড্ হেল্, দেবেন বাবু!

দেবেন। ইংরাজি ভাষার আর সপিণ্ডকরণ কর কেন চাঁদ! বাবার ভাষাতেই বল না।

বেদানা। প'ড়েছ বাবুর কাছে, ধরা প'ড়ে গেলে; আর আমাদের কাছেই তোমার যত ইংরেজি চাল!

দেবেন। কি বাবা ভোলানাথ—আমার প্রাণনাথ, হৃদয় নাথ। তোমার মনঃপূত হ'য়েছে, না এখনও কিছু বাকি আছে? এখন উ'ঠবে কি?

ভোলা। বিবি সাহেব! এক খানা গান ধর, বাবুজিকে শুনাও।

গীত।

তুমি এস হে, তুমি এস হে, তুমি এস হে।
আমার দলিত হিয়ার পরতে পরতে,
তুমি ব স হে, তুমি ব'স হে, তুমি ব'স হে।

পাতিয়াছি হেথা রতন আসন,
রচিয়াছি দেখ কুসুম শয়ন ,
কত অভিলাষ কত আকিঞ্চন,
নয়নের কোণে চাহ হে, তুমি চাহ হে, তুমি চাহ হে।
পিক মুখরিত অলি গুঞ্জরি·
মন্দ মলয় সমীর সিঞ্চিত,
হে চির সুহৃদ্ হের চির বাঞ্ছিত,
বারেকের তরে হাস হে, তুমি হাস হে, তুমি হাস হে।

দেবেন। He who does not appreciate music, must be a beast. How sweet! How melodious! How enchanting! But I would have been more glad, had it come from some other souice

বেদানা। আপনি বুঝি ইংবিজি ক'বে গালাগালি দি'চ্ছেন? গান বুঝি ভাল লাগে নি?

দেবেন। না—সুখ্যাতি ক'রছিলুম; তুমি বেশ গাও! (মদ্যপান) Ah! the bed is quite inviting and soporific! "Come sleep, the balm of life!"

ভোলা। কি গো ফ্ল্যাট্ না কি।

বেদানা। গতিক তা'ই বটে।

ভোলা। ভালই, এ সোজায় হ'বে না, খে'লিয়ে তু'লতে হ'বে। এখন আমি আসি। কিন্তু দে'খ বেদানা, যা' ব'লেছ তা' যেন মনে থাকে, শেষটা যেন বেইমানি ক'র না।

বেদানা। আচ্ছা—আচ্ছা—সিধে ও ঘরে ওৎ মে'রে আছে কি না দেখ; আব তা'কে এখনই বাড়ী যে'তে বল।

[ভোলানাথের প্রস্থান।

বেদানা। তোকে ঝাঁটা মা'রব তবে আমার নাম!

(দেবেনের মস্তকে অডিকলোন্ প্রদান ও ব্যজন করণ)

দেবেন। কে বাবা তুমি, এত রাত্রে গায়ে জল ছড়া'চ্ছ? তুমি কি কন্ধকাটা—না ব্রহ্মদৈত্য! এ কে বাবা! পেত্নি কোথা থেকে হানা দিলে!

বেদানা। দেবেন বাবু, আমি, চিনতে পা'রছেন না!

দেবেন। কে বাবা তুমি আমার সাত পুরুষের কুটুম?

বেদানা। আমি বেদানা—আপনারই পদাশ্রিতা—

দেবেন। বাবা! তুমি বেদানাই হও—আপেলই হও, ন্যাস্‌পাতিই হও, আর মেওয়ার বাজারই হও, কিন্তু মেয়ে মানুষ—রাত্রি কালে—একা আমার কাছে কেন! আমার ভোলানাথ কোথায় গেল?

বেদানা। সে বাড়ী চ'লে গে'ছে, তা' আপনার ভাবনা কেন? আপনি ত আর জলে পড়েন নি।

দেবেন। জল কি ধন! এর চেয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে রাজি আছি! একটা বেশ্যার সঙ্গে আমাকে একা না ফে'লে গিয়ে, বেটা আমাকে একটা বাঘের সঙ্গে পিঁজরের ভিতর পু'রে রে'খে গেল না কেন!

বেদানা। আমরা বেশ্যা ব'লে কি এতই ঘৃণিতা?

দেবেন। রামচন্দ্র! ঘৃণিতা? সে কি কথা! তোমাদের চেয়ে আদৃতা আর কে আছে বাবা! তোমাদের চরণোদক পানে যে কত ভদ্র-সন্তান মোক্ষ লাভ করেন!

বেদানা। আপনি ঠাট্টা ক'রছেন কেন? আমরা—

দেবেন। থাক, তর্কে কায নেই। এখন চ'ললুম—

বেদানা। উ'ঠবেন না—উ'ঠবেন না, আপনার শরীর ঠিক নেই।

দেবেন। ওঃ দরদের কদর আছে বাবা! আমার স্নেহময়ী জননীও কখন এতটা আদর করেন নি।

বেদানা। আমি কখনই আপনাকে যে'তে দেব না; (হস্ত-ধারণ) আপনার নেশা র'য়েছে, পুলিশের হাতে প'ড়বেন।

দেবেন। তোমার হেঁপায় নেশা আমাকে ভাদ্র বউ ব'লে অনেক ক্ষণ চ'লে গে'ছে! আর যদিই পুলিশে ধরে, তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

বেদানা। মাথা ব্যথা কেন? তুমি কি বু'ঝবে দেবেন! আমি অনেক যাতনা পে'য়েছি, অনেক জ্বালা ভু'গেছি, অনেক ব্যথা এই বুকে বে'জে আছে! মাথা ব্যথা কেন? শু'নবে কেন? আমি তোমায় ভাল বাসি, প্রাণের চেয়েও বেশী ভাল বাসি, বুঝি এমন ভাল বাসা কেউ কখন বা'সতে পারে নি!

দেবেন। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি আমাকে ভাল বাস?

বেদানা। সত্য ভালবাসি! জানি তোমরা বেশ্যার ভালবাসায় বিশ্বাস কর না। আমরা বেশ্যা বটে, আমরা পাষাণী বটে, আমরা হৃদয়হীনা বটে, কিন্তু আমরাও মানুষ, আমাদেরও রক্তমাংসের শরীর, আমরাও ভাল বা'সতে জানি! সকলের সঙ্গে আমরা ভাণ করি বটে, কিন্তু যা'কে ভাল বাসি, প্রাণ ঢেলে ভাল বাসি, অন্ধ হ'য়ে ভাল বাসি! প্রণয়াস্পদের সমস্ত দোষ, তখন গুণ ব'লে মনে হয়, তা'র কুরূপ, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকর ব'লে মনে হয়, আমরা তা'তেই লীন হ'য়ে যাই! আমাদের মত

ভাল বা'সতে কেউ জানে না, কেউ পারে না, কেউ সম্ভব ব'লে মনে করে না!

দেবেন। বেশ, তোমার এই উন্মাদ অসম্ভব ভালবাসা, কোন প্রার্থীর জন্য তু'লে রাখ, এখন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ান দাও!

বেদানা। কাকে ছা'ড়ব? তোমাকে? যা'কে এত দিন দিবা নিশি চিন্তা ক'রেছি, যা'র মূর্ত্তি হৃদয়ে গেঁ'থে রে'খেছি, যা'র তরে আমি উন্মাদিনী হ'য়েছি, তা'কে ছা'ড়ব? আজ কত দিনের চেষ্টা সফল হ'য়েছে! আজ তোমাকে পে'য়ে ছে'ড়ে দেব! তুমি কি চাও? আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দেব, তোমার সঙ্গে বিবাগী হ'ব, দাসীর ন্যায় তোমার সেবা ক'রব, তুমি আমার হও!

দেবেন। কিছু চাই না বাবা, সটান তোমার বাড়ী থেকে এক নিশ্বাসে বে'রিয়ে যে'তে চাই।

বেদানা। এই আমি তোমার পায়ে জ'ড়িয়ে প'ড়লুম, বল তুমি আমার হ'বে?

দেবেন। কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বড় তে'ত হ'য়ে প'ড়ছে! পা ছে'ড়ে দাও।

বেদানা। নির্দ্দয়! নিষ্ঠুর! বেশ্যা হ'লেও আমি রমণী! সেই রমণীর সর্ব্বস্বধন লজ্জা ত্যাগ ক'রে তোমার নিকট প্রণয় ভিক্ষা ক'রছি, তবু তোমার দয়া হ'ল না। তুমি এতই পাষাণ!

দেবেন। হ্যাঁ—সত্যই আমি পাষাণ! ন'ইলে এখনও বেঁ'চে আছি! যে স্ত্রী আমা বই আর জা'নত না, যা'র রূপ-গুণের

তুলনা ছিল না, যা'কে আমি আমার সর্ব্বস্ব জ্ঞান ক'র্‌তুম, সেই সতী সাধ্বীকে ছে'ড়ে আমি বেঁ'চে আছি! মনে ক'রেছ বেটা মাতাল হ'য়ে অধঃপাতে গেছে, যে টুকু বাকি আছে সেটুকুও চুলোর দোরে দিই! তুমি কি মনে কর, আমি স্ফূর্ত্তি ক'রতে মদ খাই, আমোদ ক'রতে মদ খাই, ইয়ারকি দিতে মদ খাই? না—তা' নয়! বিস্মৃতি আন'ব ব'লে মদ খাই, চৈতন্য হারা'ব ব'লে মদ খাই, প্রাণ বে'রুবে ব'লে মদ খাই! তবু ভু'লতে পা'রছি না! জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তা'র স্মৃতি আমার বুকের মধ্যে দিবা নিশি বিরাজ ক'রছে! কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রবার স্পৃহাকে ভাল বাসা বলে না। যা'কে ভাল বাস, তা'র ছবি হৃদয়মন্দিরে সযত্নে রক্ষা কর; তা'তেই তৃপ্তি পা'বে, প্রাণ ভ'রে যা'বে। ঐ দেখ, স্বর্গ থেকে দেবী আমার কথার অনুমোদন ক'রছেন!

বেদানা। তবে কি তুমি আমার হ'বে না?

দেবেন। না—না—কখন না—স্বপ্নেও না! শোন বলি, আজ থেকে তুমি আমার মা! গর্ভধারিণী জননীকে যে চক্ষে দে'খেছি, তোমাকেও আমি সেই চক্ষে দে'খব!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাধিকার অন্দরস্থ কক্ষ

সুষমা

সুষমা। বা! বা! জীবনটা এক রকম কা'টছে মন্দ নয়! বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা আমি, আমার আদরের অবধি নাই! মনের ইচ্ছা, মুখে প্রকাশিত হ'বার পূর্ব্বেই, তা' সম্পাদিত হয়; বোধ হয়, আমি যদি আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে বলি, বৃদ্ধ, অন্ততঃ, এক বার লা'ফিয়ে পা' দু'টি ভে'ঙ্গে ফেলে! কেন এমনটা হয়? বৃদ্ধেরা যুবতী ভার্য্যাকে কোহিনুর অপেক্ষাও মূল্যবান্ জ্ঞান করে কেন? যে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করে, তা'র প্রাণে লালসা অত্যন্ত প্রবল; সে অপরের প্রাণেও লালসা ব্যতীত আর কিছুই দে'খতে পায় না! নিজের যৌবনের অভাব জ্ঞান, সদাই তা'র প্রাণে তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করে; সুতরাং অত্যধিক আদরের দ্বারা, সেই অভাব পূর্ণ ক'রতে সচেষ্ট হয়। আমি স্বামী সত্ত্বেও বিধবা! বিধবারা তবু ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, প্রলোভন থেকে একটু দূরে অবস্থান করে; কিন্তু আমি সব বিষয়ে সধবার আচার পালন ক'রেও, আকণ্ঠ প্রলোভনের বিষে নিমজ্জিত

থেকেও, বিধবাব আচার পালন ক'রতে বাধ্য। যা' হ'য়েছে তা'র আর উপায় নাই, আব তা' ফি'ববে না! তবে কেন সদাই অসন্তোষ সৃষ্টি ক'বে অশান্তিকে ডে'কে নিয়ে আসি। কেন—আমাব চেয়ে খারাপ অবস্থা কি কা'বও নেই? কত শত ব'য়েছে। আমাব এক দুঃখ—স্বামী বৃদ্ধ। কিন্তু কত লোকের সুন্দর, সুপুরুষ, যুবক স্বামী সত্ত্বেও তা'রা স্বামিসঙ্গবঞ্চিতা—একটা মুখের মিষ্ট কথা পর্য্যন্ত স্বামীব কাছে পায় না। তা'দের অবস্থা কি আমার চেয়েও শতগুণে কষ্টকর নয়?

(বিরজার প্রবেশ।)

বিরজা। ছোট মা! কি ক'বছ গো?

সুষমা। এস হে, বির্হিণী বাহ!
নাগব তোমাব সাগব পাবে খাচ্ছে চিঁড়ে দই।
ভেবে ভেবে সোণাব তনু কাল হ'ল সই॥

বিরজা। আচ্ছা, তুমি আমাকে ঠাট্টা কব কি সম্পর্কে?

সুষমা। বউ মা সম্পর্কে, নাপাযিমানে, কত লোকে কত কি কবে, আব আমি দুটো ঠাট্টা পর্য্যন্ত ক'রতে পা'ব না?

বিরজা। না, তোমার সঙ্গে আর পা'বব না!

সুষমা। দেখ, তোমারও জীবন মরুভূমি, আমারও তাই। তবে তোমার প্রাণে আশার ওয়েসিস্ আছে, আমার একদম Dead Sea, তোমার বিরহ Temporary, আমার একে বারে Permanent, তোমার—
"Sweet the pleasure, sweet the treasure,
Sweet is pleasure after pain!"

আমার সে বিষয়ে বাঁয়ে শূন্য! তাই হাসি ঠাট্টার আবরণে প্রাণের Cancerটা, যতটা পারি, চে'পে রে'খে দিই!

বিরজা। সত্য তোমার অবস্থা অতি ভয়ানক! আচ্ছা পুরুষ জাতি কি স্বার্থপর! বৃদ্ধ বয়সে বালিকার সর্ব্বনাশ ক'রতে এঁদের মনে একটু দ্বিধাও হয় না! একটি উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবকের সঙ্গে, একটি ষাট বৎসরের বুড়ির বিবাহ হ'লে কেমন হয়?

সুষমা। তা' ওঁরা ক'রবেন কেন! নিজেদের বিলাসের পথ সম্পূর্ণ Clear রে'খেছেন। যা' শক্র পরে পরে, যত জুলুম আমাদের উপর! ওঁরা স্ত্রী বর্ত্তমানে বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ কর'তে পারেন, তা'র উপর বারটানও থা'কতে পারে, তা'তে দোষ নেই; সমাজ তা'তে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ! কিন্তু আমাদের পান থেকে চুণটুকু খ'সলেই সর্ব্বনাশ! এই এঁরই, একটু বাইরে গতিবিধি আছে জান ত?

বিরজা। কা'র?

সুষমা। তোমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়ের, ওরফে আমার প্রিয়তম প্রাণবল্লভের!

বিরজা। ছিঃ ছিঃ, ও সব কথা আমাকে শু'নতে নেই।

সুষমা। ওই যে Shelfএর উপর আতরের তুলো আছে, কাণে একটু গুঁজে দাও।

বিরজা। তোমার খালি ঠাট্টা! তুমি কি ক'রে শু'নলে?

সুষমা। শু'নবার ভাবনা? যে বাড়ীতে পাছা পেড়ে ঝি,

আর শুচি বেয়ে রাঁধুনি আছে, সে বাড়ীতে ত Reuter's Agency!

বিরজা। তোমার কাছে ইংরাজি না প'ড়লে, আমি ত এ সব কথা বু'ঝতেই পা'রতুম না। বাবার কাছে বাঙ্গালা আর সংস্কৃতই প'ড়েছি, ইংরাজি প'ড়বার সুযোগ কখন হয় নি।

সুষমা। ইংরাজী পড়া'লুম কি সাধে! নাগরটি বিলেত গেছেন, কি ঢঙ্গে যে ফি'রে আ'সবেন, তা'র ত ঠিক নেই।

বিরজা। কেন—আমাদের বিধুবাবুর কথা তুমি শোন নি?

সুষমা। বিধু বাবু আর কটা জন্মায়! আমার অন্য রূপ Experienceও আছে! থাক সে সব কথায়, এখন ব'লছিলুম কি? হ্যাঁ—শিক্ষিত স্বামী স্ত্রীর নিকট একটু লেখা পড়া, একটু রসিকতা, একটু সঙ্গীতাদি Expect করেন। আমরা যদি তাঁদের disappoint না করি, তা' হ'লে বোধ হয় তাঁ'রা অন্যত্র সে অভাব পূরণের চেষ্টা করেন না, তা' হ'লে বোধ হয় সংসার সোণার সংসার হয়!

বিরজা। তা' হ'লে মাষ্টার মশাইয়ের কথাই শিরোধার্য্য!

সুষমা। যে আজ্ঞে পণ্ডিতজি! আমিও ত মশাইয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা ক'রে থাকি। তা' এক কায কর না কেন? তুমি এক খানা টোল খোল, ছাত্র শীঘ্রই এসে জুটছে!

বিরজা। তা'ই হবে, এখন আ'সছি।

সুষমা। টোল সাজা'তে চ'ললে না কি?

বিরজা। তা'র ত সময়ের কিছু ঠিক নেই।

সুষমা। যা'বার আগে সে দিন যে গান খানি শি'খেছ গেয়ে যাও।

বিরজা। বাবা—বাবা! তোমাকে কিছুতে পে'য়ে উ'ঠবার যো নেই।

গীত।

আমি সাধ করিয়ে, পরাণ স'পিয়ে, হইনু আপন হারা।
কপালেরই গুণে সুধার সাগরে, উঠিল গরল ধারা॥
যাহার কারণ ত্যজিনু স্বজন, দূরে গেল হায় সব আকিঞ্চন,
সেই অবহেলে, দলিয়া চরণে, করিল পাগল পারা।
নয়নের জল হইল সম্বল, শ্মশান হ'য়েছে প্রাণ।
সেই শ্মশান ধরিয়ে, রহিব পড়িয়ে কাঁদিয়ে হইব সারা॥

[প্রস্থান।

সুষমা। মন্দ কি! এই রকম ক'রে হে'সে খে'লে কেটে গেলেই ভাল! ভেবে আর ক'রব কি? দুঃখের অন্ন কোন প্রকারে সুখ ক'রে খে'তে হ'বে ত? এ কি! ইনি এমন সময়ে যে!

(রাধিকার প্রবেশ)

এখনও তোপ পড়ে নি, আজ এর মধ্যে এলে যে?

রাধিকা। শরীরটা আজ বড় ভাল নেই।

সুষমা। তবে শোও, আমি তোমাকে বাতাস করি, তোমার গায়ে হাত বু'লিয়ে দিই, তোমার পা' টি'পে দিই।

রাধিকা। আমার অসুখ কি পা' টি'পে দিলে সারে! আমার জ্বালা কি বাতাস ক'রলে সারে! আমার প্রতি তোমার ঘৃণা কি কিছুতে যা'বে না?

সুষমা। কি সে আমি তোমাকে ঘৃণা ক'রলুম? দাসীর ন্যায় তোমার সেবা ক'রছি, স্ত্রীর মত তোমাকে যত্ন ক'রছি—

রাধিকা। আমি ত ও সেবা, ও যত্ন চাই না; তুমি কেন পরিশ্রম ক'রবে? তোমার কিসের কষ্ট, কিসের অভাব? তুমি ব'সে হুকুম ক'রবে, তদ্দণ্ডেই তা' পালিত হ'বে। আমি চাই শুধু—

সুষমা। তোমার ভোগ্যা পত্নী হ'য়ে থাকি, শুধু তোমার লালসা পরিতৃপ্তি করি, কেমন কি না?

রাধিকা। তুমি খালি ওই কথাই ব'লবে!

সুষমা। কি আর ব'লব! এই বয়সে স্ত্রী বর্ত্তমানে তুমি যে আমাকে বিবাহ ক'রলে, সে যদি তোমার লালসা চরিতার্থ ক'রবার জন্য নয়, ত কি জন্য?

রাধিকা। আমার প্রথমা স্ত্রী ত আর নেই।

সুষমা। তা' ত নেই; কিন্তু যখন তিনি জীবিতা ছিলেন তখন ত তুমি আমাকে বিবাহ ক'রেছিলে! তাঁ'র প্রাণত্যাগের কারণ কি এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার বিবাহ নয়?

রাধিকা। ও কথা ছেড়ে দাও। তুমি কি চির দিনই আলাদা ঘরে শয়ন ক'রবে? আমাকে কি একটু ভালও বা'সবে না?

সুষমা। ভাল বাসা কখন একটু হয় না, একটু আধটু ভাল বা'সতে পারা যায় না, ভাল যদি বা'সতে হয়, ত সম্পূর্ণ ভাবে—প্রাণ ঢে'লে ভাল বা'সতে হয়!

রাধিকা। তবে তুমি কি আমায় ভাল বা'সবে না?

সুষমা। না—তোমায় পূজ্য জ্ঞানে পূজা ক'রব, স্বামী জ্ঞানে

সেবা ক'রব, গুরু জ্ঞানে ভক্তি ক'রব, কিন্তু কখন ভাল বাস'তে পা'রব না! তোমার প্রবৃত্তির কথা, তোমার আচরণের কথা যখনই আমার মনে হয়, তখনই আমার ভাল বাসা দেশ ছে'ড়ে পা'লিয়ে যায়!

রাধিকা। অন্তত আমাকে মুখেও একটু ভাল বাসা দেখাও, স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহারও আমার সহিত কর!

সুষমা। আমি ত বেশ্যা নই, যে তোমাকে ভাল বাসার ভাণ দে'খিয়ে টাকা রোজগার ক'রব! সে ভাণ দেখা'বে তোমার বেদানা! যাও, লালসা চরিতার্থ ক'রবার জন্য সেই খানে যাও! পতিপ্রাণা স্ত্রী বর্ত্তমানে যে ব্যক্তি বিবাহ ক'রতে পারে, এক মাত্র কন্যার শোক যে বিবাহ-আমোদে পরিণত ক'রতে পারে, এই বৃদ্ধ বয়সে যে বারবনিতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তা'র তুল্য পশুপ্রকৃতি ব্যক্তির বিলাস-ব্যসনের ক্রীড়নক আমি কখনই হ'ব না, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! বালবিধবার ন্যায়, চির জীবন কুমারী অবস্থায় কাটিয়ে দেব!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর সন্নিহিত পথ

বিধুভূষণ

বিধু। তা'ই ত দেবেনের জন্য করি কি ? ছোকরা পত্নীশোকে উন্মত্ত প্রায় ! বিস্মৃতি আ'নবার জন্য দিবা নিশি সুরায় বিভোর ! কত চেষ্টা ক'রছি কিন্তু কিছুতেই ত ফে'রাতে পা'রছি না।

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। বিধু !

বিধু। এ কি ! কা'কে দে'খছি ! আমার চক্ষু ত আমাকে প্রতারণা ক'রছে না ! সত্যই কি তুমি—রমেশ ?

রমেশ। হ্যাঁ ভাই, সত্যই আমি রমেশ ! কিন্তু আমার মৃত্যু হ'ল না কেন ? কি দে'খতে দেশে ফি'রে এলুম !

বিধু। তবে তুমি সব শু'নেছ ?

রমেশ। সব শু'নেছি ভাই সব শু'নেছি। আমার অবস্থা ত সবই তুমি জান ! তাই হঠাৎ বাড়ীর দিকে না গিয়ে, ছদ্মবেশে তোমার সন্ধানে আ'সছিলুম ; পথি মধ্যে সব শু'নলুম। বিধু ! আমার মত হতভাগ্য কে !

বিধু। মা' বোন লোকের চির দিন থাকে না ভাই !

রমেশ। তা' জানি—কিন্তু বিনা চিকিৎসায় হেম আমার মারা গেল ! 'রমেশ' 'রমেশ' ক'রে মা'র আমার প্রাণ বে'রুল ! এক বার তাঁ'কে চ'খের দেখাও দে'খতে পে'লুম না—

পুত্রের কোন কার্য্যই ক'রতে পে'লুম না। হায়—হায় —পিতার নিষ্ঠুর আচরণে জর্জ্জরিত হ'য়ে, মা' আমার অকালে দেহত্যাগ ক'রলেন! এ ক্ষোভ, এ আপশোষ কি জীবনে যা'বে?

বিধু। সত্য কথা—কিন্তু ভাই—

রমেশ। এর আর "কিন্তু" কি? আমাকে কি বুঝা'বে? কা'র পিতা লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি হ'য়েও বিনা চিকিৎসায় এক মাত্র কন্যাকে খুন করে! কা'র পিতা সেই কন্যার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, শোকে মুহ্যমানা পতিপ্রাণা পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ ক'রে, সেই সতী সাধ্বীকে হত্যা করে! কা'র পিতা আত্মীয়ের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে, তা'কে পথের ভিখারী করে! কা'র পিতা এই বৃদ্ধ বয়সে বেশ্যা নি'য়ে কেলেঙ্কারি করে!

বিধু। স্থির হও ভাই—তবুও তিনি যে তোমার পিতা।

রমেশ। সেই ত দুঃখ! সেই ত যাতনা—যে তিনি আমার পিতা—তিনি আমার পূজনীয়—তিনিই আমার দেবতা! কিন্তু কোন্ জ্ঞানবান্ উপযুক্ত পুত্র, পিতার এই সমস্ত কুৎসিৎ আচার নীরবে সহ্য ক'রে, জনসমাজে মুখ দে'খাতে পারে! হায়—হায়—যদি আমি পিতার প্রতি রাগ ক'রে বিলেত চ'লে না যে'তেম, তা' হলে কি এ সমস্ত ঘটনা ঘটে!

বিধু। বিধিলিপি কে রোধ ক'রবে রমেশ! তোমায় আরও কিছু দিন কাদায় গুণ পে'তে থা'কতে হ'বে।

বমেশ। তা' ত বু'ঝছি, কিন্তু আমি জনসমাজে এখন মুখ দেখা'তে পা'রব না। আমি নিকটেই কোথাও গুপ্তভাবে অব-স্থান ক'রে পিতাব কার্য্যাবলি পরিদর্শন ক'রব, এবং সুবিধা মত তাঁ'র অন্যায় আচরণে বাধা দেব।

বিধু। আমি তা'ব উত্তম বন্দোবস্ত ক'রে দেব। আমার ক্ষেত্রেব সান্নিধ্যে, আমারই এক খানি ছোট বাঙ্‌লা আছে, তুমি অনায়াসেই সেখানে থা'কতে পা'রবে, কোন কষ্টই হ'বে না, আর সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে দেখা শুনা হ'বে।

রমেশ। উত্তম—আমি তা'তেই সম্মত। ও কে—এ ধাবে কে একটা মাতাল আ'সছে না?

বিধু। তুমি কি চি'নতে পা'রছ না রমেশ? ও যে দেবেন—তোমাব ভগ্নীপতি।

রমেশ। দেবেন বাবুর এই অবস্থা। ভগবন্‌। এও দে'খতে হ'ল। দেবেন বাবু! দেবেন বাবু।

(দেবেনের প্রবেশ)

দেবেন। বাবু কোন্‌ শালা। বাবুত্বের কি দে'খলে বাবা? মাথায় বাঁকা টেরি নেই, ধোপদস্ত চুড়িদার আস্তিন নেই, পায়ে টিকিদার পমস্থ নেই, তবে বাবু কোন্‌ খানটায় হ'ল বাবা? বাবুত্বের মধ্যে আছে শুধু মুখে একটু গন্ধ, আর কিছুই নেই।

বিধু। পত্নীশোকে এমন অধঃপাতে গেলে!

দেবেন। Yes, going down and down to the fathomless abyss। কি ক'রব বল? Dynamics এর Theory ত

উল্টা'তে পারি না ; যত নীচে যা'চ্ছি, Velocityও তত Square হ'য়ে বে'ড়ে যা'চ্ছে, বাবা ! যা' হ'ক তোমা-দের আর Distrurb ক'রব না ; আমাকে শ্মশানের রাস্তাটা ব'লে দিতে পার ? আমি রাস্তা হা'রিয়ে, নেশার ঝোঁকে ঘণ্টা পাঁচ ছয় ঘু'রছি !

বিধু। তুমি আমার সঙ্গে এস।

দেবেন। কি Attractionএ বাবা ? মদ দিতে পা'রবে ? বলি তুমি ত এত কাণ্ড ক'রেছ, একটা Brewery কর না বাবা ! দেশের মহা কল্যাণ সাধিত হ'বে, আর আমার Brethrerদের এখানে চব্বিশ ঘণ্টা হাজির পা'বে।

রমেশ। দেবেন বাবু !

দেবেন। এ কে—দেবর লক্ষ্মণ ! এ কোন্ বনবাসে নি'য়ে এলে বাবা ? বোতলটা কি রথে রে'খে এলে ? সুমন্ত্র বেটা সব মে'রে দেবে যে ! তপোবনে সোমরস পান করা'বে ব'লে, তুমি যে ভু'লিয়ে নিযে এলে বাবা ! তা' সোমরস কই ? খালি বাক্যরস ঝা'ড়ছ বাবা !

রমেশ। আপনি লেখাপড়া শি'খে কি হ'লেন !

দেবেন। কি হ'য়েছি বাবা ? আমার পূজ্যপাদ্ রায়বাহাদুর শ্বশুর মহাশয়, লেখা পড়া শি'খে, কন্যাশোকে বিহ্বল হ'য়ে, মেয়ের মেয়ের বয়সী এক শিক্ষিতা রমণীকে বিবাহ ক'রলেন, আর আমি না হয় স্ত্রীর শোকে একটু মদ খা'চ্ছি, আর ত কিছু নয় ? ঠাকুরপো ! বোতলটা কোথা রা'খলে ? একটু দাও না বাবা ! আগুন জ্বলে উ'ঠল যে, একটু জল দিই !

বিধু। আচ্ছা, তা'ই হ'চ্ছে।

দেবেন। তাই তাই তাই, মামার বাড়ী যাই,
মামা বেটা মদ দিলে না,
বেটার ইন্‌কম্ ট্যাক্স বাড়াই!

রমেশ। বিধু! এখন ওঁর যে রূপ অবস্থা—

দেবেন। তা'তে তোমাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাণী বু'ঝতে পা'রব না, এই ত? যে দেশে আধ হাত জমী খুঁ'ড়লে আট হাত ধান গাছ জন্মা'ত, হলুদ গাছ উচ্চতায় প্রায় কলাগাছের কাছাকাছি যে'ত, সে দেশে "তদৰ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণিহ" বটে, বাবা। কিন্তু একটা কথা—বড়লোকের ছেলেরা যেমন সখের দল খোলে, তেমনি তোমরাও ত একটা খু'লেছ? সখ মি'টলেই ছে'ড়ে দেবে, আর বার চোরে লু'টে খা'বে! তারপর Government এর উপর মাদার দিয়ে, গোটা কতক জেলায় Agricultural Bank আর একটা Co-operative Credit Society খু'লিয়ে, শেষ Title এর জন্য উমেদারী ক'রবে!

বিধু। তোমাদের মত শিক্ষিত যুবকের সাহায্য না পে'লে, ক্রমে তা'ই দাঁ'ড়া'বে বটে!

দেবেন। কেও, বিধু! গোশালাও খু'লেছ না? কিন্তু গোরুদের দু' বেলা Tooth-brush দিয়ে দাঁত মে'জে দি'চ্ছ ত? ঠাকুরপো যে হাঁ ক'রে রইলে? আবার মুচকে হে'সে প্রাণ কেড়ে নি'চ্ছ! ভা'বছ বুঝি মাতলামি ক'রছি; আচ্ছা বাবা, Reference দি'চ্ছি! এক জন American Doctor কি সিদ্ধান্ত ক'রেছেন, জান? "That our

cow's teeth are never brushed enough and that more careful attention to that, would result in a great decrease of the number of bacilli in milk. A cow should have her teeth brushed, at least twice a day, with suitable tooth brushes." বলি গরুর দাঁত মে'জে ত দুধের কীটাণু কমা'লে, কিন্তু, বাবা, গাভীর মাছ, ভেজাল তেল ঘি, স্থটকো পাঁটার বাসি মাংস, আর অলিতে গলিতে হোটেল নামধারী চাটের দোকান, এ সবের ক'রছ কি? এই গুলির অনুগ্রহে, বৎসর বৎসর অনেকে যে মায়ের অনুগ্রহ লাভ ক'রে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, তা'রই বা ক'রছ কি বাবা?

রমেশ। যথার্থ জ্ঞানগর্ভ বাণী; এই তীক্ষ্নদৃষ্টি, এই মার্জ্জিত বুদ্ধি, এই অগাধ বিদ্যা কি মদে নষ্ট হ'বে!

দেবেন। তা'তে কা'র কি বাবা? আমি নিজের অনিষ্ট নিজে ক'রছি, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মা'রছি, তা'তে কা'র কি?

বিধু। কা'র কি? অমন কথা ব'ল না! তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না। তোমার নিজের অনিষ্ট ক'রলে কি জগতের অনিষ্ট করা হয় না? তোমার মত লোক অধঃপাতে গেলে, কি সাধারণের সমক্ষে অনুকরণের একটা সরল অসৎ পথ পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয় না? তোমার নিজের মাথায় কুড়ুল মা'রলে, সেই কুড়ুল কি জগন্মাতার বক্ষে পতিত হয় না? তুমি কে? স্বয়ং শ্রীভগবানের

অংশ যে আত্মা, সেই আত্মার অধোগতি কর'বার তোমার অধিকার কি? পরের গচ্ছিত সম্পত্তি এই রূপে নষ্ট ক'রলে, কি তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হ'তে হ'বে না? ভগবানের কাছে জবাবদিহি ক'রতে হ'বে না? জীবনটা কি শুধু পত্নীপ্রেম সম্ভোগের জন্য, শোক ক'রবার জন্য, মদ খাবার জন্য? জীবনের কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই? স্ত্রী কে? পুত্র কে? যাঁ'র গচ্ছিত ধন তিনি যদি ফি'রিয়ে ল'ন, তা'র জন্য বৃথা শোকে অভিভূত হওয়া কি তোমার মত জ্ঞানীর কর্ত্তব্য? নশ্বর জগতে তুচ্ছ শোক পরিত্যাগ কর, অবিনশ্বর আত্মার উন্নতি-কারণ পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হও, দেবীর আজ্ঞা! ওই দেখ—তোমার পত্নী, আমার মা জননী, স্বর্গ হ'তে তোমায় অনুরোধ ক'রছেন!

দেবেন। তুমি দে'খতে পা'চ্ছ?

বিধু। হাঁ।—ওই যে—ওই যে তুষারশুভ্রবেশধারিণী, অমল-কমল-বরণী, জ্যোতির্ম্ময়ী জননী, তোমার সহধর্ম্মিণী! মা গো! সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর।

দেবেন। দেবি! দেবি! তোমার আজ্ঞা প্রতিপালিত হ'বে। আর দেবেন মাতাল নয়—আর দেবেন মাতাল নয়! আমার হৃদয়ারাধ্যা দেবীর আজ্ঞা, আর আমি মদ ছোঁ'ব না, আর আমি মাতাল হ'ব না! জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যেন এই ব্রত অটুট থাকে। কার্য্য—কার্য্য—দাও ভাই, আমাকে কোন কার্য্য দাও। আমার হৃদয় শূন্য—জীবন শূন্য—এই দুনিয়া শূন্য—আমিও যেন তা'র

মধ্যে একটা ক্ষুদ্র শূন্য মাত্র! যে কোন একটা কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত কর, আমাকে বিস্মৃতি দাও। কার্য্য-সাগরে ডু'বে, আমাকে শোকের জ্বালা ভু'লে যে'তে দাও!

বিধু। মা গো! তোমাব ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। কাযের অভাব কি ভাই? যে দেশ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে নিমজ্জিত, দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত, অজ্ঞানান্ধকারে আবরিত, সে দেশে কি কখন কাযেব অভাব হয়? শত সহস্র কার্য্য সম্মুখে, কিন্তু ক'রবাব লোক কই—সে উদ্যম কই—সে উৎসাহ কই? অভাব কার্য্যের নয—কার্য্যেব স্পৃহাব।

দেবেন। সত্য কথা—অভাব শুধু কার্য্যের স্পৃহার—কার্য্যেব নয!

রমেশ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবি তোমার এই মনের বল যেন চিরস্থায়ী হয!

দেবেন। এ কে—কা'কে দে'খছি! বমেশ—রমেশ! সত্যই কি তুমি?

রমেশ। হ্যাঁ দেবেন বাবু—সেই হতভাগ্যই তোমার সম্মুখে!

দেবেন। রমেশ! রমেশ! ভাই—আজ আমার বড় কাঁ'দতে ইচ্ছা হ'চ্ছে! অনেক দিন চ'খের জল পড়ে নি। এস, তোমার গলা ধ'রে, আজ এক বার প্রাণ ভ'রে কাঁদি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামপ্রান্তস্থ প'ড়ো শিব-মন্দির সম্মুখ

(এক সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবিষ্ট)

গ্রাম্য স্ত্রী পুরুষগণ

১ম লো। আশ্চর্য্য! অদ্ভুত!

২য় লো। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি!

৩য় লো। মহাপুরুষ! ঈশ্বরের প্রতিনিধি!

৪র্থ লো। প্রতিনিধি কি হে? দেবতা স্বয়ং মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে মাটিতে নে'মে এ'সেছেন।

১ম লো। সিদ্ধ যোগী! হিমালয়ের পরপারে মানস সরোবরতীরের আসন ছে'ড়ে, বোধ হয় পথ ভু'লে এ দিকে এ'সেছেন!

২য় লো। ন'ইলে অনাহারে মানুষে কখন বেঁ'চে থা'কতে পারে! সকলে এত ভাল ভাল ফল মূল মিষ্টান্নাদি এনে দেবতার সম্মুখে ভোগ দিয়ে, প্রসাদের প্রত্যাশা করি, দেবতা তা' আহার করা দূরে থাক, স্পর্শও করেন না!

১মা স্ত্রী। স্পর্শ করা কি ব'লছিস্ নিধিরাম! সে দিন আমাদের পাঁচ গাঁয়ের মেয়ে, কেউ টাকা, কেউ মোহর, কেউ গায়ের গহনা অবধি খু'লে, প্রভুর শ্রীচরণে রা'খলে, দেবতা রে'গে গিয়ে সে গুলো সব মন্দিরের ভেতর ছুঁ'ড়ে ফে'লে দিলে, আর আমাদের দিকে এমন কট্‌মটিয়ে চে'য়ে র'ইলেন, যে আমরা ভয়ে পালাতেই পথ পাই না!

১ম লো। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী—কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী!

৩য় লো। অদ্ভুত ক্ষমতা! বলি নস্থ ঠাকুরদাকে জান ত হে। চির কাল বাতে পঙ্গু হ'য়ে প'ড়েছিল, লাঠি ধ'রে এসে বাবাঠাকুরের পা'য়ে ধ'রে কাঁ'দতে লা'গল! বাবাঠাকুর এক বার তা'র মাথায় হাত দিয়ে ব'ললেন "যা বেটা সে'রে গিয়েছিস, দৌড়ে বাড়ী যা"! ব'ললে না প্রত্যয় যা'বে, ঠাকুরদা একে বারে কইলে বাছুরের মত, এক দৌড়ে হাঁ'পাতে হাঁ'পাতে ঠানদি'র কাছে হাজির!

২য়া স্ত্রী। কি বলিস্ হবে! ঘোষেদের ক্যাস্ত, ঐ যা'র স্বোয়ামী বার মুখো, উ'ঠতে ব'সতে ঠ্যাঙ্গাত, এমন একটু সেকড় দেবতার কাছ থেকে নিয়ে গেল, যে বেটে দুধের সঙ্গে খা'ইয়ে দিতেই, স্বোয়ামী একেবারে ভেড়া ব'নে গেল!

৪র্থ লো। আরে, ও সব কি ব'লছ তোমরা! আমি যা' দে'খেছি শু'নলে একে বারে থ হ'য়ে যা'বে।

১ম লো। কি দাদা! কি দাদা!

৪র্থ লো। তোমরা হয় ত বিশ্বাসই ক'রবে না!

২য় লো। তোমার কথা শু'নবার আগেই আমরা বিশ্বাস ক'রেছি।

৪র্থ লো। শোন তবে। সে দিন রাত্রে বোসেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, ফি'রতে রাত প্রায় একটা হ'য়ে গেল; এই খান দিয়ে যা'চ্ছি, ভা'বলুম এক বার বাবা ঠাকুরকে দে'খে যাই! চাতালে দে'খতে পে'লুম না; সাহসে ভর ক'রে মন্দিরের ভিতর উঁ'কি মে'রে দে'খলুম সেখানেও নেই! ভা'বলুম যে বেটা ভণ্ড! ঢঙ ক'রে দিনে খায় না, রাত্রে হয় ত খাবার চেষ্টায় বে'রিয়েছে!

১ম লো। ছি—ছি—অমন কথা ব'ল না।

৪র্থ লো। আরে শোন আগে, এই ভে'বে এদিক ও দিক খুঁজতে খুঁজতে ঐ পুকুর পাড়টায় গেলুম! রাত ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে—ঘোর অন্ধকার—

১ম স্ত্রী। তোর ভয় হ'ল না রে ভজহরি! কি সাহস!

৪র্থ লো। না দিদি, শোন তার পর! ঘাটের ধাবে গিয়ে দেখি, মহাপুরুষ পেটের সব নাড়ি ভুঁড়ি বার ক'বে, সেই গুলো ধুঁয়ে পরিষ্কার ক'রছেন!

২য় লো। এ্যাঁ! বল কি!

৪র্থ লো। স্বচক্ষে দেখা দাদা—স্বচক্ষে দেখা!

(দুই জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

৩য় স্ত্রী। হ্যাঁগা বাবারা! তোমরা কেউ দেবতাকে বল না, যে আমার এই মেয়েটির ছেলে হয় নি। যদি তিনি অনু'গের ক'বে একটু ওষুধ দেন।

১মা স্ত্রী। এ মাগী কে গো! দে'খছ না, বাবা ধ্যানে আছেন!

(ছদ্মবেশে ভোলানাথের প্রবেশ)

ভোলা। ওঃ! ঘোরতর সমাধি!

২য় লো। আপনি কে দেবতা?

৪র্থ লো। তুমি কি আহাম্মক হে! দেখছ না ইনিও যোগী—মহাপুরুষ!

৩য়া স্ত্রী। ঠাকুব! আমার মেয়েব স্বোযামী—

৩য় লো। মহাত্মন্! যদি দয়া ক'রে এসেছেন—

৪র্থ লো। তোমবা চুপ কর, বিরক্ত ক'র না, ঠাকুর! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভোলা। (স্বগত) ওঃ বাবা! এ যে চবকির পাকে প'ড়লুম রে বাবা! এ কি মুস্কিল!

৩য় লো। আপনি কি আমাদের এই দেবতাকে চেনেন?

২য় লো। আপনি কি বদরিকাশ্রম থেকে আসছেন?

২য়া স্ত্রী। বাবা! আমার ছেলেটি তিন দিন হ'ল বিবাগী হ'য়েছে!

ভোলা। (স্বগত) কি জাত বাবা! এক খানা গেরুয়া আর একটা জটা প'রলেই, তুমি মহাপুরুষ! সব বেটা বেটি পায়ে লু'টিয়ে পড়ে! এমন দেশ, এমন জাত—এমন ধর্ম্ম আর কি পৃথিবীতে কোথাও আছে! তুমি খুনি হও—জো'চ্চর হও—জালিয়াৎ হও—লম্পট হও—মাত্র এক খানা গেরুয়া! তোমাকে আব পেটের ভাবনা ভা'বতে হ'বে না; রাজা মহারাজার শির তোমার পায়ে লু'টিযে প'ড়বে! কুলকামিনীরা অসঙ্কোচে তোমার পদ সেবা ক'রবে!

১ম লো। আপনি কথা ক'ইছেন না কেন দেবতা?

৪র্থ লো। তোরা সব বড় মূর্খ! জানিস্ না—জলেই জল বাঁধে, মহাপুরুষের কাছেই মহাপুরুষ আসেন! দেবতা, দাস কি আজ্ঞা পালন ক'রবে?

ভোলা। বৎস! তোমরা সকলে এক্ষণে এ স্থান পরিত্যাগ কর; আমি ঐ দেবতার চেলা; উনি আমার গুরু। কি কারণে জানি না, উনি হঠাৎ আমাকে স্মরণ ক'রেছেন। কল্য প্রভাতে সকলে এস্থানে আগমন করিও, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'বে! আপাততঃ গুরুদেবের সঙ্গে আমাকে কিয়ৎ কাল নির্জ্জনে অবস্থান ক'রতে দাও।

৪র্থ লো। চল সকলে, এ স্থান পরিত্যাগ কর।

৩য়া স্ত্রী। বাবা! আমার মেয়ের—

৪র্থ লো। চুপ কর—বাবা এখনি ভস্ম ক'রে ফে'লবেন!

[সকলের প্রস্থান।

ভোলা। হরেণ ডাক্তার দে'খছি খলিফে লোক; প্ল্যান্ ক'রেছে মন্দ নয়! সত্যি—লোকটা হুবহু রমেশ বাবুর মত দে'খতে! উনি যে আমারি মত যোগী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; দেখা যা'ক এক বার পরখ ক'রে, লাগে তাক্ না লাগে তুক্! (সন্ন্যাসীর নিকট অগ্রসর হইয়া) দেব! অধমের প্রণাম গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসী। কং ত্বং?

ভোলা। হং বং!

সন্ন্যাসী। কে তুমি?

ভোলা। আমি মানুষ।

সন্ন্যাসী। হ'তে পারে, কিন্তু পরিচয় কি?

ভোলা। আপনার প্রিয়তম শিষ্য!

সন্ন্যাসী। আমি তোমাকে চিনিই না—আমার শিষ্য কিরূপে হ'লে?

ভোলা। সে কি প্রভু! অনাথের নাথ! দয়াল ঠাকুর! আপনি আমাকে চেনেন না? আমি যে বহু দিবস ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাতে ধাবমান্ হ'চ্ছি!

সন্ন্যাসী। তুমি কি ব'লছ?

ভোলা। আপনি বাঙলা বুঝেন না? অভিধান এ'নে দেব কি?

সন্ন্যাসী। এঁ্যা!

ভোলা। এ্যাঁ কি ! আপনি বাড়ী থে'কে বে'রুবার কিছু দিন পর থেকেই আমি আপনার পেছনে পেছনে আছি ! গুরু ! এক্ষণে দয়া ক'রে আত্মপ্রকাশ করুন !

সন্ন্যাসী। তুমি কি ব'লছ, আমি কিছু বু'ঝতে পা'রছি না !

ভোলা। বু'ঝতে পা'রছেন বই কি প্রভু ! তবে যদি বু'ঝেও না বু'ঝেন, তা' আমি কি ক'রব, জাগ্রত ঘুম কি ভাঙ্গান যায় !

সন্ন্যাসী। যাও, তুমি আমার জপের ব্যাঘাত ক'র না।

ভোলা। যাও ব'ললে আমি যাব কেন প্রভু ? আমি আপনার পায়ে জ'ড়িয়ে প'ড়ে থা'কব ! আমি যে আপনার প্রিয়-তম শিষ্য ! যখন এত দিন পরে পে'য়েছি, তখন আমি ত আর ছা'ড়ব না !

সন্ন্যাসী। এ প্রহেলিকার অর্থ আমি কিছুই বু'ঝতে পা'রছি না !

ভোলা। আবার ব'লছি জে'গে ঘুমু'চ্ছেন !

সন্ন্যাসী। আমার দিব্য ; তুমি বল, তুমি কে ?

ভোলা। একটি ক্ষুদ্র টিক্‌টিকি ! যখন আপনাকে পে'য়েছি, আর ছাড়ব না !

সন্ন্যাসী। টিক্‌টিকি !

ভোলা। আজ্ঞে হ্যাঁ ! যা'কে বাঙলা ভাষায় ডিটেক্‌টিভ্‌ বলে। (সন্ন্যাসীর পলায়নের চেষ্টা, ভোলানাথের তাহাকে ধারণ এবং কৃত্রিম শ্মশ্রু ও জটা উৎপাটন)

ভোলা। অতটা ব্যস্ত হ'ও না ! আমার হাত থেকে তোমার পরিত্রাণ নাই !

সন্ন্যাসী। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, আমাকে ছে'ড়ে দাও।

ভোলা। স্থির হও; তোমায় যে ছে'ড়ে দেব, তা'তে আমার লাভ ?

সন্ন্যাসী। তোমায় পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি দেব।

ভোলা। কি রকম ?

সন্ন্যাসী। এই এত দিন ধ'রে এখানকার লোক আমায় যা' কিছু দিয়েছে, আমি রাগ ক'রে মন্দিরের ভেতর ছুঁ'ড়ে ফে'লে দিয়েছি; তার পর রাত্রে সেই সমস্ত সংগ্রহ ক'রে, এক জায়গায় সঞ্চয় ক'রে রে'খেছি।

ভোলা। ভাল, তা' যেন নি'লুম; কিন্তু তুমি যদি একটা কায ক'রতে পার, তা' হ'লে আমি ত তোমায় ছেড়ে দেবই, আর তা'র উপব পাঁচ হাজাব টাকা দিতে প্রস্তুত।

সন্ন্যাসী। তোমাব টাকা চাই নে বাবা! আমায় ছে'ড়ে দিলেই যথেষ্ট!

ভোলা। দেখ, কোন বড় লোকের ছেলের চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারা হুবহু মেলে! সেই ছেলে আজ তিন বৎসর নিরুদ্দেশ! তোমাকে সেই ছেলে সা'জতে হ'বে।

সন্ন্যাসী। কোন পুলিশ হাঙ্গামা হ'বে না ত ?

ভোলা। না সে ভয় নেই। প্রথমেই বাপের পায়ে ধ'রে মাপ চা'ইবে, তা'র পর পুলিসকে পক রম্ভা দে'খিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বাবুগিরি কর। দু' দিন বাদে বুড়ো ম'রলে, বিষয় যা'কে ব'লব তা'কে লি'খে দিয়ে, পাঁচটি হাজার টাকা নি'য়ে বে'রিয়ে যে'তে হ'বে! এতে যদি রাজি হও ভাল, আর যদি রাজি না হও, ত কনষ্টে-বলদের ডাকি, হাতকড়ি প'রে থানায় চল!

সন্ন্যাসী। যা' ব'লবে তা'তেই রাজি বাবা! দোহাই তোমার পুলিসে আমাকে দিও না।

ভোলা। এখন তোমার মন্দিরের টাকা দে'খিয়ে দাও দেখি।

সন্ন্যাসী। এস বাবা!

চতুর্থ দৃশ্য

বেদানার বাটী

বেদানা

বেদানা। এল না—এল না—কোন মতে এল না। কত দিন কত লোক পাঠা'লুম কিছুতে শু'নলে না। কেন শু'নবে—কেন আ'সবে? পুণ্যাত্মা সে—মহৎহৃদয় সে—ধর্ম্মাত্মা সে—এ পাপীয়সীর পাপ ভবনে পদার্পণ ক'রবে কেন? সুন্দরী যুবতীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রেম পায়ে ঠে'লে ফে'লে দিলে! কি আত্মসংযম—কি দৃঢ়তা—কি অদ্ভুত মনেব বল! এরূপ প্রত্যাখ্যান আমাদের আকাশ কুসুম ব'লে মনে হয়, আমরা ধারণাতেই আ'নতে পারি না। কি ঘৃণিত, কি দুর্ব্বহ জীবন আমাদের! আমরা আজীবন পাপের অঙ্কেই পরিবর্দ্ধিত! যা'কে কখন দেখি নি, শুনি নি, চিনি নি, যা'কে দে'খলে হয় ত আপাদমস্তক জলে গেল, ঘৃণায় বদন কুঞ্চিত হ'ল, যে বিষ খাওয়া'বে কি গলায় ছুরি দেবে, কি মতলবে এ'সেছে জানি না—সেই

লোককে, পেটের দায়ে আর মা'র ভয়ে, হাসি মুখ দেখা'তে হ'বে, যত্ন খাতির ক'রতে হ'বে, আমোদ আহ্লাদ দিতে হ'বে! এর চেয়ে ভয়ানক বিষময় জীবন আর কি হ'তে পারে? সদাই সশঙ্ক—সদাই ভাণময়—সদাই ঢংপূর্ণ! জানি না বিবাহিত জীবন কেমন? জানি না স্বামী কি? জানি না সংসার ধর্ম্ম কেমন? আমার এই সমস্ত সোণা দানা, বাড়ী ঘর, খাট আরসি প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণের চেয়ে, যদি আমার একটি স্বামী থা'কত, হাস্যবদন দু'টি একটি সন্তান থা'কত, তা' হ'লে আমি পাতার ঘরে শাকান্ন খে'য়েও বুঝি সুখী হ'তেম। কিন্তু মনের সাধ মনেই র'য়ে গেল! আম'দের ত উপায় নেই, কিন্তু কোন কোন গৃহস্থের মেয়ে এই পথে দাঁড়ায়! কি আশায়—কি লোভে—কিসের জন্য? তৃষাতুরা মৃগীর ন্যায় মরীচিকা পশ্চাতে ধাবিতা হ'য়ে অবশেষে তা'রা মরুভূমি মাঝে প্রাণ খোয়ায়! এ পথে আর থা'কব না, এ উঞ্ছবৃত্তি আর ক'রব না, আর দেহ বিক্রয়ে প্রয়োজন নাই! আমি খুব শিক্ষা পেয়েছি! এক মুঠো ভাত, তা' কি আর জু'টবে না?

(লচ্‌মনের প্রবেশ)

লচ্‌। দিদি বাবু! সে বাবুঠো আয়া।

বেদানা। কোন্ বাবু?

লচ্‌। যিস্‌কা পাস্ হাম্ এতনা পুরজা লে গয়া, যিসিকো ওয়াস্তে মেরা জান নিকল গয়া!

বেদানা। কে দেবেন বাবু ?

লচ্। হাঁ—দেওতা বাবু। কাঁহে দিদি বাবু, উস্‌কা ওয়াস্তে এত্তা মগজ বিগড়াতা ? সুধীর বাবু হামকো রোজ কয়তা—

বেদানা। চুপ্, রও উল্লু! তাঁ'কে এখনই এখানে নিয়ে আয়।

লচ্। যো হুকুম! (স্বগত) এ বেওি লোককা দিল হাম কুচ্ সমজাতা নেহি!

[প্রস্থান।

বেদানা। কি ব'লব! কি ক'রে এ পাপ মুখ তাঁ'কে দেখা'ব! তিনি দেবতা—এ পাপীয়সীকে কি ক্ষমা ক'রবেন না ?

(দেবেনের প্রবেশ)

দেবেন। আমায় ডে'কেছ কেন ? আবাব কেন প্রত্যহ তুমি আমাকে বিরক্ত কব ?

বেদানা। (পদধারণ করত) বলুন, এ পাপীয়সীকে ক্ষমা ক'রবেন।

দেবেন। আমাব ক্ষমায় তোমাব কোন প্রয়োজন নেই। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট, সেই পাপপুণ্যেব বিচারকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর! আমার মত কোন ব্যক্তিকে আর কখন পাপের পথে প্রবর্ত্তিত ক'রতে চেষ্টা ক'র না, তা' হ'লেই ঈশ্বব তোমায় ক্ষমা ক'রবেন!

বেদানা। আপনার ক্ষমা না পে'লে আমি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রতে সাহস করি না। সেই রাত্রি হ'তে অনুতাপে আমার হৃদয় পু'ড়ে যা'চ্ছে!

দেবেন। অনুতাপ! বেশ্যা-বৃত্তি বজায় বে'খে, হৃদয়ের লালসা ও কুপ্রবৃত্তি নিচয় জাগরূক রে'খে, প্রকৃত অনুতাপ কি রূপে সম্ভব, তা' আমি ব'লতে পারি না!

বেদানা। আর যদি যথার্থ অনুতাপ আমার হ'য়ে থাকে, বেশ্যা বৃত্তি যদি আমি ছে'ড়ে দিযে থাকি, লালসা ও কুপ্রবৃত্তি যদি আমি সংযত ক'রে থাকি, তা' হ'লে কি ক্ষমা ক'রতে পারেন?

দেবেন। এও কি সম্ভব!

বেদানা। জগতে অসম্ভব কিছুই নেই, মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই! দেখুন, জন্মাবধি সৎ-সংসর্গ আমরা কখনই পাই না। সংসর্গের মধ্যে, আমাদের মত অভাগিনীর দল এবং চরিত্রহীন ভদ্রসন্তানগণ! সুতরাং আমাদেব হৃদয়জাত সুপ্রবৃত্তি নিচয় মৃতপ্রায় হয়—কুপ্রবৃত্তিই প্রবল হয়! ভাগ্যগুণে এক দিন আমাব সৎসংসর্গ মি'লেছিল! পরশ মণির স্পর্শে হীন ধাতু যে রূপ সুবর্ণাকার প্রাপ্ত হয, সেই রূপ সংসর্গ গুণে, আমার হৃদয়স্থিত সুপ্রবৃত্তি আবার জাগরিত হ'য়েছে, এখন আমি নূতন জীবন লাভ ক'রেছি!

দেবেন। আশ্চর্য্য বটে!

বেদানা। এখনও বিশ্বাস ক'রলেন না! আমাকে দে'খে কি বু'ঝতে পা'রছেন না! আমার সে বেশ ভূষা কোথা? আমার সে কেশের পারিপাট্য কোথা? আমার সে হাব-ভাবপূর্ণ, বিলোল কটাক্ষ কোথা? আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রেছি, হবিষ্যান্ন ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করি না!

দেবেন। জগদীশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তোমার এই মনেব বল যেন চিবস্থায়ী হয়, যেন জগতের সমক্ষে একটা জলন্ত সত্য স্থাপিত ক'রতে পার, যেম তোমার আদর্শে তোমাদের জাতি শিক্ষা লাভ ক'রে অনু-প্রাণিত হয়!

(লচ্‌মনের পুনঃ প্রবেশ)

লচ্‌। দিদি বাবু—দিদি বাবু! বারাণ্ডাসে হাম্ দেখা, বাবুকা গাড়ী ইধার আতা!

বেদানা। উস্‌কো আনে দেও মৎ।

লচ্‌। নেহি দিদি বাবু! ওহি হাম্ সকেগে নেহি।

[প্রস্থান।

দেবেন। তা'ই ত, আমি কোথায় যাই?

বেদানা। কেন—আবশ্যক? আমাদেব কা'রও মনে ত কোন প্রকার পাপ নেই।

দেবেন। তবুও, এ স্থলে আমাকে কেউ দেখে, আমি ইচ্ছা করি না।

বেদানা। তবে আপনি এই পাশের ঘরে যান।

[দেবেনের প্রস্থান।

(রাধিকা ও ভোলানাথের প্রবেশ।)

বেদানা। তুমি আবার কি ক'রতে এসেছ?

রাধিকা। তোমার শ্রাদ্ধ ক'রতে!

বেদানা। তোমায় আমি কত দিন ব'লেছি যে এ বৃত্তি আর আমি ক'রব না, আমি ব্রহ্মচর্য্য ক'রছি, তবু কেন তুমি জ্বালাতন ক'রতে এস?

রাধিকা। তোমার ব্রহ্মচর্য্য দি'চ্ছি বার ক'রে।

বেদানা। তুমি ফের যদি আমার বাড়ীতে ঢোক, অপমানিত হ'বে। আর তুই বেটা কোন্ লজ্জায় এলি? সে দিন ঝাঁটা খে'য়ে বুঝি সাধ মেটে নি? ফের এক দিন দরকার—না?

ভোলা। রক্ষে করুন হুজুর, এই জন্যে আমি আ'সতে চাই নি।

রাধিকা। থাম না বেটা, কা'র সাধ্য তোরে কিছু করে! বলি নাগরটি গেল কোথা?

বেদানা। যেথায় যা'ক না, তোমার কি? তোমার সঙ্গে আমার আর কিসের সম্পর্ক?

রাধিকা! কিসেব সম্পর্ক, রে বেটি! তুমি আমার মেয়ে মানুষ, আমাব মাইনে খা'বে, আর লু'কিয়ে লু'কিয়ে নাগর নিয়ে স্ফূর্ত্তি ক'রবে! এই জন্যে আমাব উপর এত হতশ্রদ্ধা সুরু হ'য়েছে, আমাকে এখন দে'খলে জ্ব'লে যাও!

বেদানা। আমি এখন তোমার মাইনে খাই না, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, আমি ও বৃত্তি ছেড়ে দিয়েছি। এখন তুমি ভালয় ভালয় আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও!

রাধিকা। বে'রুচ্ছি এই যে, আগে তোমার পিণ্ডি চটকাই, তবে যা'ব। গেল কোথায়ে, ভোলা? তুই ঠিক্ জানিস্?

ভোলা। আজ্ঞে, ঠিক জানি হুজুর! পাকা খবর না হ'লে কি আর হুজুরকে এ'নেছি। ঐ ঘরটার ভিতর দেখুন দেখি!

(বাধিকার পার্শ্বস্থ গৃহে প্রবেশ ও ভোলানাথের পশ্চাদ্‌গমনের উদ্যোগ)

বেদানা। বটে রে ছুঁচো! (ভোলানাথকে ধাক্কা প্রদান ও তাহাব পতন)

ভোলা। গেছি—গেছি হুজুব! খুন ক'রলে—খুন—খুন—

(রাধিকা ও তৎপশ্চাৎ দেবেনের প্রবেশ।)

রাধিকা। বটে রে পাজি। তুই না ভাল ছেলে ছিলি বে বেটা? তোব লেখা পডাব কাঁথায় আগুন; তোর এই কায।

দেবেন। আপনি আমাকে বৃথা তিবস্কার ক'রছেন, আমি কোন কুমতলবে এখানে আসি নি।

বাধিকা। না, কুমতলবে আ'সবে কেন? এখানে তোমার পিতাব সপিণ্ডকরণ ক'বতে এসেছ।

দেবেন। আপনি বিশ্বাস না কবেন উপায় নাই। আপনার এই ভোলানাথকেই জিজ্ঞাসা করুন দেখি, ওই আমাকে প্রথমে—

ভোলা। মিথ্যে কথা হুজুব—ডাহা ডাহা মিথ্যে!

রাধিকা। মাতালে আবার সত্য কথা কবে কয়? ছুঁচো বেটার সম্পর্ক বিচার নেই!

দেবেন। আপনি মিছে রাগ ক'রছেন, প্রথমতঃ আমি জা'নতেম না, যে আপনার সহিত ওঁর কোন সম্পর্ক আছে; দ্বিতীয়তঃ আমি ওঁকে মাতৃ সম্বোধন ক'রেছি; আমার গর্ভধাবিণী জননীব তুল্য আমি ওঁকে দেখি!

ভোলা। ও সব কিছু শু'নবেন না হুজুর। বেটারা সম্পর্ক টম্পর্ক কিছুই বাছে না। বলে "এক দোকানের খাবার বাপও কেনে, ছেলেও কেনে!" বেটারা যেন ময়রার

দোকান খু'লে ব'সেছে! খালি ভেজাল ঘি—খালি ভেজান ঘি—খে'লেই অম্বল শূল।

রাধিকা। হাঁ, হাঁ, তা' বুঝি—'মা' 'বাবা' এই সব আগে না হ'লে, কি এ ধারে পাকাপোক্ত হয়!

দেবেন। আপনি সকলকেই নিজেব ন্যায় জ্ঞান করেন! নিজের নৈতিক বলেব ওজনে, এই দুনিয়া ওজন ক'রতে চা'ন! এই বৃদ্ধ বয়সে, মরণ শিয়বে বে'খে, একটা বেশ্যালয়ে এসে, নিজেব জামাইয়ের সঙ্গে ইতবেব ন্যায় ঝগড়া ক'রতে লজ্জা করে না। পত্নী বর্ত্তমানে, অন্য একটি বালিকার সর্ব্বনাশ ক'বে তা'কে বিবাহ ক'বতে, মনে একটু দ্বিধা হ'ল না! নিজের এক মাত্র কন্যাকে ডাক্তার না দে'খিয়ে, আছ'ড়ে মে'বে ফে'লতে প্রাণ এক বাবও কাঁ'পল না। আপনি বড় লোক—আপনি ভদ্র লোক—আপনি রায় বাহাদুর! ছি, ছি, ছি! আপনি জন সমাজে মুখ দেখান কি ক'রে? আপনাকে আব বেশী কি ব'লব, ধিক্ আপনাকে!

[প্রস্থান।

ভোলা। বেটা পলা'ল যে হুজুর! ধ'বব না কি—এঁ্যা?

রাধিকা। বটে রে পাজি! তোর এত তেজ! আমায় অপমান কর। তোর এ তেজ আমি চূর্ণ ক'রব, তোকে নাকের জলে চ'খের জলে ক'রব তবে আমার নাম। আজ থে'কে রাধিকা মুখুয্যে তোর পরম শত্রু! আব তোকেও এক বার দেখে নেব, হারামজাদি! তুই কত বড় মেয়ে মানুষ হ'য়েছিস্ বু'ঝব!

বেদানা। দেখ, আমরা বেশ্যা; পাপে আমাদের জন্ম, পাপে আমাদের কর্ম্ম, পাপেই আমাদের সারা জীবন চালিত! তুমি ভদ্র লোক—তুমি বড় লোক, ভদ্র শোণিত তোমার দেহে প্রবাহিত, কিন্তু তোমার ন্যায় অনেক ভদ্রসন্তানের আচরণ দেখে—সময়ে সময়ে আমাদেরও বদন ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়!

ভোলা। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা—"ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ্ দেখ নি" বটে! বড় লোকের সঙ্গে লাগা অমনি নয়, টেরটি পা'বে।

বেদানা। আচ্ছা, যখন পা'বার তখন পা'ব। এখন বে'রোও আমার বাড়ী থেকে—বে'রোও—

(ঝাঁটা প্রহার)

ভোলা। গে'ছি হুজুর—গে'ছি! শীগ্‌গির চ'লে আসুন—বেটী যেন মাম্‌দোর চৌদ্দপুরুষ—অসুরনাশিনী ব্রহ্মা!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

রাধিকার বৈঠকখানা

রাধিকা, হরেণ ডাক্তার, ভোলানাথ ও প্রতিবেশিগণ

হরেণ। I congratulate you Ray Bahadur! এই তিন বৎসরে রমেশ বাবুর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়েছে! আপনি যে impertinenceএর কথা complain

ক'রতেন, তা'র ত চিহ্ন মাত্রও দে'খছি না। ধীর, গম্ভীর, বিনয়ী, শান্ত।

ভোলা। আজ্ঞে, কুমার বাহাদুরের মত ছেলে আর কি হয়! বিধি নির্জ্জনে স্বজন ক'রেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং"।

রাধিকা। হ্যাঁ, এত দিনে বাবাজী কত ধানে কত চাল, তা বু'ঝেছেন ব'লে বোধ হ'চ্ছে। সে গরম মেজাজ, সে কলেজি ঢং, সে হুট ব'লতে ফোঁস্ ক'রে চক্কর ধরা, আর ত দে'খতে পা'চ্ছি না।

১ম প্রতি। আজ্ঞে কথাই আছে "চির দিন কখনও সমান না যায়"।

২য় প্রতি। বালসুলভ চপলতা বশতঃ বাবুজী বোধ হয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রতেন; শাস্ত্রে আছে—

৩য় প্রতি। আরে থাম হে ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রের তুমি জান কি!

২য় প্রতি। কি ব'লছ তর্করত্ন, আমি শাস্ত্র জানি না! তুমি অতি অসভ্য! তোমার সহিত বাচালতা প্রকাশ বাতুলতা মাত্র। "পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গঃ" বাবুজী তা' বু'ঝতে পে'রেছেন।

৩য় প্রতি। কি ব'ললি হস্তিমূর্খ, আমি অসভ্য, আমি বাচাল!

হরেণ। আপনারা স্থির হ'ন, ভট্টাচার্য্য মশাই! এটা শ্রাদ্ধ সভা নয়, যে অত শাস্ত্রালাপের প্রয়োজন।

৪র্থ প্রতি। আপনারা স্থির হ'য়ে একটু নস্য গ্রহণ করুন।

রাধিকা। বাবাজীর আমার অনুতাপের উদয় হ'য়েছে। বিশেষ ভক্তি সহকারে আমার পায়ে ধ'রে পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রলেন।

২য় প্রতি। ও রকম ছেলে কা'র হয়! শান্ত, শিষ্ট, নম্র—

৩য় প্রতি। গুণবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, ধীমান—

ভোলা। ওঃ বাবা! এ যে বানের আর মানের বন্যা ছু'টে গেল দে'খছি! আপনারা দয়া ক'রে একটু ক্ষমা দিন না! প্রাপ্য কিঞ্চিৎ হ'বেই এখন।

২য় প্রতি। কি ব'ললি—কি ব'ললি ভোলা?

৩য় প্রতি। পাষণ্ড, অকাল কুষ্মাণ্ড, বেল্লিক—

রাধিকা। আঃ! ভোলা সব তা'তে কথা কস্ কেন?

ভোলা। যে আজ্ঞে হুজুর, ভোলা এক দম চুপ।

রাধিকা। কষ্ট সহ্য ক'বে বাবাজী একটু কৃশ ও মলিন হ'য়ে গে'ছেন।

৪র্থ প্রতি। তা' হ'বে না, ব্রহ্মচর্য্য যে বড কঠোর!

৩য় প্রতি। কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের তুল্য আশ্রম নেই!

হরেণ। সে'টা গৃহীর পক্ষে নয় তর্করত্ন মশাই!

১ম প্রতি। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! এ আপনি যথার্থ কথাই ব'লে-ছেন।

রাধিকা। বাবাজী এখনও লজ্জায় ম্রিয়মাণ! আমার মুখের দিকে চে'য়ে কথাই ক'ইতে পারেন না।

২য় প্রতি। ঠিক—ঠিক, লজ্জাই হ'ল স্ত্রীলোকের শোভা!

৩য় প্রতি। শু'নলে—শু'নলে, ঐ অর্ব্বাচীনটার কথা শু'নলে!

২য় প্রতি। দেখুন রায়বাহাদুর মশাই! আপনার বাটীতে এই শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণটা আমাকে অপমান ক'রছে!

রাধিকা। আপনারা একটু স্থির হ'ন।

ভোলা। আমার চেয়ে নির্জ্জলা মুখ্যু আছে বাবা!

রাধিকা। পিতার সঙ্গে অসরস ক'রেছিলেন ব'লে, লোকের কাছে মুখ দে'খাতেও লজ্জা বোধ ক'রেন!

ভোলা। কুমার বাহাদুর চির কালই ভাল ছেলে, লেখাপড়ায় খুব মাতব্বর্! এ'সে পর্য্যন্ত নিজের ঘরে বইএ মুখেই আছেন!

হরেণ। তাঁ'কে এখন বেশী Disturb ক'রবেন না।

৪র্থ প্রতি। তাঁ'কে জটা দাড়ি শুদ্ধ কাল দে'খেছি, কা'মিয়ে জু'মিয়ে কি রকম হ'য়েছেন, এক বার দে'খতে ই'চ্ছে হ'চ্ছে।

ভোলা। দে'খবার ঠেলায় তাঁ'র ত প্রাণান্ত হয়! সাত গাঁয়ের মাগীরা বাড়ীতে ত রথ দোলের ভিড় ক'রেছে!

৩য় প্রতি। এমন কথা ব'ল না ভোলানাথ! তাঁ'কে এক বার ল'য়ে এস!

২য় প্রতি। হ্যাঁ -লয়ে এস!

রাধিকা। যাও, বাবাজীকে এক বার ডে'কে আন!

ভোলা। (স্বগত) আঃ! এ আপদগুলোকে কিছুতে তা'ড়াতে পারি না! বেটারা যেন ছিনে জোঁক! লোক জনের কাছ থেকে আমি যত তফাৎ রা'খতে চাই, ভিড় যেন ততই বা'ড়ছে!

হরেণ। কিছু পূর্ব্বে রমেশ বাবু Headacheএর complain ক'রছিলেন, আমি তাঁ'কে একটু rest নি'তে ব'লেছি।

রাধিকা। তা' হ'ক, দু' মিনিটের জন্যে এক বার বে'ড়িয়ে যান; এঁ'রা সব আকিঞ্চন ক'রে এ'সেছেন! যা' ভোলা ডে'কে আন!

ভোলা। (স্বগত) কি মুস্কিল! এ আপদগুলো উৎসন্ন যায় না কেন?

[প্রস্থান

২য় প্রতি। তা একটা প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হ'বে ত?

রাধিকা। প্রায়শ্চিত্ত কিসের?

৩য় প্রতি। এই সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ ক'রে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ।

রাধিকা। ও সব চাল এখানে চ'লবে না ঠাকুর! তোমাদের বিষয় আমি পরে বিবেচনা ক'রব। কিন্তু যদি ও সব বুল ধর, তা' হ'লে এক বারে বাঁয়ে শূন্য!

২য় প্রতি। হাঃ--হাঃ হাঃ, রাজাবাহাদুরের সম্পূর্ণ বিবেচনা আছে।

৩য় প্রতি। হ'বে না কেন, ধনবান্—নিষ্ঠাবান্—জ্ঞানবান্—

৪র্থ প্রতি। আবার বানের বন্যা যে রে বাবা!

(ভোলানাথ ও কৃত্রিম রমেশের প্রবেশ)

হরেণ। আসুন রমেশ বাবু! মাথা ধরাটা কেমন আছে?

১ম প্রতি। এস, বাবা এস! এমন ক'রে এত দিন কি আমাদের ভুলে থা'কতে হয় বাবা!

৪র্থ প্রতি। কি নাতি! বিশু ঠাকুরদাকে মনে আছে?

(কৃত্রিম রমেশের সকলকে প্রণাম)

২য় প্রতি। চিরজীবী হও বৎস! পিতার ন্যায় জগতের মুখোজ্জ্বল কর।

৩য় প্রতি। স্বস্তি! স্বস্তি! কল্যাণ হ'ক! ধনেপুত্রে লক্ষ্মী লাভ কর।

১ম প্রতি। তা' বাবা! এত দিন ছিলে কেমন?

৪র্থ প্রতি। কোথায় কোথায় বে'ড়ালে ভায়া?

২য় প্রতি। বদরিকাশ্রমে গমন হ'য়েছিল?

৩য় প্রতি। নীলোৎপলশোভিত মানসসরোবর দর্শন করা হ'য়েছে?

ভোলা। আপনারা যে রূপ সকলে মিলে প্রশ্নের খোঁচা আরম্ভ ক'রেছেন, তা'তে ত কুমার বাহাদুর ভীরমি যা'বেন দে'খছি! আপনারা সব দয়া ক'রে বাড়ী যান না।

হরেণ। হ্যাঁ—এত দিন উনি যে Privation সহ্য ক'রেছেন, তা'তে কিছু দিন absolute rest একান্ত প্রয়োজনীয়!

কু-রমেশ। ওঃ! এ ভোলা শালা কি বিপদেই ফে'ললে! তখন যদি জা'নতুম যে এ শালা ডিটেক্‌টিভ নয়, তা' হলে কি এমন ক'রে ধরা দিই! না—এ বেটাদের খপ্পরে এ'সে প'ড়েছি! বেশী কথা ক'ইলেই ধরা প'ড়ে যা'ব। যা' হ'ক এ দু' বেটায় খুব বাঁ'চিয়ে যা'চ্ছে, ন'ইলে নিস্তার ছিল না!

(বিধুভূষণের প্রবেশ)

রাধিকা। এস, বিধু, এস!

হরেণ। Hallo! Good Morning বিধুভূষণ বাবু!

বিধু। নমস্কার, নমস্কার!

রাধিকা। আমি কাল তোমাকে Expect ক'রেছিলুম।

ভোলা। (স্বগত) এ'ত আপদের উপর আপদ দে'খছি! বিধে শালা ভারি ঘুঘু! ওর কাছে মেকি চালান একটু শক্ত ব্যাপার! রমেশ বাবুর ন্যাংটা বেলার ইয়ার!

বিধু। কাল একটু বিশেষ কায ছিল ব'লে আ'সতে পারি নি, ক্ষমা ক'রবেন।

রাধিকা। তা' হ'ক, তা' হ'ক। এখন তোমার Friendএর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর।

বিধু। কই, রমেশ কোথায়?

রাধিকা। ওই যে তোমার সামনে, দে'খতে পা'চ্ছ না?

বিধু। তা'ই ত, রমেশ যে! এত দিন কোথায় অজ্ঞাতবাস ক'রছিলে হে?

কু-রমেশ। আর আমাকে কেন লজ্জা দাও ভাই!

বিধু। আচ্ছা, শেষ যে দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তোমার মনে আছে কি?

কু-রমেশ। তা' থা'কবে না!

বিধু। শু'নলুম, তুমি জননী ও ভগ্নীর শোকে বড়ই কাতর হ'য়েছ!

কু-রমেশ। হ'ব না ভাই! যিনি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধ'রেছেন, স্তন্য দিয়ে পুষ্ট ক'রেছেন, আমাকে প্রাণের অধিক ভাল বে'সেছেন,সেই জননীর মৃত্যুকালে আমি এক বার চ'খের দেখাও দে'খতে পে'লাম না। আর হেম আমার—

ভোলা। আর ব'লবেন না কুমার বাহাদুর—আর ব'লবেন না, আমার চ'খ ফে'টে জল বে'রুচ্ছে! (স্বগত) বেটাকে Full mark দেব। বেটা এ্যাক্ট ক'রছে মন্দ নয়! তবে শেষ রা'খতে পা'রলে হয়!

২য় প্রতি। বড়ই শোকাবহ ঘটনা!

৩য় প্রতি। ও কথার পুনরুল্লেখে প্রয়োজন নাই।

বিধু। (প্রতিবেশীগণের প্রতি) আপনারা এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ স্থান পরিত্যাগ করুন। রমেশ শোকে কাতর! বাল্যবন্ধু আমি—ওকে কিছু সান্ত্বনা প্রদান ক'রব।

২য় প্রতি। চল হে চল! বিধুভূষণ উত্তম কথাই ব'লেছে।

কৃ-রমেশ। (স্বগত) বাবা-গতিক ত বড ভাল বোধ হচ্ছে না। এই লোকটাকে দেখে অবধি আমার গাটা যেন ছম্ ছম্ ক'রছে। এ ব্যাপারে ধরা প'ডলেই এক বারে জাহাজে চ'ডতে হ'বে!

বিধু। রমেশ, তুমি নিরুদ্দেশ হ'বার পূর্ব্বে, শেষ কোথায় তোমায় আমায় দেখা হ'য়েছিল বল দেখি!

কৃ-রমেশ। হঁ্যা—তা'—তা' - ঠিক স্মরণ হ'চ্ছে না!

ভোলা। (স্বগতঃ) ব্যাপার ক্রমেই ঘোরাল হ'য়ে আ'সছে!

বিধু। আচ্ছা, সে দিন তোমায় আমায় কি কথা হ'য়েছিল মনে আছে?

কৃ-রমেশ। তিন চার বৎসরের কথা অতটা স্মরণ না থা'কতে পারে।

বিধু। তা বটে। Presidency College এর Principal এর Whims, কি মজার ছিল বল দেখি?

কৃ-রমেশ। ওঃ ভারি মজা! (স্বগত) এই বার সা'রলে দে'খছি! কি গুখুরি ক'রেই এ ভোলা বেটার কথা শুনে এখানে এ'সেছিলুন! লাল বরগা চ'খের সামনে দে'খতে পা'চ্ছি।

বিধু। তোমার সঙ্গে Fourth year class এ যে রগড় হ'য়েছিল ডাক্তার সাহেবকে এক বার বল না!

কৃ-রমেশ। ডাক্তার সাহেব! আমি বড় অসুস্থ বোধ ক'রছি!

ভোলা। এঁ্যা—অসুস্থ! ডাক্তার সাহেব শীগ গির এক বার দেখ।

কৃ-রমেশ। (স্বগত) আর দেখা দেখি কি বাবা, এই বার নিঘ্যাৎ জাহাজে উ'ঠতে হ'ল।

হরেণ। আপনি Anxious হ'বেন না রায় বাহাদুর! অনেক দিনের Privationএর পর এ রূপ Nervous Prostration প্রায়ই হ'য়ে থাকে। রমেশ বাবু! আপনি এখন একটু বিশ্রাম লাভ করুন গে। বিধুভূষণ বাবু বিকালে আবার আ'সবেন এখন, সেই সময় নির্জ্জনে দুই বন্ধুতে আলাপ পরিচয় ক'রবেন।

কৃ-রমেশ। যে আজ্ঞে; (বিধুর প্রতি) আসি তবে ভাই, মাফ কর! সন্ধ্যা বেলা আসতে ভুল না।

[প্রস্থান।

ভোলা। (স্বগতঃ) বাবা, ঘাম দিয়ে জর ছাড়ান দিলে! শালার চোখ মুখের চেহারা যা' হ'য়েছিল, আর দু' মিনিট থা'কলেই ভীরমি যেত! এখন বিধে শালার করি কি?

বিধু। জ্যাঠা মশাই! রমেশ কি তা'র স্ত্রীর সঙ্গে দেখা শুনা ক'রেছে?

রাধিকা। না বাবা! এখনও দেখা শুনা হয় নি। কাল সারা রাত্রিই লোক জনের আসা যাওয়ার গোলমালেই কে'টেছে; আজ মনে ক'রছি, রাত্রে বউ মা'র ঘরে রমেশের শয়নের ব্যবস্থা ক'রব!

হরেণ। নিশ্চয়ই। আহা বউ মা' তিন বৎসব স্বামী সন্দর্শন করেন নি।

বিধু। জ্যাঠা মশাই। আপনি ববাবর রমেশের চেয়েও আমাকে স্নেহ কবেন, আমার একটী অনুরোধ রা'খবেন?

বাধিকা। সে কি বাবা! তোমাব মত সু ছেলে আমাদের এ গাঁয়েই নেই। তুমি বুদ্ধিমান 'ববেচক, তোমার কথা রা'খব না!

বিধু। তা' হ'লে আমাব অনুরোধ, যে বমেশকে আর তিন চারি দিন, তা'র স্ত্রীর সঙ্গে দেখা শুনা ক'রতে দেবেন না।

হরেণ। This is a cruel and heartless proposal.

ভোলা। বেড়ে মজার কথাটি ক'ইলেন ত বিধু বাবু! বউ মা' আমার তিন বৎসর বিরহিণী রাই হ'য়ে আছেন, আর কুমার বাহাদুব বাড়ীতে ফি'বে এ'সে ভাসুর হ'য়ে থা'কবেন।

বিধু। তুমি চুপ কর মূর্খ।

রাধিকা। তোমার এ কথা বলবার কারণ কি?

বিধু। আপনি কি নিশ্চয়ই জে'নেছেন, যে এ ব্যক্তি রমেশ?

রাধিকা। তুমি নিজেকে আমার চেয়ে এতটা বুদ্ধিমান ঠাওরা'চ্ছ কেন বল দেখি?

ভোলা। হ্যাঁ—হুজুর আমাব হ'লেন একটা নিরেট মুখ্যু, আর সে দিনকর ছোঁড়া হ'লেন বড বুদ্ধিমান! হায় রে সে কাল!

বিধু। আমি ব'লছি এ লোকটা রমেশ নয়, এ কোন জোচ্চোর!

হরেণ। রায় বাহাদুর, আমি চ'ললুম; এরূপ Advice Gratis আমার সহ্য হয় না!

রাধিকা। বিধু! অযাচিত উপদেশ প্রদান ক'রতে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনি নি।

বিধু। বাপ জ্যাঠার বাড়ী আ'সতে, কেউ ত নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করে না!

ভোলা। উঃ কি আত্মীয় গো, যেন কালনেমি মামা!

রাধিকা। বিধু! স্পর্দ্ধা সংযত কর! তোমাদের সংস্রবে মি'শেই রমেশ আমার বিগড়ে গিয়েছিল। এখন যদি সে ফি'রেছে, ত আর তা'র মাথা বিগ'ড়ে দিবার চেষ্টা ক'র না।

ভোলা। হুজুর! ওসব Young Bengalদেব এখান থেকে বিদায় দিন, ন'ইলে ওরা আবাব কুমার বাহাদুরের মস্তকটি চর্ব্বণ ক'রবে!

বিধু। জ্যাঠা মশাই! আমার কথা বিশ্বাস করুন; রমেশ নিরুদ্দেশ হ'য়ে সন্ন্যাসী হয় নি, সে State Scholarship পে'য়ে বিলেত গে'ছে, শীঘ্রই ফি'বে আ'সবে; বিলেত থেকে মধ্যে মধ্যে সে আমায় চিঠি লেখে।

ভোলা। "মা না বিইয়ে বিওল মাসী, আর ঝাল খেয়ে মল হলধর সা" বাপ গেল, মা' গেল, ইস্তিরি গেল, চিঠি লি'খলেন কা'কে? না, শ্রীমান্ বিধুভূষণ গাঙ্গুলী চাষা মশাইকে!

হরেণ। ভোলানাথ is perfectly right, Ray Bahadur!

রাধিকা। বিধু! তোমার বক্তব্য ত শেষ হ'য়েছে, তুমি এখন যে'তে পার!

বিধু। জ্যাঠা মশাই—আপনি কি ব'লছেন? বুদ্ধিশুদ্ধি আপ-

নার এক বারে লোপ পে'য়েছে! আপনি কি বু'ঝতে পা'রছেন না, যে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র, একটা ভয়াবহ চক্রান্ত আপনাকে গ্রাস ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে; আমি বু'ঝতে পারছি এ ষড়যন্ত্রের নায়ক কা'রা! আপনি বু'ঝতে পা'রছেন না?

ভোলা। হুজুর যে আমার মুখ্যু, বু'ঝতে পা'রবেন কি ক'রে?

হরেণ। রায় বাহাদুর! It is really unbearable! I can't tolerate it any longer!

রাধিকা। No need, you may whih him out!

বিধু। আমায় whip ক'রতে হয় করুন, কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখুন। এ জোচ্চোরের সঙ্গে আপনার বউ মা'কে দেখা ক'রতে দেবেন না! এ অকলঙ্ক কুল নিজ করে কলঙ্ক লিপ্ত ক'রবেন না। আপনার সতী সাধ্বী বধূমাতার সর্ব্বনাশ ক'রবেন না!

রাধিকা। Rascal! তুমি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও!

বিধু। আজ যদি জ্যাঠাই মা' থা'কতেন, তা' হ'লে তিনি এক-বার দে'খেই বু'ঝতে পা'রতেন, যে এ চোরেদের সহ-কারি জোচ্চোর - তাঁ'র নয়নেব মণি রমেশ নয়! আমায় তিন দিন সময় দিন,আমি প্রমাণ ক'রে দেব যে এ ব্যক্তি জাল রমেশ! আপনি জুয়াচোরের চক্রান্তে প্রতারিত!

রাধিকা। দরওয়ান! দরওয়ান!

বিধু। আপনি আসল রমেশকে দে'খতে চান?

(দ্বারবানের প্রবেশ)

ভোলা। ইস্কো গর্দ্দানা দেকে নিকাল দেও।

বিধু। হায় হায়! এই সব মোসাহেবদের চক্রান্ত আপনি বু'ঝতে পা'রলেন না! আপনি না উচ্চশিক্ষিত? আপনি না রায় বাহাদুর? দম্ভে এতই অন্ধ, যে সামান্য ব্যাপার বু'ঝতে পা'রলেন না। আপনি যখন এক মাত্র কন্যাকে বিনা চিকিৎসায় যমালয়ে পা'ঠিয়েছেন, পত্নীশোকগ্রস্ত জামাতাকে উন্মাদ ক'রেছেন, পতিপ্রাণা পত্নীকে হত্যা ক'রেছেন, এক মাত্র পুত্রকে নিরুদ্দেশ ক'রিয়েছেন, এক সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, তখন আপনাতে সবই সম্ভব! কি আর ব'লব, ধিক্ আপনাকে!

রাধিকা। উল্লুক! কেযা দেখ্তা, ইস্‌কো গর্দ্দানা পাকাডকে নিকাল দেও।

বিধু। নিকাল দিতে হ'বে না, আমি আপনিই যা'চ্ছি। কিন্তু মনে রা'খবেন একটা ধর্ম্ম আছে, এক জন ঈশ্বর আছেন! আমি আরও বলে যা'চ্ছি, এ ষড়যন্ত্র আমি বিফল ক'রবই ক'রব!

[প্রস্থান

রাধিকা। এ সব কি Dr!

হরেণ। আমার হাসি পা'চ্ছে!

ভোলা। হুজুর! আমি হতভম্ব হ'য়ে গেছি!

রাধিকা। আমি এর প্রতিশোধ নেবই নেব!

হরেণ। Don't bother yourself! This is beneath notice! এখন আমি আসি, আজ রাত্রে বউ মা'র সঙ্গে রমেশের শয়নের ব্যবস্থা ক'রবেন!

রাধিকা। সে কথা আর ব'লতে!

ভোলা। হরি হে—তুমিই সত্য!

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিরাজের কক্ষ

বিরাজ

বিরাজ। কি মুস্কিলে প'ড়লুম! কিছু ত বু'ঝতে পারি না! এ আমার কি পরীক্ষা দয়াময়! আমার স্বামী ত বিলাতে, সেখান থেকে পত্র পে'য়েছি যে শীঘ্রই তিনি আ'সবেন। তবে কে এ প্রতারক আমার স্বামীর রূপ ধ'রে আগমন ক'রলে! আমার শ্বশুর মশাই, আত্মীয় স্বজন, দাস দাসী সকলেই কি অন্ধ হ'য়েছে? কেউ বু'ঝতে পা'রলে না, যে এ আমার স্বামী নয়! আমি ত আড়াল থেকে বেশ ভাল ক'রে দে'খেছি, যে আকৃতির বিশেষ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও, সে সরল ঔদার্য্য-পূর্ণ উজ্জ্বল নয়ন কই? এ রূপ কুটিল দৃষ্টি, এ রূপ ছম্ ছমে তস্করের চাহনি ত আমার স্বামীর নয়! কত লোককে আমার সন্দেহের কথা ব'ললুম, এক ছোট মা' ছাড়া আর কেউ ত আমাকে বিশ্বাস ক'রলে না! বরং আমার কথা সকলে হে'সে উ'ড়িয়ে দিলে—কত বিদ্রূপ ক'রলে! আজ শু'নছি আমার সর্ব্বনাশের রাত্রি! সেই প্রতারক আজ আমার শয়নকক্ষে নিশা যাপন ক'রবে! কি ক'রব? কেমন ক'রে, এ বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভ ক'রব? সতীকুলরাণি! সতীর মর্য্যাদা কি রা'খবি নি মা!

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। ছিঁ গা বউ দি! আজ কত আমোদের দিন, তা তুমি মুখ খানি অমন গোম্‌রা ক'রে আছ ক্যানে? তিন বচ্ছর পরে দাদা বাবু ফিরে এলেন, কোথায় তুমি আহ্লাদে ডগ্‌মগ হ'বে, তা তোমার এ কেমন ধারা বাপু! আমরা দুঃখী মানুষ, আমরা ত এই বুঝি; তমাদের বর নকের ঘরে কি এমনি হয়? নোকে দে'খলে কি বলবেক্ গো?

বিরাজ। যা' ব'লবার তা' ব'লবে, তা'র জন্তে তোমার মাথা ব্যথা কেন?

নিস্তার। অবাক্ ক'রলে মা! আমি কোথা এত ছেরম ক'বে তোমার বাসর সাজা'লুম, ভা'বলুম বক্‌শিশ্‌ পা'ব, তা' না হ'য়ে, আমায় এই উক্তি!

বিরাজ। বাছা! বাসর জা'গতে হয় তুমি জাগ, আমায় আব কাটা ঘায়ে মুণের ছিটে দিও না!

নিস্তার। ওঃ হো—এত ক্ষণে বু'ঝতে পে'রেছি, আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব নোপাপত্তি হ'য়েছে বটে, হা কপাল! এত ক্ষণ ঠাউরাতে পারি নি! দাদা বাবু এত দিন বিবাগী হ'য়ে ছ্যাল ব'লে, তুমি মান ক'রেছ বটেক্! তা যে মান ভা'ঙবার, সে আব খানিক পরে আসছে।

বিরাজ। বাছা! তোমাব যদি আব কোন কথা না থাকে, তা' হ'লে তুমি এখান থেকে যাও।

নিস্তার। বলি যাব ক্যানে গো? তোমার কি আর তর্ স'ইছে না? দাদা বাবুব এখন খাওয়া দাওয়াটি হয় নি।

বিরাজ। বাছা! তোমায় যোড় হাত ক'রছি, তুমি এ ঘর থেকে যাও; আমায় একা থা'কতে দাও!

নিস্তার। তুমি হাত যোর কর ক্যানে গো-হাত যোর কর ক্যানে? আমাব অকল্যাণ ক'র নি; লিস্তারের কাছে হাত যোর না ক'রে, তোমার ভালর কাছে কর না ক্যানে?

বিরাজ। তুমি ভাল কথায় এ ঘর থেকে যা'বে কি না?

নিস্তার। লিস্তারের এমনি কপালই বটে, যে সে আমায় অপমান করে! যা'চ্ছি কর্ত্তা বাবুর কাছে, তিনি কি বলেন শুনি! আমার এমন চাকরিতে কায নাই।

[প্রস্থান।

বিরাজ। কি করি! কি করি! এ বাড়ীতে ত কে'উ আমার সহায় নেই! যিনি শ্বশুর, যিনি পিতারও অধিক, তিনি স্বয়ং প্রতারিত! নির্লজ্জা হ'য়ে আজ সকালে তাঁ'র পায়ে ধ'রে কেঁ'দে আমার সন্দেহের কথা ব'ললুম, তিনি বিরক্ত হ'য়ে আমায় ভৎ'সনা ক'রলেন; আমাব কোন কথায় কর্ণপাত ক'রলেন না! তাঁ'র কুল-মর্য্যাদা, তাঁ'র বংশ গৌরব, তিনি স্বয়ং নষ্ট ক'রতে প্রস্তুত হ'য়েছেন, এখন ঈশ্বর না রক্ষা ক'রলে আর কোন উপায়ই নেই!

(সুষমার প্রবেশ)

বিরাজ। ছোট মা! ছোট মা! কিছু ক'রতে পা'রলে? আমি জানি ঠাকুর বড় দাম্ভিক, বড় একগু'য়ে, জগতে তিনি কা'র কথা শুনেন না! তিনি যা' ভাল বু'ঝেন যা' ক'রব ব'লে স্থির করেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একত্রিত

হ'লেও তাঁ'র মতের পরিবর্ত্তন হয় না! কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি তোমার অনুরোধ কখনই অবহেলা ক'রবেন না।

সুষমা। আমারও সেই ধারণাই ছিল, কিন্তু তিনি আমারও অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রেছেন! আমি তাঁ'কে এত ক'রে বুঝা'বার চেষ্টা ক'রলেম, যে মা' পুত্রকে, আর স্ত্রী স্বামীকে যে রূপ লক্ষ লোকের মধ্যে হ'তেও চি'নে নি'তে পারে, জগতে তেমন আর কেউ পারে না। যখন বউ মা' ব'লছেন যে, "এ ব্যক্তি আমার স্বামী নয়, আমার স্বামী বিলাতে আছেন, আমি মধ্যে মধ্যে তাঁ'র সংবাদ পাই, ও ব্যক্তি ভণ্ড, প্রতারক", তখন এ লোকটা কখনই তোমার পুত্র রমেশ নয়! তিনি তোমাকে আমাকে পাগল ব'লে হে'সে উ'ড়িয়ে দিলেন! ব'ললেন "দেশশুদ্ধ লোক রমেশকে চি'নেছে আর বউ মা' চি'নতে পা'র-লেন না! তিনি ভাল ক'রে দেখেন নি; আজ রাত্রে ভাল ক'রে দে'খলেই বু'ঝতে পা'রবেন।"

বিরাজ। কি হ'বে ছোট মা'? এ বিপদ হ'তে কি ক'রে পরিত্রাণ পা'ব!

সুষমা। তা'ই ত ভা'বছি!

বিরাজ। তবে কি কোন উপায় নেই? তবে কি আমাকে নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হ'বে!

সুষমা। কি ব'ললে বউ মা'? "নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হ'বে"? কেন? কি দুঃখে?

বিরাজ। তা' ছাড়া আর উপায় কি ছোট মা?

সুষমা। উপায় কি? আমরা কি জানি উপায় কি! যিনি নিরুপায়ের উপায়, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি পাপ পুণ্যের বিচারক, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণই, সতীর সতীত্ব রক্ষার উপায় ক'রে দেবেন! সতী যদি তা'র নারীধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তা' হ'লে পৃথিবীতে এমন রাক্ষস নেই, নরকে এমন পিশাচ নেই, শূন্যে সমীরণে এমন প্রেত নেই, যে তা' নাশ ক'রতে পারে!

বিরাজ। ছোট মা! ছোট মা! তুমি দেবি! তোমার কথায় হৃদয়ে অনেক বল পে'লেম, তোমার আশ্বাসে আমি প্রকৃতিস্থ হ'লেম! এখন বু'ঝেছি ও রূপ শত সহস্র প্রতারকও আমার কেশাগ্র স্পর্শ ক'রতে পা'রবে না!

সুষমা। তোমার কথা মত আমি রমেশ বাবুর বন্ধু বি ধুবাবুকে, তোমার অবস্থা সমস্ত জা'নিয়ে, পত্র লি'খেছিলুম; তিনি প্রত্যুত্তরে, আমাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস প্রদান ক'রেছেন।

বিরাজ। শু'নলুম, যে তিনি আজ সকালে এ বাড়ীতে এসে, বিষম অপমানিত হ'য়ে ফি'রে গে'ছেন।

সুষমা। আমিও শুনেছি; ও কি! কর্ত্তা যে এ দিকে আ'সছেন!

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা। নতুন বউ! রমেশকে আজ আমি বাড়ীর ভেতর শয়ন ক'রতে পা'ঠাচ্ছি। বউ মা'কে বল যে, রমেশকে ভাল ক'রে দে'খলেই তাঁ'র সন্দেহ যা'বে! আমি ত রমেশের

পিতা, আমি কি এতই কাণ্ডজ্ঞান শূন্য, যে ভাল ক'রে না বু'ঝে সু'ঝে, একটা অপরিচিত লোককে আমার পুত্রবধূর শয়ন গৃহে নিশা যাপন ক'রতে পা'ঠাব!

সুষমা। বউ মা' ব'লছেন যে তাঁ'র শরীর বড়ই অসুস্থ, তিন চার দিন বাদে রমেশকে ঘরে পাঠিও।

রাধিকা। আর সন্ন্যাসী ছেলে, আবার সন্ন্যাসী হ'য়ে বে'রিয়ে যাক —কেমন? তা'র মা' নেই, বোন নেই, উনি একটু আদব যত্ন না ক'রলে, ছেলে ঘরে থা'কবে কেন? ও সব অভিমান পরে ক'রতে ব'ল; আমি এখন চ'ললুম, রমেশ এখনি আ'সবে।

[প্রস্থান।

সুষমা। শু'নলে ত! আমি এখন যাই?

বিরাজ। যেও না! যেও না! আমায় একলা ফে'লে তুমি যেও না।

সুষমা। কেন? শাশুড়ি ব'য়ে দু' জনে বাসর ক'রব না কি?

বিরাজ। এ সময়েও তোমার ঠাট্টা?

সুষমা। ঠাট্টাব এমন সুযোগ আব পা'ব কবে বল? স্বয়ং শশুব পুত্রবধূকে একটা অপরিচিতের করে তু'লে দি'চ্ছেন, এতেও যদি না আমি আমোদ করি, হাসি ঠাট্টা না করি, তা' হলে তোমার পূজ্যপাদ শশুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী হ'বার স্পর্দ্ধা রাখি কেমন ক'রে বল?

বিরাজ। ঐ পায়ের শব্দ শু'নতে পা'চ্ছি, বুঝি আমার বলিদানের সময় নিকট!

সুষমা। সাবধান! আত্মহারা হ'ও না, মনের বল হারিও না,

মনে রে'খ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্! আমি চ'ললেম, নিকটেই থা'কব।

[প্রস্থান।

বিরাজ। নারায়ণ! রক্ষা কর—নারায়ণ! রক্ষা কর!

(কৃত্রিম রমেশের প্রবেশ)

কৃ-রমেশ। (স্বগত) আমার বাপের ঝকমারি হ'য়েছে, ভোলা শালার কথা শুনা। জাল, জুচ্চুরি অনেক ক'রেছি; কিন্তু এমন মানুষ জাল ত কখন করি নি বাবা! এগুা-ম্যান ত চ'খের উপর না'চছে! পা'লিয়ে যে যা'ব তা'রও উপায় নেই! পলা'তে গেলেই হরেণ ডাক্তার শালা পুলিস ধবিয়ে দেবে। সকাল বেলা ত বিধে শালা একে বারে জখম ক'বে তু'লেছিল, কোন গতিকে পা'লিয়ে রক্ষে পে'লুম! কিন্তু এমন ক'রে ক' দিন কা'টবে? ধরা প'ড়তেই হ'বে! কোন দিন না কোন দিন আসল রমেশ হাজির হ'বেই, তা'ব প:ঃ—ওঃ বাবা! এ যে মেয়ে মানুষ দে'খছি; নিশ্চয়ই রমেশের স্ত্রী! যা' থা'ক কপালে অভিনয় আরম্ভ করি. তা' ছাড়া অন্য উপায় নেই। এখন প্রথমঅঙ্ক আরম্ভ ক'রে দিই। (প্রকাশ্যে) বিরাজ! কথা ক'ইছ না কেন? তুমি কি আমাকে চেন না? তা'ই লজ্জা ক'রছ? কিম্বা আমার অপরাধের জন্য এই কঠোর অভিমান ক'রেছ? সত্যই আমি অপরাধী! কিন্তু তুমি ত জান, কি জন্য আমি নিরুদ্দেশ হ'য়ে-ছিলুম; আমার পিতার ব্যবহার ত তোমার অজ্ঞাত নয়। বাড়ীতে ফি'রে এ'সে দে'খলুম, স্নেহময়ী জননীকে

হা'রিয়েছি, ছোট বোন হেম ফাঁকি দিয়ে চ'লে গে'ছে, পিতা এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ ক'রেছেন! এত শোকের মাঝে, এই দুর্দ্দিনে শুধু তোমার একটু আদর, ও একটু ভালবাসার প্রত্যাশায় বাড়ীতে এ'সেছি! তা' হ'তে তুমি যদি আমাকে বঞ্চিত কর, তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? যেমন সন্ন্যাসী ছিলেম তেমনি থা'কব! (স্বগত) ওঃ! বাবা! কোন কথা কয় না যে! এ বেটিও কি সন্দেহ ক'রলে না কি? যতটা রিহার্সেল দিয়ে মুখস্থ ক'রেছিলুম, এক নিশ্বাসে ত সব আউড়ে দিলুম! এখন করি কি? দেখি দ্বিতীয় অঙ্কে কি হয়! (প্রকাশ্যে) বিরাজ! এখনও তোমার অভিমান গেল না? এই তিন বৎসর পরে আমি বাড়ীতে ফি'রে এলুম, তবু তুমি আমার সঙ্গে একটা কথা ক'ইলে না? এই আমি তোমার পায়ে ধ'রছি—

বিরাজ। আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রবেন না।

কু-রমেশ। "ক'রবেন না"! এ কি! আমি কি তোমার অপরিচিত, যে তুমি আমার সহিত সসম্মানে কথা ক'ইছ?

বিরাজ। হ্যাঁ—আপনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত!

কু-রমেশ। (স্বগত) এ বড় বেগতিক বাবা! দ্বিতীয় অঙ্ক ত শেষ হ'ল, তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ ক'রবার আর ইচ্ছাই নেই, কিন্তু না ক'রলেও যে নয় বাবা! মা' আর স্ত্রীর চ'খে ধূলা দেওয়া বড় শক্ত কথা! মা' বেটি নেই বাঁচা গে'ছে; কিন্তু স্ত্রী বেটি যে সোঁদর বনের বাঘের

মত থাবা পে'তে ব'সে আছে! এ বড় কঠিন সমিস্তে! (প্রকাশ্যে) তোমার কথা শু'নে আমি নির্ব্বাক্ হ'য়ে গি'ছলুম! আমি তোমার অপবিচিত। স্বামী কখনও স্ত্রীব অপরিচিত হয়?

বিরাজ। নিশ্চয়ই নয়! সেই জন্যই ব'লছি, আপনি আমার অপরিচিত—কারণ আপনি আমাব স্বামী নন।

কৃ-রমেশ। কি ব'লছ বিরাজ! তুমি কি পাগল হ'য়েছ?

বিরাজ। পাগল আমি হই নি, হ'য়েছেন আপনি! ন'ইলে আপনি স্ত্রীর চ'খে ধূলা দিয়ে তা'র স্বামী সা'জতে চান? গ্রামের সকলকে প্রতাবিত করেছেন ব'লে, পুত্রের পিতাকে চক্রান্তে মোহিত ক'রেছেন ব'লে, আপনি কি মনে ক'বেছেন, সতী স্ত্রীকেও প্রতারিত ক'রবেন? না— তা' কখনই হ'বে না! আপনার যাদুবিদ্যা আমার কাছে নিষ্ফল!

কৃ-রমেশ। (স্বগত) না বাবা! যবনিকা এখানেই ফে'লে দেওয়া যা'ক! আমার মুখস্থও নেই, প্রম্‌টাবও নেই, আর অভিনয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। টাকার লোভটা বরাবরই আছে বটে, কিন্তু মেয়ে মানুষের স্পৃহা ত জীবনে নেই! আর এ বেটারাও ত এ অগাধ বিষয় সম্পত্তি আমাকে ভোগ ক'রতে দেবে না। বুড়টা ম'লেই, বিষয় সম্পত্তি নিজেদেব নামে আমাকে দিয়ে দান পত্তর করিয়ে নিয়ে, আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান ক'রবে। কিন্তু ভয় যে ঐ জেল-খানার! সেই জন্যই ত বেটাদের কথা মত কায ক'রতে হ'চ্ছে!

বিরাজ। চুপ ক'রে আছেন যে? আমার কথা গু'ল প্রাণে লে'গেছে—না? অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ আমি, আজ এই নিশীথ রাত্রে, আমার শয়ন কক্ষে, আপনার ন্যায় অপরিচিতের সঙ্গে লজ্জাহীনা হ'য়ে বাক্যালাপ ক'রছি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা ক'রবেন! এ দোষ আমাব নয়, এ পাপ আপনার এবং আপনাব সহকারীদের—এ দোষ আমার শ্বশুব মহাশয়ের। আপনি কি লোভে এ চক্রান্ত ক'বেছেন? যদি অর্থ লোভে হয়, আমাব সমস্ত গহনা আপনাকে দি'চ্ছি, প্রতিজ্ঞা ক'রছি আমার স্বামী ফিরে এলে, যত টাকা আপনি চান, তিনি আপনাকে সানন্দে দেবেন।

কৃ-রমেশ। (স্বগত) টাকাব লোভে নয় রে বাবা -প্রাণেব দায়ে। পুলিসের ঠেলাটি ত বোঝ না!

বিরাজ। এখনও নীবব! অর্থে যদি আপনার স্পৃহা না থাকে, তবে কি সুন্দরী যুবতীর স্পৃহা? আপনি কি মানুষ নন? আপনার কি মা' বোন নেই? তা'দের মুখ কি আপনার মনে প'ড়ছে না?

কৃ-রমেশ। বিরাজ! বিরাজ!

বিরাজ। স্তব্ধ হও ভণ্ড! আমার নাম উচ্চারণ ক'রতে, তোমার জিব্ খ'সে প'ড়ছে না? কুল-কামিনীর সামনে, এত ক্ষণ তা'র স্বামী সে'জে দাঁ'ড়িয়ে থা'কতে, তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত হ'চ্ছে না? লালসায় প্রণোদিত হ'য়ে আমার শয়ন কক্ষে পদার্পণ ক'রতে, বসুন্ধরা তোমাকে গ্রাস ক'রছে না? তুমি কি জান না যে,

স্বয়ং ইন্দ্র অহল্যা দেবীর স্বামী সে'জে তাঁ'র ধর্ম্মনাশ করায়, সেই ইন্দ্রের কি শাস্তি হ'য়েছিল? তুমি জোচ্চোব হ'তে পার, চোর হ'তে পাব, খুনি হ'তে পাব, কিন্তু কুলস্ত্রীর ধর্ম্মনাশ! এ মহাপাতকের যে প্রায়শ্চিত্ত নাই, তা' কি তুমি জান না?

কু-বমেশ। এঁ্যা!

বিবাজ। "এঁ্যা" কি! তোমার মা'র মুখ খানি মনে কর, এই বার আমার মুখের দিকে চাও দেখি!

কু রমেশ। (স্বগত) চুলোয় যা'ক আমার ধন সম্পত্তি, চুলোয় যা'ক আমার স্ত্রী রত্ন! আমি চোর বটে, জোচ্চোর বটে, জালিয়াত বটে, কিন্তু এ মহাপাতক আমাব ন্যায় নরাধমও ক'রতে পা'ববে না! আমার জেল হ'ক, দ্বীপান্তর হ'ক, ফাঁসি হ'ক ক্ষতি নাই, কিন্তু কুল-কামিনীর ধর্ম্মনাশ আমি কিছুতেই ক'রতে পা'রব না!

বিরাজ। চুপ ক'রে আছ যে? উপরে ধর্ম্ম আছেন, দেবতা আছেন, ঈশ্বব আছেন, এই বার আমার মুখের দিকে চে'য়ে বল দেখি তুমি কে?

কু-রমেশ। মা'! মা'! আমি তোমার সন্তান!

(বিধুভূষণ ও দেবেনের প্রবেশ)

বিধু। মা'! মা'! আমরাও তোর সন্তান!

দেবেন। তোমার কোন ভয় নেই, কিন্তু সত্য বল, তুমি কে? আর কা'রা তোমাকে সা'জিয়ে নি'য়ে এ'সেছে?

বিধু। পলা'বাব চেষ্টা ক'ব না, পুলিস মোতায়েন্ আছে!

কু-রমেশ। বাবা—আমি—আমি—

দেবেন। ভয় নেই; কা'রা তোমাকে সা'জিয়ে এ'নেছে?

কু-রমেশ। আমি কিছু জানি না বাবা! একটা ফেরারি কেসে আমার নামে ওয়ারেণ্ট বে'রয়, সেই ভয়ে আমি সন্ন্যাসী সে'জে বে'রিয়ে পড়ি; আমার গেরো আমি মায়াপুর গ্রামে গি'ছলুম—

দেবেন। শীঘ্র বল—তা'র পর?

কু-রমেশ। দোহাই বাবা!

বিধু। তোমার কোন ভয় নেই, তোমাকে যা'রা সা'জিয়ে এ'নেছে, আমি তা'দের চাই। তার পর কি হ'ল বল!

কু-রমেশ। আমি মায়াপুব গ্রামে সন্ন্যাসী সে'জে ব'সে আছি, এমন সময় এক দিন সন্ধ্যা বেলা—

(রাধিকা, ভোলানাথ, ইন্‌সপেক্টর ও কনষ্টেবলগণের প্রবেশ)

ভোলা। হুজুর হুজুব! এই দেখুন ডাকাতি ক'বতে এ'সেছে।

রাধিকা। আমার পুত্রবধূর শয়ন কক্ষে, এই নিশীথ রাত্রে কে তোরা?

বিধু। জ্যাঠা মহাশয়! আমি আর দেবেন; এ ব্যক্তি রমেশ নয়, এখন তা' ও নিজে মুখেই স্বীকার ক'রেছে। যে আপনার এই রূপ সর্ব্বনাশ ক'রতে এ'সেছিল, তা'র সহকারীরা কে, আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি; তা'দের এই মূহূর্ত্তে পুলিসের হাতে দিতে হ'বে।

ভোলা। হুজুর! মনে রা'খবেন, এই রাত বারটায়—আপনার বউ মা'র শয়ন কক্ষে—আর সঙ্গে ঐ দেবেন বাবু! শুধু বেদানার কাছেই নয়—

রাধিকা। হাঁ্যা হাঁ্যা, সে সব আমি বুঝি, ইন্‌সপেক্টর! ওদের দু'টোকে

গ্রেপ্তার কর! এই রাত্রে চোরের স্থায় বউ মা'র উপর অত্যাচার ক'রতে এ'সেছিল!

বিরাজ। বাবা! বাবা! ওঁরা অত্যাচার ক'বতে আসেন নি ওঁরা আমাকে উদ্ধার ক'রতে এ'সেছেন!

রাধিকা। চুপ কর! ইন্‌সপেক্টর! আমার আদেশ প্রতিপালন কর।

(কন্‌ষ্টেবলগণ কর্ত্তৃক বিধু ও দেবেনের হস্ত ধারণ)

ইনস্। চল, থানায় চল!

(রমেশের প্রবেশ)

বমেশ। স্থির হও ইন্‌সপেক্টর! আমার স্ত্রীর শয়ন কক্ষে, এই নিশীথ রাত্রে, চোরের স্থায় যে আমি সে'জে এ'সেছে, তা'কে আগে গ্রেপ্তার কর!

বিরাজ। এঁ্যা—এ্যা! স্বামি! তুমি এসেছ!

মূর্চ্ছা)

(জাল রমেশের পলায়ন ও সকলের পশ্চাদ্ধাবন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কক্ষ

নিস্তার

নিস্তার। কেমন মজাটি হ'য়েছে! কখন আকটু আধটু ভাগ দিতে হ'ত ব'লে, আমাকে দে'খলে গিবনি অমনি মুখটা হাঁরি পানা ক'বতেক! ভগবান আছেক কি না, তা'ই গিবনি বেঁচে থা'কতে থা'কতেই কর্ত্তা আবার বিয়ে ক'রলেন! রায় বাঘিনীর ভয়ে ইদানী আর আমার কাছে ঘেঁ'সতই না! দেখা হ'লে ব'লত—"তোমারও বয়স হ'য়েছে, আমারও বয়েস হ'য়েছে, এ সব আর ভাল দেখায় না"। আ মর, চ'খখেগো! তোর যেন বয়েস হ'য়েছে—আমার এমন বয়েস কিসের? সকলে বলই না কেনে? নেখা পড়া শি'খে মানুষ যে এমন মুরুখ্যু হয়, তা' জানতুম না! তুই মুনসে তেরকেলে বুরো, আর বিয়ে ক'রলি কি না লাতনির বয়সি এক লাটক পরা ছুঁরি! আবার ভা'বছিস্ তা'কে বশ ক'রবি। ছুঁরিটা এ দিকে যে তেমন লয়, আমরা হ'লে—কি র‍্যা কোথা কে ছ্যালি?

(ভোলানাথের প্রবেশ)

ভোলা। বাবু কোথা—উপরে ?

নিস্তার। লতুন বউয়ের জন্যে হারমনি না গেরাপুফু কি কিন্‌তে বে'রিয়ে গেছে।

ভোলা। তা' ভালই হ'য়েছে।

নিস্তার। তোর গাঁজার আড্ডায় ব'সে থা'কবার সুবিধে হ'য়েছে, লয় ? দেরেক লাতি মে'রে দূর ক'রে, তখন টের্‌টা পাবি ! এমন বাবু লয় ! সে দিন ত ধরা প'রতে প'রতে র'য়ে গেলি !

ভোলা। আরে থাম্ না মাগি ! ঢের ঢের বাবু দে'খলুম ! সে দিন বিধে বেটা আর দেবেন বাবুটা এ'সে সব পণ্ড ক'রেছিল আর কি ! তা'র পর কোথা থেকে আবার রমেশ বাবু এ'সে হাজির হ'ল ! কেমন বুদ্ধিটি ক'রে সব স'রিয়ে দিলুম ! কেউ বু'ঝতে পা'রলে না !

নিস্তার। আচ্ছা, সত্যি সত্যি তুই দাদা বাবুকে দে'খেছিস ? বাবু ত বলে, যে সব যাদু ক'রে ভেল্কি লা'গিয়ে দিয়ে গেল !

ভোলা। সত্যি নয় ত কি মিছে ? নিজের চ'খে আমি রমেশ বাবুকে দে'খেছি ! রমেশ বাবু যখন হঠাৎ এ'সে প'ড়ে সেই সন্ন্যাসীকে ধ'রতে ব'ললে, বউ মা' মূর্চ্ছা গেল ! আমিও ধরা প'ড়লুম ভে'বে, মূর্চ্ছা যাই যাই হ'য়েছিলুম ! কিন্তু সেই জোচ্চোরটাই রক্ষা ক'রলে !

নিস্তার। শু'নলুম, পুলিস দে'খেই সেই সন্ন্যাসীটা দৌড় দিলে।

ভোলা। হ্যাঁ—সে দৌড় ব'লে দৌড়—একেবারে ভোঁ দৌড়। দারোগা পাহারাওলা সব তা'র পিছু পিছু দৌড়ুল !

আমরাও সকলে "ধর ধর" ক'রে তে'ড়ে গেলুম, কিন্তু কেউ আর তা'র চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দে'খতে পে'লে না!

নিস্তার। তা'ত পে'লে না, কিন্তু দাদা বাবু কোথায় গেল?

ভোলা। সেই ত সমিস্তে! আমরা ফি'রে এ'সে কেউ আর তা'দের দে'খতে পে'লুম না! আচ্ছা তুই মাগী ত বাড়ীতে ছিলি, তুই এ'সে দেখলি নি কেন?

নিস্তার। তা' বটেই ত রে মুখপরা—তা' নইলে মজাটি হবেক কেনে? তোর সঙ্গে কি আমিও বাঁধা যাবক মনে করিস? যেমনি বাড়ীতে হেঙ্গামা হ'ল—আর আমার পাটা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁ'পতে না'গল! আমিও অমনি পুঁজি পাটা নিয়ে খিরকি দোর দিয়ে বে'রুলুম! সব মি'টতে তবে আস্তে আস্তে বাড়ী ঢুকি!

ভোলা। কিন্তু রমেশ বাবুটা গেল কোথায়? এত ক'রে তন্ন তন্ন ক'রে, এত দিন ধ'রে সকলে অনুসন্ধান ক'রলে, তা'র ত কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না! দেবেন বাবু বিধু বাবুর পেছনে লোক লাগান গেল, তা'তেও কোন ফল হল না!

নিস্তার। কিন্তু আমার মনে হয় নতুন বউ, আর বউ মা দাদা-বাবুর খপর জানে!

ভোলা। কিসে বু'ঝলি?

নিস্তার। তা' না হ'লে ওদের অমন হাসিমুখ দেখি কেনে?

ভোলা। বাবুর মেজাজটা সেই থেকে বড়ই খারাপ হ'য়ে গেছে! আমি আর হরেণ ডাক্তার তাঁ'কে এক রকম বু'ঝিয়ে

সু’ঝিয়ে ঠিক ক’বেছি। কিন্তু আমি নিজে বু’ঝতে পা’রছি না, যে বমেশ বাবু যদি এল—ত গেল কেন।

নিস্তার। দেখ্ ভোলা। আমার কথা শোন্। যদি ভাল চাস্, অমন কাযে আব এগুস্ নি। যদি বাবু ঘুণাক্ষবেও বু’ঝতে পাবে, যে আমবা এই বকম ক’রে ঠ’কিয়ে তাঁ’ব জাত খে’তে গি’ছলুম, তা’ হ’লে আব কাঁধের উপর মাথাটি থাকবেক নি। হুঁ হুঁ বাবা- এমন বাবু লয়!

ভোলা। আবে রেখে দে মাগি। এই সব বাবুদের কাছে যত ভেজাল চলে, এমনটি আর কোথাও নয়। গোডায় গোডায় আমাবই ত—তুই বামুনেব মেয়ে কি না সন্দেহ হ’য়েছিল।

নিস্তাব। কি রে মুখপ’বা—তোব যত বর মুখ তত বর কথা!

ভোলা। আমি তা’ কি ব লছি! তুই যেন নির্জ্জলা বামুনের মেয়ে, কিন্তু কত শুঁড়ির মেয়ে, ধোবার মেয়ে, যে বামুনেব বাডীতে ভাত বাঁধছেন, কায়েত নবশাকের ত কথাই নেই। বাবুদেব বাডীর মেয়েবা ত আর হাঁডি ছোঁবেন না, পাছে হাঁডি হাতে কামডে দেয়।

নিস্তাব। তুই খালি মেয়েদেরই দোষ দেখিস্। বাবুবা কি মেয়েদের রান্না ঘবে ঢু’কতে দেয় রে চ’খখেগো! তা’ হ’লে যে পিরীত, কাচের বাসনের মত আগুন তাতে চ’টে যা’বে। তবে বাবুরা ছত্তিক জাতের হাতে ভাত খাবেক না কেনে?

ভোলা। এখন বাজে কথা ছাড। বড় একটা দাঁও হাতে

লেগেছে রে! দেখ, পারিস্ যদি, কিছু থোক্ থাক্ মেরে দেওয়া যায়!

নিস্তার। এই দম মে'রে এলি বুঝি, তাই খেয়াল দে'খছিস!

ভোলা। হ্যাঁ খেয়াল দে'খছি, কথাটাই আগে শোন না, মাগি!

নিস্তার। শু'নছি বল্—কিন্তু যদি গাঁজাখুরি কথা হয়, আমি খেঙরে তোর বিষ ঝেরে দেব!

ভোলা। আস্তে রে মাগি, আস্তে—বড় গোপন কথা!

নিস্তার। তোর গোপনীত কথার মুখে মারি ঝাঁটা; ব'লবি ত' ঝট্‌পট্ বল্। তুই আবার দাঁও মারবি! বেদানা ছুঁরির গহনা গুলো হাতাবার জন্যে কত দিন ব'ললুম, তা'র কি ছাই ক'রলি?

ভোলা। সে এমন ধনী নয়! সে তোর ঢের উপরে যায়! এখন ও সব কথা যাক, বলি হরেণ ডাক্তারকে চিনিস ত?

নিস্তার। চিনবক না কেনে? দু' বেলা ত বাবুর কাছে ব'সে, গান বাজনা করে!

ভোলা। ওর ঢের টাকা রে—ঢের টাকা! ওর দিদি মা'র যা' বিষয় পে'য়েছে—

নিস্তার। তা তোর বাবার কি? তোর সঙ্গে কি মেয়ের বিয়ে দেবে না কি?

ভোলা। সে যে কায়েত রে মাগি!

নিস্তার। আরে রেখে দে তোর কায়েত! কত বেবিস্তে ঘরেই বামুন কায়েতের বিয়ে চ'লে যা'চ্ছে! নিস্তার না জানে

কি? তবে ব'লতে গেলেই বন্ধু বিগরে যা'বে, এই যা! এখন কথাটা কি বল?

ভোলা। হরেণ বাবু নূতন বউ মাকে কি রকম ক'রে দে'খেছে।

নিস্তার। দে'খেছে ত রাজা ক'রেছে।

ভোলা। না বে না, ডাক্তার ভাবি প'ড়েছে।

নিস্তার। প'ড়েছে ত কা'ব কি? পারিস ত চে'পে ধব।

ভোলা। বলি শোনই না—অনেক টাকা আমাদের দিতে চায়।

নিস্তার। দিতে ত চায়, কিন্তু ছুরিটা যে কোন দিকে চায় না, এই হ'য়েছে মুস্কিল! নইলে াক লিস্তার এত দিন চুপ ক'রে থাকে।

ভোলা। আর বুড়ো এই বয়সে যখন বিয়ে ক'রেছে, সে ত পাঁচ জনকে পা'লবার জন্যেই ক'রেছে।

নিস্তাব। তা' সত্যি কথা -কিন্তু মেয়েটা যে বর বেয়ারা রে! ওর চ'খ দে'খলে আমার বর ভয় করে। ভাল, দেখা যা'ক হরি কি করেন। কিন্তু ভোলা। টাকাটি আগে আমার হাতে চাই, নইলে যে ডাক্তর গাঙ পেইরে কুমীরকে কলা দেখাবেক, তা'তে আমি লেই!

ভোলা। সে কথা আর তোকে ব'লে দিতে হ'বে না। টাকা আগে হাতে না পে'লে কোন্ শালা কাযে হাত দেয়? এখন কি মতলব ক'রবি বল দেখি?

নিস্তার। দাঁরা রে মুখপ'রা! এ কি বাজারে মেয়ে মানুষ পে'য়ে ছিস, যে টাকা ফে'লবি আর ঝট্ ক'রে সব ঠিক হ'য়ে

যা'বেক ! দাঁবা, একটা মতলব টতলব ঠাওরাই, তা'র পর চেষ্টা চরিত্তির ক'রে দেখা যাবেক। টাকাটা ত ছারা হ'তে পারে না।

ভোলা। কখনই নয়। তা' হ'লে এখন আসি।

নিস্তার। সাবধানে যাস, বউ মা না দে'খতে পায়।

ভোলা। না না—তোব ভাবনা নেই।

[প্রস্থান।

নিস্তার। যাই, এক বার লতুন বউএব কাছ্কেই যাই! এক দিনের কায ত লয়, দেখি কত দূব কি হয় ?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মাঠ

(রাখাল বালকগণ গোধন লইয়া বাটী ফিরিতেছে)

গীত।

যা'র পীযুষ পিয়ে বড়াই ক'বে, বেড়াও তুমি মহীতলে।
তোমার সেই জননী আজ দুঃখিনী, ভাসে দেখ নয়ন জলে॥
যাহার কারণ দিলীপ রাজন, সিংহ মুখে দেহ দিলে।
আজ জ্যান্তে তা'রে কসাই মারে, দেখ হে ভাই অবহেলে॥
নিজে ব্রজের গোপাল, চ'রিয়ে গো-পাল, কীর্ত্তি রাখেন মহীতলে।
এখন অযতনে গোধন মরে, তাড়াও কি না পিজরা পোলে॥

[রাখাল বালকগণের প্রস্থান।

(বিধুভূষণ, দেবেন ও রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। বিধু! তুমি agriculture এর সঙ্গে যে গো-শালাও খুলেছ তা'তে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেম।

বিধু। হ্যাঁ ভাই! দুধ ঘিই আমাদের প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। মাংসাদি গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় লোকের ধাতে সয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল বিশুদ্ধ দুধ ঘি, একে বারেই পাওয়া যায় না। আমাদের দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হ'বার অন্যতম প্রধান কারণ বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধের অভাব! ছেলে-দের যকৃত, উদরাময় প্রভৃতি অনেক পীড়ার মূল, এই জঘন্য মিশ্রিত দুগ্ধ।

দেবেন। নিশ্চয়ই! বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের অভাবই infant mortalityর প্রধান কারণ! বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে টাকায় ষোল সের খাঁটি দুগ্ধ মি'লেছে, সে দেশে আজ টাকায় চার সের খাঁটি দুগ্ধ মেলবার উপায় নাই!

রমেশ। এ কি কম পরিতাপ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন গো-চারণ ক'রেছেন, তখন কোন ভদ্র সন্তানের সে কার্য্য ক'রতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়!

দেবেন। কিন্তু এখন যে আমরা বাবু হ'য়েছি, টাট্কা গো-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে আমরা যে ছেলেদের টিনের দুধ খাওয়াতে শি'খেছি!

বিধু। রমেশ! শুধু তুমি দুধের কথা ব'লছ কেন? আমাদের প্রধান খাদ্য চাউলের অবস্থা কি? যে দেশে এক দিন টাকায় আট মন চাল বি'কিয়েছে, সে দেশে আজ আট টাকা মন চাল কেন?

দেবেন। বাবার মুখে শুনেছি, একবার মন্বন্তর হ'য়েছিল—হাজার হাজার লোক ম'রেছিল—লোকে স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ক'রেছিল—কেন তা জান? তখন চাউলের মণ পাঁচ টাকা হ'য়েছিল!

রমেশ। আরে, আমরাই ত ছেলেবেলায় চাউলের মণ আড়াই টাকা দে'খেছি, তিন টাকা উ'ঠতে লোকে হাহাকার ক'রেছিল!

বিধু। ও সব কথা যে'তে দাও। এখন ঐ রকমই দাঁ'ড়াল! আচ্ছা রমেশ বিলাতে অবস্থানকালীন তুমি কি Experience gain ক'রেছ বল দেখি?

রমেশ। আমার এই জ্ঞান হ'য়েছে যে, ইংরাজ স্বর্গে আর আমরা নরকে! আমরা "আর্য্য-আর্য্য" ব'লে দু' হাজার বৎসরের দোহাই দিই, কিন্তু আমরা এখন কি, তা' এক বার ভে'বেও দেখি না!

দেবেন। সত্য, আমরা ইংরাজের দোষ গুলি অনুকরণ ক'রতে বড় পটু, কিন্তু তাদের একটি গুণও গ্রহণ ক'রবার শক্তি আমাদের নাই। আমরা মদ খে'তে পারি, কিন্তু ইংরাজের স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশপ্রীতি ধারণা ক'রতে পারি না! আমরা হ্যাট্ কোট্ প'রতে পারি, কিন্তু ইংরাজের অধ্যবসায়—ইংরাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ক'রতে পারি না!

বিধু। ঠিক ব'লেছ দেবেন! আমরা বিলাসব্যসনে ইংরাজকেও ছা'পিয়ে যে'তে পারি, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান, তাহাদের শ্রমসহিষ্ণুতার শতাংশের একাংশও আমাদের নাই!

রমেশ। সত্য, আমাদের বড় লোকেরা পাছে মাথা ধ'রে ব'লে রোদের আঁচই পর্য্যন্ত লাগান না, কিন্তু বড় বড় ইংরাজ কল কারখানার ভিতর, হাতের আস্তেন গু'টিয়ে, কোমরে তোয়ালে জ'ড়িয়ে, কুলির কায ক'রতে অপমান বা কষ্ট বোধ করেন না!

দেবেন। আচ্ছা, কল কারখানায় দেশের উপকার না অপকার?

রমেশ। কঠিন প্রশ্ন! কল কারখানায় দেশের আর্থিক বল বাড়ে, অল্প সময়ে অধিক কার্য্য হয়, হাজার লোকের কায পঞ্চাশ জন দ্বারা সম্পাদিত হয়! কিন্তু ওরই মধ্যে একটি মস্ত "কিন্তু" আছে!

বিধু। কিন্তুটি এই, যে ওই যে ন' শ' পঞ্চাশ জনের কার্য্য একটা কল গ্রাস ক'রে নেয়—তা'রা করে কি?

রমেশ। বিলাতে জীবিকাহীন লোকেরা অনেকের মনে এই চিন্তার উদ্রেক ক'রিয়েছে যে কল কারখানা ভাল কি মন্দ?

দেবেন। থাক—ও সব কথা থাক। এখন এ দিকের কি?

বিধু। আমি ত সেই জোচ্চোর সন্ন্যাসীটার পেছনে ডিটেক্‌টিভ্ নিযুক্ত ক'রেছি; আমার স্থির ধারণা সে ধরা পড়বেই!

দেবেন। আমার শ্বশুরের বাহন ভোলানাথ যে এ চক্রান্তের প্রধান সহকারী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!

বিধু। শুধু ভোলা নয়, হরেণ ডাক্তার এর ভেতর আছে!

রমেশ। বল কি! সে এক জন কৃতবিদ্য লোক!

বিধু। তাহ'লে হয় কি? সে দিন সেই জোচ্চোরটাকে যে রকম Defend ক'রলে—

রমেশ। হ'তে পারে, সে ভুল বু'ঝেছিল।

বিধু। আমার সে বিশ্বাস নয়।

দেবেন। আমাদের অনুসন্ধানের জন্য চারি দিকে চর ঘু'রছে!

রমেশ। তা' জানি। কিন্তু তা'রা কোন সন্ধানই এখনও পায় নি!

দেবেন। এ চক্রান্তের মূলচ্ছেদ ক'রতেই হবে!

রমেশ। আমার স্ত্রীর প্রতি যা'রা এরূপ অত্যাচার ক'রেছে, যা'রা চক্রান্ত ক'রে আমার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মনাশের চেষ্টা ক'রেছে, তা'দের যত দিন আমি প্রতিশোধ দিতে না পা'রছি, তত দিন আমি স্থির হ'তে পা'রছি না।

বিধু। তা' নিশ্চয়ই হ'বে। স্থির হ'ন রমেশ! ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মকে পরাজিত হ'তেই হ'বে! এখন চল, আমরা বাঙলায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

দেবেন। তোমরা যাও, আমার এই খানে একটু কায আছে, সে'রে যা'চ্ছি।

(বেদানার প্রবেশ)

বেদানা। আর কোথা যাব? পা আর চলে না—আর পারি না! এই পুকুর ধারে একটু বসি। আচ্ছা, এ জগৎটা কি? পাপের স্রোত এত প্রবল কেন? কেউ ভাল থা'কতে চা'ইলে সে পথে এত বাধা বিপত্তি কেন? মা বোন আমাকে বেজায় তাড়না সুরু ক'রলেন, যেন বেশ্যাবৃত্তি ছে'ড়ে দিয়ে আমি ঘোরতর মহা-পাতকের অনুষ্ঠান ক'রেছি! এ সমস্তও সহ্য হ'য়ে-ছিল, কিন্তু অরক্ষিত পুরীতে মাতালের অত্যাচার

আর সহ্য হ'ল না। মা' বোনের উৎসাহ পে'য়ে অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পে'তে লা'গল! কাযেই বাড়ী ছে'ড়ে বে'রিয়ে প'ড়লুম। কিন্তু এমনই কপাল, কোথাও আশ্রয় পে'লুম না! লোকালয় ত্যাগ ক'রে মাঠের দিকে এলুম! কিন্তু এখন যাই কোথা? একা স্ত্রীলোক এই মাঠের মাঝখানে কি রূপে রাত্রি যাপন ক'রব! কত দিন অনাহারে এ রকম ক'রে কাটা'ব! তা'র চেয়ে মরণই মঙ্গল! এ ঘৃণিত জীবনভার বহনে আর কোন প্রয়োজন নাই! কিন্তু কি উপায়ে জীবন ত্যাগ করি? ওই যে—ওই যে! পুকুরের কাল জল আমায় সাদরে আহ্বান ক'রছে! বেশ ঠাণ্ডা জল! আমার প্রাণের দারুণ জ্বালা, ওই শীতল সলিলে নির্ব্বাণ করি! ভগবন্! ভগবন্! এ পাপীয়সীকে শ্রীচরণোপান্তে স্থান দিও। (ঝম্পোদ্যতা)

(বেগে দেবেনের প্রবেশ ও বেদানার হস্তধারণ)

বেদানা। এ কে! আপনি! আপনি এখানে?

দেবেন। হ্যাঁ আমি, কিন্তু তুমি আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলে কেন মা'?

বেদানা। কেন? কি ব'লব কেন? খরস্রোতা তটিনীকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন সে অবিরামগতি প্রবাহিতা হ'য়ে, সাগরাভিমুখে ছু'টে যায়। সর্ব্বংসহা বসুমতীকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন সে অংশুমালীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে! দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, আমি স্মৃতির যে তীব্র তাড়না সহ্য ক'রছি, বিবেকের যে বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরিত হ'চ্ছি,

অনুতাপের যে অনন্ত তুষানলে দগ্ধীভূত হ'চ্ছি, সেই বিষম যাতনার উপশমের জন্য, বুঝি কোন অলক্ষ্য শক্তি আমায় আত্মনাশে প্রবৃত্ত ক'রিয়েছিল!

দেবেন। আত্মনাশে কা'রও অধিকার নেই ত, মা'! তুমি যে আত্মহত্যার ভীষণ মহাপাতক হ'তে পরিত্রাণ পে'লে এ জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে ধন্যবাদ প্রদান কর।

বেদানা। ধন্যবাদ দেব, কি অভিসম্পাৎ ক'রব—কিছুই বু'ঝতে পা'রছি না! আপনি কেন আমায় রক্ষা ক'রলেন? পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য আপনি ত আমায় ক্ষমা ক'রেছেন, তবে কেন আমার সর্ব্বনাশ ক'রলেন? এই দুঃসহ যাতনাব হাত হ'তে অব্যাহতি পা'বার জন্য, আমি ওই শীতল সলিলের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে এলুম, আপনি এসে কেন তা'তে অন্তরায় হ'লেন? বেশ্যা আমি—ঘৃণিতা আমি—পতিতা আমি—আমার এ জীবনে প্রয়োজন কি?

দেবেন। কি ব'ললে? জীবনের প্রয়োজন কি? তুমি কি মনে কর, সেই জগৎপাতা জগদীশ্বর তাঁ'র অংশভূত ক'রে, আমাদের এই নশ্বর দেহে অবিনশ্বর আত্মা প্রদান ক'রে, মিছামিছি একটা ছেলে খেলা ক'রতে আম'দের এই জগতে পা'ঠিয়েছেন? আমাদের পৈশাচিক বৃত্তিনিচয়ের চরিতার্থ সাধন করা, স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করা, কোম্পানির কাগজ এবং স্ত্রীর অলঙ্কার গঠন করা ব্যতীত, আর আমাদের জীবনে কি কোন কার্য্য,

কোন লক্ষ্য, কোন উদ্দেশ্য নেই ? তবে পশু হ'তে আমাদের প্রভেদ কি ? তবে শ্রীভগবানের আংশিক মূর্ত্তি নিয়ে, আমরা ক'রলেম কি ?

বেদানা। হে প্রহেলিকাময় স্বর্গীয় দূত! জানি না, তুমি দেব কি মানব; আমার অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন নয়নে কে তুমি জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত ক'রে দি'চ্ছ! নূতন! নূতন! এ দুনিয়াটাই যেন আমার চক্ষে একটা বিরাট নূতন আকার ধারণ ক'রছে! তোষামোদকারীর চাটুকারিতায়, লম্পটগণের স্তুতিবাদেই, আমি চির দিন অভ্যস্ত হ'য়েছি; এমন কথা ত' আমাকে কেউ কখন বলে নি! তুমি দেবই হও, আর মানবই হও, দয়া ক'রে ব'লে দাও, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

দেবেন। নিঃস্বার্থ পরোপকারই আমাদের জীবনের ঐশিক উদ্দেশ্য! ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি ক'রেছেন, বায়ু জল প্রদান ক'রেছেন, আহারীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঞ্চয় ক'রে রে'খেছেন! কেন ? কি আশায় ? কোন্ স্বার্থের প্রত্যাশায় ? বিধাতার এই নিঃস্বার্থ পরোপকার কি আমাদের শিক্ষণীয়, আমাদের অনুকরণীয় নয় ? ভগবানের অংশ স্বরূপ হ'য়ে, কেন না আমরা তাঁ'র প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন ক'রব! কেন না তাঁ'র নিঃস্বার্থ উপকারের ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ ক'রতে চেষ্টা ক'রব! কেন না সয়তানের প্রলোভন হ'তে বহু দূরে অবস্থান ক'রব!

বেদানা। সত্য কথা! এত দিন লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন

নিয়ে, প্রবৃত্তির ফেরে কেবল নরকের পথে ছু'টে গেছি। আজ থেকে গ্রহতারার ন্যায় নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ ক'রব। কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্মেতেই আজীবনার্জ্জিত পাপ-রাশি ধৌত ক'রব। হে মহাপুরুষ! হে শিক্ষাদাতা! হে গুরো, পিতঃ, ভ্রাতঃ, সন্তান! আমায় ব'লে দাও কি ক'রব? আছে—জীবনের প্রয়োজন আছে—উদ্দেশ্য আছে- কামনা আছে। জীবন কখনই বিফল নয়, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে প্রচার ক'রব! আমায় পথ দে'খিয়ে দাও—আমায় চালিত কর,- জ্ঞানের আলোক আমার তমসাচ্ছন্ন নয়নের সম্মুখে উজ্জ্বলিত ক'রে দাও! বল আমি কি ক'রব?

দেবেন। কি ক'রবে? পরের জন্য প্রাণটা ঢেলে দেবে! প্রাণ ত তোমার নয়, ভগবানের! তাঁ'রই কার্য্যে সে প্রাণ নিয়োজিত কর! জীবনে ত' অনেক পাপ ক'রেছ, প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রে আমোদ উপভোগের জন্য কি না ক'রেছ? কিন্তু সত্য কথা বল দেখি, কখনও কি যথার্থ আনন্দ লাভ ক'রেছ? কখন কি শান্তি পে'য়েছ? বেশী নয়, এক দিন একটি অনাথ আতুরের সেবা করে দেখ দেখি, প্রাণে যে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রবে, হৃদয়ে যে বিমল আনন্দ উপভোগ ক'রবে, মনে যে অদ্ভুত বল অনুভব ক'রবে, জীবনে তা' কখন পাও নি!

বেদানা। এখন আমি কোথা যা'ব?

দেবেন। কেন? তোমার গৃহে।

বেদানা। গৃহে আমি আর যা'ব না! সে সব কথা সময়ান্তরে ব'লব।

দেবেন। তবে নিকটেই আমার বাসা, সেই খানে চল।

বেদানা। আমি ঘৃণিতা, সেথায় কি আশ্রয় পাব?

দেবেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন পদার্থকে আমি ঘৃণা করি না! তুমি ত ভগবানের অংশ—শক্তিস্বরূপিণী রমণী! এস।

বেদানা। এই মাত্র আপনি ব'লেছেন, যে পরের জন্যে প্রাণ ঢে'লে দিতে হ'বে। যদি তা' না পা'রলুম, ত প্রাণে আমার প্রয়োজন? ভোগ লালসা যত দিন বলবতী থাকে, মায়ার বন্ধনে যত দিন মানুষ আবদ্ধ থাকে, তত দিন তা'র প্রাণের মায়াও বেশী হয়! আমার সে বন্ধন ছিন্ন হ'য়েছে, সে লালসা শুষ্ক হ'য়েছে! তবে আর কিসের ভয়! আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করে'ছেন, আপনি আমার চ'খ ফুটিয়ে দিয়েছেন, আপনি আমায় পথ দে'খিয়ে দিয়েছেন, এখন আমাকে চালিত করুন! হে গুরো! আমাকে ঘৃণা ক'রবেন না, এই আমার কাতর প্রার্থনা!

দেবেন। অদ্ভুত! আশ্চর্য্য! কি পরিবর্ত্তন! ভগবন্! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। এস ব্রতধারিণি! এস শুদ্ধচারিণি! এস মা জননি! তোমার পদার্পণে আমাদের শান্তিময় কুটীব পবিত্র ক'ববে এস!

তৃতীয় দৃশ্য

রাধিকার বৈঠকখানা

রাধিকা ও ভোলানাথ

রাধিকা। তাই ত ভোলা! আমি এত ভা'বছি কিন্তু অন্তরা ত কিছুতেই ভাঙ্গতে পা'রছি না! আসল রমেশ কে? সেই সন্ন্যাসী, না সেই রাত্রিতে হঠাৎ যে এ'সে প'ড়ল, সে?

ভোলা। আজ্ঞে, আমি বোকা হ'তে পারি, কিন্তু ডাক্তার সাহেবও কি বোকা? তিনি ত বার বার আপনাকে ব'লেছেন যে সন্ন্যাসীই প্রকৃত রমেশ! আপনার জামাই আর বিধেটা যা'কে সাজিয়ে নি'য়ে এ'সেছিল, সে একটা বহুরূপী মাত্র! রাত্রে বউ মা'র উপর অত্যাচার ক'রতে এ'সে যদি ধরা পড়ে, তা'ই এক বেটাকে ঐ রকম সা'জিয়ে এনেছিল!

রাধিকা। কিন্তু বউ মা' আর নূতন বউ বলে, যে তা' নয়। সন্ন্যাসী ভণ্ড, আর শেষের লোকই প্রকৃত রমেশ!

ভোলা। আজ্ঞে "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী"! মেয়ে মানুষের কথা আপনি কানেই তুলবেন না।

রাধিকা। যদি তা'ই হয়, ত রমেশ পলা'ল কেন?

ভোলা। পুলিসের ভয়ে।

রাধিকা। সে যদি প্রকৃত রমেশই হয়, তা' হ'লে তা'র ভয় কি?

ভোলা। আজ্ঞে, "দশচক্রে ভগবান—ভূত"! এই ভয়েই তিনি পলা'লেন!

রাধিকা। কিন্তু, এখন ত আর সে ভয় নেই, তবে সে লু'কিয়ে আছে কেন? আমি কত খোঁজ ক'রলেম, খবরের কাগজে Advertise ক'রলেম, কিন্তু কোন ফলই ত হ'ল না।

ভোলা। কোথা থেকে হ'বে বলুন। আপনার জামাই আর বিধেটা যে লে'গে আছে! আমার বিশ্বাস ও দু' বেটা কুমার বাহাদুরকে গুম্ ক'রে রে'খেছে!

রাধিকা। বলিস্ কি রে ভোলা! চারি দিক থেকে সব বেটা এক জোট হ'য়ে আমার পেছনে লা'গল!

ভোলা। লা'গলেই বা হুজুর! ও পিঁপড়ে বেটারা হাতির পেছনে লে'গে কি ক'রতে পারে? এই বার পায়ের চাপনে ম'রবেন আর কি।

রাধিকা। বেটাদের পালক গ'জিয়েছে, ভোলা, পালক গ'জিয়েছে! নইলে আমার সঙ্গে লা'গতে আসেন! এক বার আক্কেলটা বোঝ দেখি। জামাই হ'য়ে আমার মেয়ে মানুষ কে'ড়ে নেয়! আহা! ছুঁড়ী আমায় কত ভালই বা'সত!

ভোলা। (ক্রন্দনস্বরে) ওহোঃ হোঃ! সে কথা আর তু'লবেন না হুজুর, আমি মুচ্ছো যা'ব! আহা! অমন ভাল বাসা দেখি নি! (স্বগত) কি ঝাঁটাটাই হাঁকরালে বাবা! ভাল বাসার এক দম বান ডা'কিয়ে দিলে!

রাধিকা। এ সবও স'য়েছিলুম, ভোলা! কিন্তু শেষটা কি না সব বেটায় জোট বেঁধে আমায় অপমান!

ভোলা। অপমান ব'লে অপমান, একে বারে মাথা কাটা যা'চ্ছে!

রাধিকা। সত্যই মাথা কাটা যা'চ্ছে, এর প্রতিশোধ চাইই চাই! যা'রা আমার রমেশকে পর ক'রেছে, বা আমাকে প্রতারিত ক'রে জাল রমেশ সা'জিয়ে আমার জাত কুল ম'জাবার চেষ্টা ক'রেছে, তাদের উপর আমার প্রতিশোধ চাইই চাই!

ভোলা। ষোল আনা চাই! গায়ে যেন বিষের জ্বালা দিয়েছে হুজুর! আমি স্থির হ'তে পা'রছি না!

রাধিকা। এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মেয়ে মানুষকে নিয়ে নিজের কাছে রাখা!

ভোলা। এক বার আক্কেলটা দেখুন দেখি! চামেলি বেটি না ব'ললে আমরা ত জা'নতেই পা'রতুম না!

রাধিকা। আচ্ছা, চামেলি বেটি খুব প'ড়েছে, না?

ভোলা। বেজায় রকম হুজুর, বেজায় রকম; একে বারে হাড় গোড় ভে'ঙ্গে গেছে।

রাধিকা। আচ্ছা, দে'খতে বেদানার চেয়ে ভাল নয়?

ভোলা। আঃ, কিসে আর কিসে? বেদানা বেটি ত একটা শাঁকচুন্নি ছিল ব'ললেই হয়। তবে হুজুরের তখন বেজায় নেশা, কাযেই চে'পে যে'তে হ'য়েছিল, কিছু ব'লতে পারি নি!

রাধিকা। আচ্ছা, বয়েস কাঁচা—কি বলিস্?

ভোলা। দুগ্ধপোষ্যা বালিকা হুজুর দুগ্ধপোষ্যা বালিকা। যখন আপনার কাছে ব'সে আবদার ক'রে, তখন আমার

আপনার নাতনি ব'লে ভ্রম হয়! বেদানাটা ত একটা তের কেলে বুড়ি!

রাধিকা। ও সব কথা এখন থাক, এখন কি করে প্রতিশোধ লওয়া যায়, বল দেখি?

ভোলা। তাই ত হুজুর—তাই ত হুজুর! আমিও ত তা'ই ভা'বছি। কিন্তু কিছু ঠিক ক'রতে পা'রছি না। হ্যাঁ—এক কায ক'রলে হয় না? সব বেটার একে বারে হাতে মাথা কে'টে ফে'ললে হয় না?

রাধিকা। আমি যা' মতলব ক'রেছি, তা'তে সাপও ম'রবে, আর লাঠিও ভা'ঙ্গবে না!

ভোলা। বাঃ বাঃ কি বুদ্ধি! রায় বাহাদুরি বুদ্ধি! রাইল ইঞ্জিনিয়ারি বুদ্ধি!

রাধিকা। মতলবটা শুনবি ত কাণটা এগিয়ে নিয়ে আয়। (উভয়ে মৃদুস্বরে কথোপকথন) কেমন আমি সাফ্ তফাতে থা'কব, কি বলিস্?

ভোলা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

রাধিকা। আবার আজ্ঞে কি?

ভোলা। আজ্ঞে—কাযটা বড় শক্ত, একটু এদিক ও'দিক হ'লে একে বারে অগম জলে!

রাধিকা। তো বেটার কি এত দিন বাদে, প্রাণে ভয় এল না কি রে? কপাল গুণে তুইও যে মাটি হ'য়ে গেলি দে'খছি!

ভোলা। মাটি নয় হুজুর! সব দিক ভাল রূপ বিবেচনা ক'রে দেখুন। দিন কাল বড় শক্ত প'ড়েছে! আর বিধে বেটার ত্রিসীমায় যে'তে আমার প্রাণটা কেমন করে!

রাধিকা। আরে রেখে দে তোর প্রাণ! কে আছিস্?

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর!

রাধিকা। কেষ্টা লেঠেলকে এখনই আমার কাছে ডে'কে দে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

রাধিকা। এত দূর স্পর্দ্ধা! আমার সঙ্গে লাগা—আমায় অপমান করা! তুই বেটা কেষ্টার সঙ্গে গিয়ে তা'দের আড্ডাটা দে'খিয়ে দিবি।

ভোলা। আজ্ঞে—ভোলা আর কবে কোন্ কাযে পেছপাও বলুন! আমার আর উপায় কি? বলে,

"না যাইলে রাজা মারে যাইলে ভুজঙ্গ।
রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ"॥

(কেষ্টা লাঠিয়ালের প্রবেশ)

কেষ্টা। পেন্নাম হই কর্ত্তা মশাই, গোলাম হাজির!

রাধিকা। কেষ্টা, এক কায ক'রতে পা'রবি?

কেষ্টা। হুকুম করুন; কার ঘর জ্বা'লিয়ে দিতে হ'বে, কার বাড়ী লু'টতে হ'বে?

রাধিকা। না—না—তা' নয়, একটু শক্ত কায!

কেষ্টা। কার মাথা ফা'টাতে হ'বে? কা'র মেয়ে ছেলে বেই-জ্জৎ ক'রতে হ'বে?

রাধিকা। তুই যদি এ কায ক'রতে পারিস্, ত এক ছড়া গোট আর এক জোড়া বালা বকশিশ পা'বি।

কেষ্টা। যদি বাঘের চ'খ উপ'ড়ে আ'নতে হয়, কেষ্টা তা'তেও পেছপাও নয়!

রাধিকা। তোকে যদি কা'রও জান নিতে বলি?

কেষ্টা। এর আর বড কথা কি? জান নিয়ে ত আমরা ঘুঁটি খেলাই। এই লাঠির ঘায়ে যে হাজার হাজার মাথা গুঁড়ো হ'য়েচে, তা' কি তোমার অজানা কর্তা মশাই? তবে হুকুম দেনেওয়ালা চাই! এখনও কেষ্টার হাতের খেঁটে দু' শ' লোকেব মওড়া নিতে পারে!

রাধিকা। সাবাস বেটা। জিতা রহ! আমি হুকুম ক'রছি—
(মৃদুস্বরে আদেশ দান)

কেষ্টা। বহুৎআচ্ছা! এখনই দু'টো মাথা এনে আপনার পায়ের তলায় রা'খছি!

রাধিকা। না রে না—তোকে মাথা আ'নতে হ'বে না। দু'টোর মুখ বেঁধে উধাও ক'রে, অমাবস্যার রাত্রে হুলপিব মাঠে আ'নবি! আমি সেথায় থা'কব, যা' ক'রতে হয় পরে ক'রব।

কেষ্টা। বস্, হুকুম তামিল হ'য়ে গেছে ধ'রে রাখুন।

রাধিকা। দেখিস্, হুসিয়ার! আর এই নে, দু'টো টাকা নে, মদ খে'গে যা'। ভোলা বাবু তোকে তা'দের আড্ডাটা দে'খিয়ে দেবে এখন। এখন যা'।

কেষ্টা। যো হুকুম!

[প্রস্থান।

রাধিকা। রাধিকা মুকুয্যের সঙ্গে লাগার ফল, এই বার জগৎ প্রত্যক্ষ ক'রবে!

(হরেশের প্রবেশ)

হরেশ। Good Evening, Rai Bahadur!

রাধিকা। Good Evening, Doctor! বসুন—বসুন—দুনিয়ার খপর কি বলুন?

হরেণ। খপর আর ব'লব কি? আপনার জামাই খুব নাম কি'নছে, খোদ ম্যাজিষ্ট্রেটের পর্য্যন্ত টনক ন'ড়েছে!

রাধিকা। কি রকম—কি রকম?

হরেণ। এ'বার কি রকম মা'র অনুগ্রহের ঠেলা, তা দে'খছেন ত?

ভোলা। বেয়াদবি মাফ ক'রবেন হুজুর! একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রছি; মা'র অনুগ্রহ যদি এই হয়, তা' হ'লে তাঁ'র নিগ্রহটা কি, আমাকে বু'ঝিয়ে দিতে পারেন?

রাধিকা। থাম থাম্,—হ্যাঁ, এ বারের মত বসন্তের প্রাদুর্ভাব বহু কাল ত শুনি নি!

হরেণ। জানেন ত, Pox এর চিকিৎসা এক প্রকার নেই ব'ললেই হয়, ওই Quack বেটারাই যা' তা' করে!

রাধিকা। তা' বটে, কিন্তু সাহেবেরাও ত Pox হ'লে ওদেরই Treatment এ থাকে।

হরেণ। থা'কবে না ত কি? ডাক্তার কে দে'খবে? আত্মীয়েরাই কাছে ঘে'সে না! অমন Infectious Germ ত আর নেই!

রাধিকা। যা'ক্—তা'র পর কি বলুন।

হরেণ। দেবেন আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, গ্রামে গ্রামে বসন্তক্লিষ্ট রোগীদের Treatment ক'রছে, Without any compunction তা'দের সেবা ক'রছে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে তা'র হাতে রোগী প্রায় আরাম হ'চ্ছে!

ভোলা। জামাই বাবু আবার ডাক্তারী প'ড়লেন কবে ?

হরেণ। Civil Surgeonএর ত চক্ষু স্থির। এ ধারে বসন্তের কাছেও ঘেঁ'সতে পারেন না, অথচ Governmentএর কাছে Reportও দিতে হ'বে! কাযেই, আমাবই উপর যত কিছু তম্বি বে'ড়ে উ'ঠল! এমন সময় দেবেনের কাণ্ড দে'খে, তাকেই Encourage ক'রতে শুরু ক'রলে!

ভোলা। তা' জামাই বাবু ত মন্দ খেল খেলেন নি!

হরেণ। হাঁ্যা, এই সব Humbug গুলোর জ্বালায় আমাদেব Prestige যায় যায় হ'য়ে দাঁ'ড়িয়েছে! Magistrate নিজে দেবেনকে Thanks দিয়েছেন! শু'নলুম কমি-শনর শুদ্ধ না কি, তা'র সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উ'ঠেছেন!

রাধিকা। সে একাই কি এ কাযে লে'গেছে না কি ?

হরেণ। একাই এক রকম বটে, তবে সঙ্গে একটা ছুঁড়ি আছে; সেও না কি প্রাণের ভয় না রে'খে, অকাতরে রোগীদের সেবা ক'রছে! সে ছুঁড়ীটে বোধ হয় আপনার অপরিচিতা নয়! এখন তা'র নাম হ'য়েছে আনন্দময়ী!

রাধিকা। যা'ক, ও সব কথা ছে'ড়ে দিন!

ভোলা। ছিল "ভূতি," হ'ল "বেদানা" এখন কি না "আনন্দ-ময়ী"! তা'র পর কি দাঁড়া'বে, তা'র ঠিক কি!

হরেণ। ওঃ কি জাত বাবা! শেষটা কি না জামাইএর সঙ্গে ভি'ড়ে গেল!

রাধিকা। তা ও বেটার এই সমস্ত বিস্তে সাধ্যির কথা, সাহেবদের কাণে তু'লছেন না কেন ?

হরেণ। সময় মত বলা যা'বে। Well, I have got some important engagement; then Good-night!

[প্রস্থান।

রাধিকা। চ' ভোলা, আজ এক বার চামেলিকে দে'খে আসি।

ভোলা। আজ্ঞে, আমিও সেই কথাই ব'লতে যা'চ্ছিলুম্! চলুন তবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নিস্তারের কক্ষ

নিস্তার ও হরেণ

নিস্তার। দেখেন ডাক্তর বাবু, তুমি এলেম অয়লা নক; ভাল ক'রে বিবেচনাটি ক'রে লিন, কাযটি বড় সজা লয়!

হরেণ। আমি বেশ বিবেচনা ক'রেছি; তুমি একটি বার আমার সঙ্গে দেখা ক'রিয়ে দাও, আর আমি কিছু চাই নি।

নিস্তার। আপনকার আশীর্ব্বাদে, লিস্তার এ কায ঢের ক'রেছে, কিন্তু এ বড় শক্ত মেয়ে! এর ভাব গতিক আমি কিছু

বু'ঝতে না'রলুম। ভোলার নেহাত জেদ তা'ই, ন'ইলে আমার গাটি ঠাঁই ঠাঁই কাঁ'পতে লে'গেছে।

হরেণ। তোমার কিছু ভয় নেই।

নিস্তার। ভরসাও ত কিছু দে'খতে পাই নে গো। যদি আমাকে গুম্ খুন ক'রে ফেলে, ত মা'টি ব'লতে নাই, বাবাটি ব'লতে নাই! আমি নিস্তার, কখন কাকেও ভয় করি নাই, কিন্তু ওই মেয়েটিকে আমি বব ডরাই। কথা কি গো, যেন জাহাজী গরা, মুখে তুবড়ি ছু'টছে! আর চাউনি কি গো—

হরেণ। ও চাহনিতেই ত প্রাণ কে'ড়ে নিয়েছে, আমায় উন্মাদ ক'রেছে।

নিস্তার। উন্মাদ তখন হ'ও অখন, এখন কাযের কথাটি কও।

হরেণ। আচ্ছা—তুমি আমার কথা ক'ইলে কি ক'রে?

নিস্তার। ব'লেছি ত—ভাব বু'ঝতে না'রলুম। কখন তোমার কথা ক'ইলে মুখ টি'পে টি'পে হাসে, কখন কুম্ভীরের মত গাম্ভীর হ'য়ে থাকে, আবার কখন এমন চাউনিটি দেয়, যে আমার প্রাণটি শু'কিয়ে যায়; মনে হয়, যে ভোজ-পুরী বেটাদের লাগরা বুঝি পিঠে প'রল।

হরেণ। মাঝে মাঝে হে'সেছে ত? তবে আর কি—কেল্লা ফতে! মেয়ে মানুষ যদি হা'সলে, তবে আর ভাব-নাটা কি?

নিস্তার। না গো—এ সে হাসি নয়, সে হাসি নয়! এ কি যে সে মেয়ে মানুষ! হরমনি বা'জিয়ে গীত করে। আহা কি গীত গো!

হরেণ। আচ্ছা, রাধিকা বাবুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এ কথা ঠিক ত ?

নিস্তার। ভাসুর ভাদ্দর বউ গো—ভাসুর ভাদ্দর বউ! আমাদের ত একটা সোয়ামীতে মনই উ'ঠত না, এ কি মেয়ে তা' বু'ঝতে নারলুম ! আর কোন বেচালও ত দে'খতে পাই নাই! দিন রাত খালি বয়ে মুয়ে হ'য়ে আছে—বয়ে মুয়ে হ'য়ে আছে!

হরেণ। তবে আর কি, কোন ভাবনা নেই, এ বিধবারই সামিল! এখন তুমি যাও দেখি, চট্ পট্ ক'রে ডে'কে আন।

নিস্তার। অত তারা তারির কায লয় গো—তারা তারির কায লয়। আগে আমার টাকাটি সব দাও দেখি, আমি আমার পুঁটলি পাঁটলা সব বেঁধে রে'খেছি। একটু বেগতিক দে'খলেই আমি স'রে প'রব, আমার কাছে বাবু স্পষ্ট কথা!

হরেণ। এই নাও, দশ কেতা ক'রে বিশ কেতা নোট আছে, দু' শ' টাকা গ'নে নাও। কেমন হ'য়েছে ত ?

নিস্তার। হ্যাঁ—তা' হবেক নি! তোমরা বর নক্ক, গরীবকে কি ঠকা'তে পার ?

হরেণ। যাও—এখন ডে'কে নি'য়ে এস।

নিস্তার। আপনার যে আর তর্ সয় নি ডাক্তার বাবু!

হরেণ। ও কি—আবার দেরি কিসের ? টাকা কড়ি ভোলাকে এক দফা, তোমাকে এক দফা সব দিলুম—

নিস্তার। ভয় নেই গো—ভয় নেই, নিস্তারের ধর্ম্ম ভয় আছেক, নিস্তার তোমাকে ঠকা'বে না।

হরেণ। তা' ত বু'ঝছি ; তবে—

নিস্তার। কাযটি বড় সজা নয় গো—সজা নয়। শুধু ডা'কলে কি আর সে আমার ঘরকে আসবেক? তা'র ভিখিরী মিকিরীর উপর বর দয়া! ভিকিরীর নাম ক'রে ত'াকে ডে'কে নিয়ে আ'সব। ব'লব যে এক জন বর গরীব, সে নিজে তোমাকে কিছু ব'লতি চায়, আমাদের কাছে বলবেক নি, তবে সে নে'মে আমার ঘরকে আ'সবে।

হরেণ। রাত্রি কালে ভিখারী ব'ললে সন্দেহ ক'রবে না?

নিস্তার। সে ভার আমার গো—সে ভার আমার, তোমার নয়। এখন তুমি ভিখিরীর পষাক টষাক পর দেখি; চুল টুল তোলা সব রে'খে গে'ছে।

হরেণ। কই দাও। (ভিখারীর বেশ ধারণ)

নিস্তার। বেশটি হ'য়েছে, এখন আর ডাক্তার বাবু ব'লে চি'নবার যোটি নেই। বলে "প্রেমের দায়ে ভস্ম মে'খে, যগী সাজে কত নকে"। তা এখন চুপটি ক'রে ব'সে দুর্গা নাম জপ কর, আমি চ'ললুম; এখন তোমার কপাল, আর নিস্তারের হাত যশ।

[প্রস্থান।

হরেণ। আহা! কি রূপ—কি রূপ! যেমনি মুখ, তেমনি রঙ, তেমনি গঠন, আবার তেমনি jolly! একে যদি না পাই ত জীবন বৃথা! আশা ত করি, একে লেখা পড়া

শি'খেছে, তা'র বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই! আহা! অনাঘ্রাত কুসম! এ কুসম কি বুকে ধ'রতে পা'রব না? দেখি, ভগবান কি করেন?

(নিস্তার ও সুষমার প্রবেশ)

নিস্তার। এত ক'রে মুনসেকে ব'ললুম, যে কি ব'লবি বাপু আমাকে বল, তা. ব'ললেক নি! বেটা যেন লবাব সেরাজদৌলার লাতি! লে বাপু, ছোর দিদি এ'সেছেন, কি ব'লতি হয় বল।

হরেণ। তুমি বাইরে যাও, আমি এঁর কাছে গোপনে ব'লব।

নিস্তার। বাইরে যাবক কেনে? কে রে মুনসে, ঢঙ্ ক'রতে এ'সেছিস?

সুষমা। লোককে রূঢ় কথা ব'ল না! হয় ত এর দুঃখের এমন কোন কাহিনী থা'কতে পারে, যা' এ অপরের কাছে ব'লতে লজ্জা বোধ করে। তুমি বাইরে যাও, কিন্তু নিকটেই থে'ক, যেন ডা'কলে সাড়া পাই।

নিস্তার। (স্বগত) এখনও কিছু বু'ঝতে পারে নাই; যাই বাবা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছা'রল!

[প্রস্থান।

সুষমা। তোমার কি বক্তব্য বল?

হরেণ। আমি বড় দুঃখী, আমার প্রাণ যায়!

সুষমা। যদি তোমার এই মাত্র বক্তব্য হয়, তা' হ'লে শুদ্ধ ব'লে পাঠা'লেই হত, আমার সহিত সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন ছিল না।

হরেণ। আরও কথা আছে।

সুষমা। বল।

হরেণ। আপনার নামে এক খানা চিঠি আছে।

সুষমা। চিঠি! আমার নামে! কে দিলে?

হরেণ। আপনি প'ড়লেই বু'ঝতে পা'রবেন।

সুষমা। দাও। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ।) কে? হরেণ ডাক্তার! পাপিষ্ঠ! (পত্র ছিঁড়িয়া পদদলিত করিল)

হরেণ। যিনি পত্র দিয়াছেন, তাঁ'কে কি ব'লব?

সুষমা। পত্রের যা অবস্থা হ'ল, তাই যথাযথ ব'লবে। এখন তুমি যে'তে পার, এ রূপ পত্রের বাহককে আমি কোন সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত নই। (প্রস্থানোদ্যতা।)

হরেণ। (ভিখারী বেশ ত্যাগ করিয়া) দাঁড়াও, আর একটু দাঁড়াও! আর গোটা কতক কথা আমাকে কইতে দাও!

সুষমা। আমিও তা'ই ভে'বেছিলুম, প্রথমে কিছু বু'ঝতে পারি নি, কিন্তু তোমার ঘৃণিত পত্র পাঠ ক'রেই আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তোমার ছদ্মবেশ ভেদ ক'রেছে। যখন তুমি দিদিকে দে'খতে আ'সতে, তখন তোমার চাহনি তোমার কুমতলব প্রকাশ ক'রেছে! যখন তুমি মধ্যে আমার অসুখের সময় দে'খতে এসে আমার হাত টিপে ধর, তখন তোমার কুপ্রবৃত্তি বু'ঝতে পে'রেছি! যখন বামুন দিদি নানারূপ কুৎসিৎ কথা ক'য়ে, আমার মনে লালসা উৎপাদনের চেষ্টা ক'রত, তোমার রূপ গুণের সুখ্যাতিতে বিভোর হ'ত, তখন তুমি যে এ কার্য্যে তা'কে নিযুক্ত ক'রেছ, তা' আমি বেশ বু'ঝতে পে'রেছি! কিন্তু তুমি যে ছদ্মবেশে ভদ্রলোকের অন্দরের মধ্যে

প্রবেশ ক'রে আমাকে পাপ কথা ব'লতে সাহসী হ'বে, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবি নি!

হরেণ। সুষমা! সুষমা! আমি প্রাণের আবেগ চেপে রা'খতে পারি নি, তাই এই অসমসাহসিক কার্য্য ক'রেছি! এখন আমায় দয়া কর, আমার প্রাণ বাঁচাও!

সুষমা। তুমি ডাক্তার! তুমি মুমূর্ষুর জীবন দান কর, পীড়িতের যাতনার লাঘব কর, আর্ত্তকে রক্ষা কর! তোমার Profession কত দূর Sacred তা' জান? তুমি অবলীলাক্রমে ভদ্রলোকের অন্দরে প্রবেশ কর, অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীগণকে নিরীক্ষণ কর, অবাধে তা'দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা কর! সেই Profession এর Sanctity ভঙ্গ ক'রে, তুমি এই রকম Mean Advantage নাও? তোমার লজ্জা করে না? তুমি একটা Profession এর উপর, লোকের অশ্রদ্ধা উৎপাদন কর!

হরেণ। সুষমা! সুষমা! আমায় ক্ষমা কর, আমায় মার্জ্জনা কর! বল তুমি আমার হ'বে, আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত!

সুষমা। তুমি না বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বড়লোক! তুমি কুলকামিনীর সতীত্ব নাশের জন্য এ রূপ লালায়িত! তুমি জগতে মুখ দেখাও কি ক'রে! ভদ্রসন্তান ব'লে পরিচয় দাও কি ক'রে!

হরেণ। তোমায় না পে'লে আমি উন্মত্ত হ'ব, বনে চ'লে যাব, প্রাণ ত্যাগ ক'রব!

সুষমা। সচ্ছন্দে, কেউ ত তোমাকে ধ'রে রাখে নি! তুমি

ভে'বেছিলে, ছুঁড়িটা লেখা পড়া শি'খেছে, গান বাজনা শি'খেছে, বেশ ভূষা ক'রতে শি'খেছে, তবে আর যায় কোথা? নিজের কুৎসিৎ মন অনুসারেই জগৎটাকে ভে'বে নাও! স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শি'খলেই ব্যভি-চারিণী হ'বে, এ ধারণা তোমাদের ন্যায় পাপিষ্ঠেরই সম্ভব।

হরেণ। আমি মরি যে, সুষমা! তবু তোমার দয়া হ'বে না? তোমার প্রাণ কি পাষাণে গড়া?

সুষমা। ভে'বেছিলে বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী, এ কিস্তি মে'রে দেওয়া অতি সহজ! কিন্তু তুমি কি জান না, আমরা হিন্দুর মেয়ে—বাঙালীর মেয়ে! সতীত্বের Idea যে আমাদের Inborn, সে ত আমাদের শেখা'তে হয় না! সতীত্বটা আমাদের Merchandise নয়, কেনা বেচার জিনিস নয়! এ রত্ন অমূল্য, আমাদের ইহকাল পরকালের সম্বল, আমাদের স্বর্গের সোপান! Carnal Pleasureএর চেয়ে, হিন্দুর মেয়ে পরকালটা, Spiritual Happi-nessটা বেশী বুঝে, তা' কি তোমার মত মূর্খও জানে না?

হরেণ। সুষমা—সুষমা—

সুষমা। এঁরাই শিক্ষিত! এঁরাই ভদ্র! এঁরাই বড় লোক! আবার সকলের চেয়ে হাসির জিনিস, এঁরাই দেশের—সমাজের নেতা হ'তে চা'ন!

হরেণ। এই আমি তোমার পায়ে ধ'রছি—

সুষমা। খপরদার! অঙ্গস্পর্শ ক'র না! কি ভাবছ? নিস্তার

পা'লিয়েছে, দাসীরাও কেউ কাছে নেই, বল প্রকাশ ক'রবে? আমি যদি তোমার মত কাপুরুষকে গ্রাহ্য ক'রতেম, বা এত টুকু ভয় ক'রতেম, তা' হ'লে কি তোমার সঙ্গে দাঁ'ড়িয়ে এত ক্ষণ কথা কই! আমি কি চেঁচামেচি ক'রে একটা কেলেঙ্কারি ক'রতে পা'রতুম না, না দরোয়ান দিয়ে গ'নে তোমাকে দু' শ' ঘা জুতো মা'রতে পা'রতুম না! কিন্তু তোমার মত পৈশাচিক প্রবৃত্তির লোককে, আমি জুতো মা'রতেও ঘৃণা বোধ করি! এখনও এখানে দাঁড়িয়ে থা'কতে তোমার লজ্জা ক'রছে না? যাও!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর

(কৃত্রিম রমেশ)

রমেশ। আর পা চ'লে না, কোথায় যা'ব! কি ক'রে পুলিশের হাত থেকে অব্যাহতি পাব! আমার পে'ছনে ডিটেক-টিভ্ লে'গেছে, তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রছে! লোকালয়ের দিকে যে'তে পারি না, গে'লেই ধরা প'ড়ব! সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নেই! কি করি? বন জঙ্গলে, মাঠে ঘাটে ঘু'রে, অনাহারে কি ক'রে প্রাণ ধারণ করি? শরীর অবসন্ন হ'য়ে আ'সছে, সন্ধ্যাও নিকটবর্ত্তী, কোথায় আশ্রয় পাই! একটা জুচ্চুরি ক'রে পুলিসের ভয়ে বাড়ী থেকে বে'রিয়েছিলুম। তার পর সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী সে'জে, ক' বছর এক রকমে কে'টে গি'ছল! কি কুক্ষণেই ভোলা শালার সঙ্গে দেখা হ'ল। তার চেয়ে আমার ছ' মাস জেল খাটাও যে ভাল ছিল। কিন্তু এবার ত আর ছ' মাসে কু'লুচ্ছে না! এ যে মানুষ জাল। এ যে সমস্ত সম্পত্তি অপহরণের চেষ্টা! এ যে সতী সাধ্বীর ধর্ম্মনাশের আকিঞ্চন। চৌদ্দ বৎসর এণ্ডামান নিশ্চয়ই! কিন্তু অহঃরহ অনাহার—নিশি দিন বিভীষিকা

—বন্য পশুর ন্যায়, দিবালোককে ভয় করা—এই বা সই কেমন ক'রে! তা'র চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়! কিন্তু মুখে যতই বলি না কেন, ম'রতে চায় কে? নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর এ জগতে আর কি আছে? ন'ইলে পুত্রহারা জননী, পতিহীনা রমণী কি এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকত! এ জগতে প্রাণটাই সকলের চেয়ে বড! ও বাবা! ও কা'রা আসে! এখানেও লোক সমাগম! যাই, ঐ ঝোপটার ভেতর লুকিয়ে থাকি!

(বিধু, রমেশ ও দেবেনের প্রবেশ)

বিধু। আশ্চর্য্য! এত চেষ্টা ক'রেও সেই জোচ্চোরটাকে ধ'রতে পারা গেল না!

রমেশ। তা'কে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন! সেই হ'ল আমাদেব প্রধান সাক্ষী। তা'কে না পে'লে চক্রান্তকারীদের কা'কেও আইনের জালে ফে'লতে পা'রব না।

দেবেন। নিশ্চয়ই! কিন্তু আমার বিশ্বাস সে নিকটেই কোথাও লুক্কায়িত আছে! আমরা প্রত্যেক ষ্টেশনে লোক রে'খেছি, নিকটস্থ সমস্ত পল্লীতে আমাদের চর ঘুরছে, কয়েক জন বিচক্ষণ ডিটেকটিভ্ আমরা নিযুক্ত ক'রেছি! শীঘ্রই সে ধরা প'ড়বে, এ আমার দৃঢ় ধারণা!

বিধু। এই হাঙ্গামের জন্য আমার Ambulence ক'রে Join করা হ'ল না! যত দিন এ বিষয়ের একটা নিষ্পত্তি না হ'চ্ছে, যত দিন চক্রান্তের মূলচ্ছেদ না হ'চ্ছে, যত দিন পাপীদের সমুচিত দণ্ড প্রদান ক'রতে না পারা যা'চ্ছে, তত দিন কিছুতে স্থির হ'তে পা'রছি না!

রমেশ। আমিও শুধু সেই অপেক্ষায় আছি, এই জঘন্য চক্রান্ত-কারীদের রাজদ্বারে দণ্ডিত করা, আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য! ন'ইলে সহৃদয় Government আমাদের যে সুযোগ প্রদান ক'রেছেন, সর্ব্বাগ্রে আমি তা'র Advantage নি'তাম, আমি Bengali Regimentএ ভর্ত্তি হ'তাম।

দেবেন। বাঙ্গালী চির দিন কাপুরুষ ব'লে পরিচিত। বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য, ভীরুতা ও কাপুরুষতার গাথা, বিদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় সমস্ত জাতীর মধ্যে কিম্বদন্তীর ন্যায় প্রচলিত। সে ধারণা নির্ম্মূল ক'রবার এমন উত্তম সুযোগ, বাঙ্গালী আর কখন পা'বে না। পাপীদের দণ্ড তোমরা দাও, মকদ্দমার তদ্বির তোমরা কর। বসন্তের প্রাদুর্ভাব অনেক ক'মে এ'সেছে, এই বার অনতিবিলম্বে আমি সৈনিক শ্রেণীতে যোগদান ক'রব।

রমেশ। যুবক মাত্রেরই যে কর্ত্তব্য তা'ই, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের গভর্ণমেণ্টের তুল্য গভর্ণমেণ্ট, পৃথিবীতে বিজীত জাতির মধ্যে আর কোথায় আছে? ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী অত্যাচারী, অভদ্র বা রূঢ় হ'তে পারেন, কিন্তু এরূপ Perfect System of Government যে পৃথিবীতে বিরল, তা' আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রব!

দেবেন। সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? আমরা স্বরাজ, স্বদেশ স্বাধীনতা ব'লে Lecture দিতে পারি, কিন্তু আজ যদি ইংরাজ, "তোমরা স্বরাজ কর" ব'লে ভারতবর্ষ ছে'ড়ে চ'লে যান, তা' হ'লে রাম কি শ্যাম, গদা কি মাধা,

হনুমান সিং কি লচমন সিং, রহিম খাঁ কি করিম খাঁ এই সব নেতাদের ভিতর কে সম্রাট্ হ'বে এই নিয়ে একটা হাতাহাতি লাগে কি না? আর সে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'বার পূর্ব্বেই মেছোবাজারের গুণ্ডারা সব লুটে পুটে আমাদের বেইজ্জৎ করে কি না? আমরা এমনই দুর্ব্বল, এমনই পরমুখাপেক্ষী, এমনই আত্মরক্ষাহীন, এমনই স্বাবলম্বনশূন্য হ'য়ে দাঁ'ড়িয়েছি, যে ইংরাজ ব্যতিত আমাদের গতি নাই!

বিধু। সেই জন্যই আমি বাঙ্গালী সৈন্য সম্প্রদায় গঠন ক'রেছি। বাঙ্গালীর ন্যায় বুদ্ধি, বাঙ্গালীর ন্যায় কষ্টসহিষ্ণুতা, বাঙ্গালীর ন্যায় শ্রমলিপ্সা, ভারতের যে অন্য কোন জাতীব নাই, তা' আমি প্রমাণ ক'রব! এই বাঙ্গালীব শিক্ষিত, ভদ্রবংশীয়, সাধারণ সৈন্যসম্প্রদায়, তিন মাসের Trainingএ যে শিক্ষা লাভ ক'রবে, যে কার্য্যতৎপরতা দেখা'বে—ভারতের অন্যান্য সৈনিক জাতি, তা' দে'খে স্তম্ভিত হ'য়ে যা'বে! বাঙ্গালীর চিরদিনের কলঙ্ক লুপ্ত হ'বে! বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালী, সাহসে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, আবার ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রবে!

দেবেন। নিশ্চয়ই! সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ বু'ঝেছিল, যে বাঙ্গালীর ন্যায় বন্ধু, বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভক্ত, এ জগতে নাই! আবার এই দুর্দ্দিনে ইংরাজ বু'ঝবে, যে বাঙ্গালীর ন্যায় বুদ্ধিমান, বাঙ্গালীর ন্যায় ইংরাজ পক্ষপাতী, বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভক্ত জগতে বিরল! বাঙ্গালী আবদারে ছেলের মত Governmentএর কাছে ঔদ্ধত্য

প্রকাশ ক'রতে পারে, কিন্তু পিতৃবিরোধী সন্তানও পিতার অপমান প্রত্যক্ষ ক'রতে পারে না—পিতৃ শত্রুর প্রতি জিঘাংসা সাধনে পশ্চাৎপদ হয় না! হিন্দু—রাজাকে যে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে, ইংরাজ এখন তা' প্রাণে প্রাণে বু'ঝতে পা'রবে!

রমেশ। ইংরাজের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ যে এক সূত্রে গ্রথিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার একটা কথা আছে; এই যে এখন উৎসাহ ক'রে, Respectable Familyর ছেলেরা Ordinary সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হ'চ্ছেন—এটা শুধু উৎসাহের জন্য, জেদের জন্য, বাঙ্গালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক ঘুচা'বার জন্য!

বিধু। কিন্তু এর পর, কোম্পানি যদি আমাদের বাগ্দী, নমঃশুদ্র, ডোম, পোদ প্রভৃতি ইতর জাতীয় লাঠিয়াল classএর মধ্য হ'তে সৈন্য সংগ্রহ করেন, এবং Educated Respectable বাঙ্গালী যুবকগণকে Commission প্রদান করেন, তা' হ'লে শুধু এই বাঙ্গালী Regiment নয়—এই বাঙ্গালী Army, এক দিন ইংরাজের পার্শ্বে দাঁ'ড়িয়ে, ইংরাজের শত্রু হনন ক'রে যে জয়শ্রী লাভ ক'রবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই!

রমেশ। ভাই! ভাই! তোমার কথাই যেন সত্য হয়!

বিধু। ঐ দেখ রমেশ, আমি যে এক দল Bengali Regiment Form ক'রেছি, তা'রা আমাদের নিকট বিদায় নি'তে অ'াসছে!

(বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের প্রবেশ)

গীত

নিশার স্বপন হইল সফল, (গেল) পুলকে পরাণ ভরিয়া,
গৌরব রবি বাঙলা গগনে, উঠিছে দেখ ভাতিয়া।
গাও সবে গাও সম্রাটের জয়, কুসুমাঞ্জলি স'পিয়া॥
আশীষ বরষে বিধাতা হরষে,
মৃত্যু ভ্রূকুটী নাহি পরকাশে,
অসীম উল্লাসে মনের হরষে, দেখ সবে যায় চলিয়া।
কে আছ বাঙালী এস না ছুটিয়ে, লহ প্রাণভরে হাসিয়া॥
আমরা বাঙালী চির কলঙ্কিত,
আমরা বাঙ্গালী ভীরুতা লাঞ্ছিত ,
কে জানিত কবে যাইবে সমরে, জয় জয় রব করিয়া।
পিতৃ পুরুষ আশীষ করিতে, আসিছে মরতে নামিয়া॥
ভীরু অপবাদ ফেলিব মু'ছিয়ে,
মসি ছাড়ি অসি ল'য়েছি তুলিয়ে,
আসিব ফিরিয়ে অমর হইয়ে, সমর সবে জিনিয়া।
স্নেহ ভরে রাজা আদর করিয়ে, লইবে বুকে টানিয়া॥

বিধু। বন্ধুগণ! ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন! আজ বাঙ্গালীর বহু দিনের আশা পূর্ণ হ'য়েছে, আজ বাঙ্গালীর বহু দিনের সাধনা সিদ্ধ হ'য়েছে, বাঙ্গালীর নিশার স্বপন আজ সত্যে পরিণত হ'য়েছে! বাঙ্গালি যে মসি ত্যাগ ক'রে অসি ধারণ ক'রবে, এ কথা কে কবে বিশ্বাস ক'রেছিল! প্রতাপাদিত্য, রাজা গণেশ, মোহনলাল, কালাপাহাড় এখন কিম্বদন্তীতে পর্য্যবসিত হ'য়েছে! এই যে—সে দিন সুদূর মহাসাগর পারে, আমে-

রিকায় রাষ্ট্রবিপ্লব দমন করতঃ শান্তিরাজ্য স্থাপন ক'রে, বাঙ্গালী সুরেশ বিশ্বাস, শৌর্য্যবীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তায় সমস্ত সভ্য জগৎকে স্তম্ভিত করেছিলেন, সে কথা ক' জন বাঙ্গালী জানে! আমরা ভীরু, আমবা কাপুরুষ, আমরা দুর্ব্বল, এই ত' আমাদের সাধারণ আখ্যা! এখনও যে বাঙ্গালী রমণী হা'সতে হা'সতে আগুণে পু'ড়ে মরে, এখনও যে বাঙ্গালী জাতি মৃত্যু নিশ্চিৎ জে'নে সজ্ঞানে গঙ্গা যাত্রা করে, সে জাতি যে ভীরু নয়, সে জাতি যে কাপুরুষ নয়, তোমরা তা' প্রমাণ ক'রিয়ে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আধুনিক ইতিহাসে একটা জলন্ত সত্য স্থাপন কর। বংশধরগণ তোমাদের যশোগান ক'রবে, ইতিহাস তোমাদের কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত ক'রবে, পিতৃমাতৃকুল আশীষ বর্ষণ ক'রবে, দেবতারা তোমাদের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি ক'রবে!

দেবেন। আজ জগৎ জানুক, বাঙ্গালী একটা জাতি। বাঙ্গালী একটা মানুষ! বাঙ্গালী শুধু বুদ্ধিজিবী নয়, রাজভক্তির সহিত, বাহুতেও তা'রা বল ধারণ করে। পশুশক্তিই শক্তি নয়, মস্তিষ্ক ও দেহের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাই প্রকৃত শক্তি। শিক্ষা, সংযম, ও সাধনাই প্রকৃত শক্তি।

রমেশ। বীরগণ! আশা করি শীঘ্রই আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটা নূতন পৃষ্ঠা সংযোজিত ক'রব।

[বাঙ্গালী সৈনিকগণের প্রস্থান।

রমেশ। ভাই! ভাই! এ দৃশ্য দে'খে প্রাণ জু'ড়িয়ে গেল! কবে আমরা এই সমস্ত হন্দাম মি'টিয়ে সৈন্য শ্রেণীতে যোগদান ক'রতে পা'রব?

দেবেন। আমার বিশ্বাস, আমাদের সে আশা অচিরেই পূর্ণ হ'বে!

বিধু। চল এখন আমরা বাঙ্গালায় ফিরে যাই।

দেবেন। তোমরা যাও, আমার মা' জননী রোগীদের সেবা ক'রে এখনও ফেরেন নি, আমি একটু এগিয়ে দেখি।

(সকলের প্রস্থান ও কৃত্রিম রমেশের প্রবেশ)

কৃ-রমেশ। এরা ত দে'খছি দেবতা! আমি এদেরই সর্ব্বনাশ ক'রতে এ'সেছিলুম! ধিক্—আমায় শত ধিক্। নরকেও আমার স্থান নেই! ওরা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পে'ত, যে আমি এত নিকটে আছি, তা' হ'লে আমার দশা কি হ'ত? ওঃ বাবা! আবার কে আসে রে!

(পুনরায় ঝোপের ভিতর লুক্কায়িত হইল, দেবেন ও বেদানার প্রবেশ)

বেদানা। আপনি আবার কেন অতটা কষ্ট ক'রে এগিয়ে গেলেন?

দেবেন। সন্ধ্যা অনেক ক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গে'ছে, তবুও তুমি এলে না, তা'ই একটা ভাবনা হ'ল।

(নেপথ্যে) বাবারে! গেছিরে!

দেবেন। একি! এ যে আর্ত্তের কণ্ঠস্বর!

(কৃত্রিম রমেশের বেগে প্রবেশ)

কৃ-রমেশ। গে'ছি, গে'ছি—একে বারে গে'ছি! এত দিনে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল!

দেবেন। কে তুমি? তোমার কি হ'য়েছে?

কৃ-রমেশ। আমাকে সাপে কাম'ড়েছে—কাল্ কেউটে! আর রক্ষা নেই!

বেদানা। সে কি!

(দেবেন পকেট হইতে রজ্জু লইয়া কৃত্রিম রমেশের পদবন্ধন করিল)

কৃ-রমেশ। কি করেন? কি করেন? আমি মহাপাপী, আমায় ম'রতে দিন! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে দিন!

দেবেন। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত! যেন কোথাও শু'নেছি! কে তুমি?

কৃ-রমেশ। কে আমি? আমি আপনাদের শত্রু, মহাশত্রু; আমায় বাঁচা'বার চেষ্টা ক'রবেন না, আমায় ম'রতে দিন—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে দিন!

(দেবেন Electric Lamp জ্বালিল।)

দেবেন। এ কি! রমেশ!

কৃ-রমেশ। না, আমি রমেশ নই, আমি জাল রমেশ! আমিই সেই জোচ্চোর।

বেদানা। কি ক'রছেন দেবেন বাবু! বৃথা বাক্যব্যয়ে কাল হরণ ক'রছেন কেন? এ ব্যক্তিকে যদি বাঁচা'বার উপায় থাকে, তা' শীঘ্র করুন।

দেবেন। এখন এক মাত্র উপায় এই, যে ক্ষতস্থান হ'তে মুখে চু'ষে বিষ বার ক'রে নিতে হ'বে!

ক-রমেশ। ঈশ্বর! তোমায় কখন ডাকি নি প্রভু! আজ এই অন্তিম কালে কাতর হ'য়ে ডা'কছি; আমায় ক্ষমা কর দয়াময়! (ঢলিয়া পড়িল)

দেবেন। তুমি আলোটা ধর দেখি, বিলম্ব ক'রবার অবসর নেই।

বেদানা। আমি চু'ষে নি'চ্ছি।

দেবেন। না, না, তা' হ'তে পারে না, এ বড় বিপজ্জনক কার্য্য! যদি দাঁত পানসে হয়, কোন প্রকারে রক্তের সহিত যদি বিন্দুমাত্র বিষও মিশ্রিত হয়, মৃত্যু নিশ্চিৎ!

বেদানা। বিপজ্জনক কার্য্য ব'লে, তা'তে প্রবৃত্ত হ'ব না! মৃত্যু সম্ভবপর ব'লে একটা লোকের জীবন দানে চেষ্টা ক'রব না! এত কাল আপনার সঙ্গে ঘুরে কি এই শিক্ষা লাভ ক'রলুম? আপনার জননী হ'য়ে, আপনার শিষ্যা হ'য়ে, আপনার আশ্রিতা হ'য়ে, এত কাল আপনার সঙ্গে মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে ফি'রে, আজ আমি মৃত্যুকে ভয় ক'রব! সেই ভয়ে আপনাকে নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখে প্রেরণ ক'রব! আপনার জীবন অপেক্ষা কি আমার জীবন মূল্যবান? আর আমাকে বাধা দিবেন না, বিলম্বে কার্য্যহানি হ'বে!

(সর্পদষ্ট স্থানে মুখ প্রদান)

দেবেন। আর বিষ নেই, এই দেখ ভাল হ'য়েছে!

ক-রমেশ। আমি কোথায়?

দেবেন। ভয় নেই, তুমি আরাম হ'য়েছ।

কু-রমেশ। আমায় মে'রে ফেলুন—আমায় মে'রে ফেলুন! সাপকে যেমন ক'রে মারেন, সেই রূপ নির্দ্দয় ভাবে মে'রে ফেলুন! দয়া ক'রবেন না—দয়া ক'রবেন না! আমায় শীঘ্র হত্যা করুন!

দেবেন। তুমি পাগলের মত কি ব'কছ?

কু-রমেশ। আমি পাগল নই, আমি সাপেরও অধম! সাপের মত বিনা দোষে আপনাদের সকলকে কাম'ড়েছি, আপনাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছি! ভগবান আমাকে প্রতিফল দি'য়েছেন! আপনারা কেন আমাকে বাঁচা'লেন? হত্যা করুন, হত্যা করুন!

দেবেন। তুমি কেন এত ভা'বছ ভাই! তুমি কি মনে কর, যে সব তুমি ক'রেছ? মনের কোনেও ঠাঁই দিও না! তোমার উপরে এক জন আছেন জান? এ সব তাঁ'র কায! তুমি শুদ্ধ নিমিত্ত মাত্র!

কু-রমেশ! কি মহানুভবতা! কি উচ্চ হৃদয়! আপনারা কি দেবতা? মোহের ছলনায় এই সব দেবতাদের সর্ব্বনাশ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলুম! মরি আর বাঁচি, জেলেই যাই আর দ্বীপান্তরেই যাই, আমি সব সত্য ব'লব, কিছু লুকা'ব না! ভোলা, হরেণ ডাক্তার, আর নিস্তার এই চক্রান্তের নায়ক নায়িকা! জয় ভগবন্! হৃদয়ে বল দাও। আমায় যা' ক'রতে ব'লবেন, আমি ক'রব! আমি এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ক'রব!

দেবেন। একি! তুমি হঠাৎ ব'সে প'ড়লে যে? অমন ক'রছ কেন?

বেদানা। আমার শরীর কেমন ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে, চ'খে ধোঁয়া দে'খছি!

দেবেন। সর্ব্বনাশ! তুমি যে নীল হ'য়ে গেছ! কেন তখন আমার কথা শু'নলে না? কেন এ সর্ব্বনাশ ক'রলে? (বেদানার মস্তক ক্রোড়ে ধারণ।)

বেদানা। এর আর সর্ব্বনাশ কি? এক জনের জীবন দান ক'রে, আমি যে ম'রতে পা'রলেম, এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমার কি হ'তে পারে?

কু-রমেশ। ব'লতে পারেন, আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি? আমি স্ত্রী হত্যা ক'রলেম!

বেদানা। তোমার অপরাধ কি সবই আমার সাধনার ফল! আপনি একটু পায়ের ধূলা দিন। এক বার ভগবানের নাম করুন, আমার আর অধিক বিলম্ব নেই!

দেবেন। নারায়ণ! নারায়ণ!! সব শেষ হ'য়ে গে'ছে! যাও পুণ্যবতি! জ্যোতিস্নাতা হ'য়ে স্বর্গের সুরভি গায়ে মে'খে, অমরধামে পরমানন্দ ভোগ কর!

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

জনৈক ভিখারী

গীত

দুনিয়াটা আজব কারখানা।
কোন্ প্রাণী কি ভাবে ফে'রে, যায় না ত জানা॥
কেউ গুমোর করেন বুদ্ধির বড়, কারুর টাকার গরম,
কারুর বড়াই বিদ্যে নিয়ে, কেউ নয় ত নরম।
কেউ রূপের মোহে মত্ত হ'য়ে, ধরা দেখেন সরা খানা॥
ভক্ত বিটেল সে'জে কেউ বা, করেন হরি হরি,
কেউ ভারত মাতার জন্যে কেঁদে, আমুরি ঝুমুরি।
ঢে'কে ঢুকে পাপ করেন সব, ঠিক শশকের মুখ লুকানা॥
আছে এক বেটা দুনিয়ার মালিক, তার নজর বড় সাফ্।
ভুল ধ'রে সে করে বিচার, কিছু থাকে না ক মাপ্।
অল্প জলে পুঁটির খেলা, কেউ দে'খেও দেখ না,
ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে, জেনেও কেন তাও জান না॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর মধ্যস্থ বাঙ্গালার সম্মুখ

রমেশ ও সুষমা

রমেশ। কি ক'রে এলে ছোট মা' !

সুষমা। কর্ত্তা আজ বিকেল বেলা কোথায় গে'ছেন, ফি'রতে অনেক রাত হ'বে। অনেক দিন তোমায় দেখি নি; বিলাসপুরে রাধামাধবের আরতি দে'খব ব'লে, বউ মা'কে নি'য়ে সন্ধ্যার আগেই বে'রিয়ে এ'সেছি। পাল্কি বেহারা মাঠের ওই ধারে যেমন রে'খে আসি, তেমনি এসেছি।

রমেশ। ছোট মা' ! এ রকম ক'রে এখানে বেশী আসা তোমার কর্ত্তব্য নয়। আমার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান চ'লেছে জান ত ?

সুষমা। তা' জানি, কিন্তু বেশী আসি কই ? তোমায় না দে'খে বউ মা' যে কত কাতর হন, তা' ত বু'ঝতে পা'রছ বাবা ?

রমেশ। তা' সত্য, কিন্তু তোমরা ও রকম ক'রে এ'লে আমার লুক্কায়িত স্থান প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়বেই; তা' হ'লেই আমাকে বাটী ফি'রে যে'তে হ'বে। আমার পিতাকে ত তুমি জান মা ! আমি লুক্কায়িত ছিলাম ব'লে, পিতা আমার উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হ'বেন, আর যা'রা আমাকে আশ্রয় দান ক'রে রে'খেছে, তা'দের অনিষ্ট না ক'রে জল গ্রহণ ক'রবেন না।

সুষমা। তা' ঠিক।

রমেশ। আমার লুক্কায়িত থাকার প্রধান কারণ, ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ভেদ করা ও তা'দের দণ্ডিত করা! যা'রা আমার পিতাকে মোহপাশে আচ্ছন্ন ক'রে সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা ক'রেছে, তা'দের উপর যত দিন না প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রতে পা'রছি, তত দিন আমি কিছুতেই শান্তি লাভ ক'রতে পা'রছি না। বাটীতে থা'কলে সে চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আমার মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হ'বে না; চক্রান্তকারীরা প্রতিপদে বাধা প্রদান ক'রবে।

সুষমা। কিন্তু বৎস! আমার বিশ্বাস যে তুমি বাটীতে থা'কলে, আমার হৃদয়ের বল দ্বিগুণ হয়! আমি একা সবার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'য়ে মাত্র ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছি, কখন জয় লাভ ক'রতে পারি নি। কিন্তু যদি আমি তোমার সহায়তা লাভ ক'রতে পারি, তা' হ'লে ঘটনা স্রোত পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়, এ বিশ্বাস আমার আছে।

রমেশ। মা'! তোমার মত বুদ্ধি, তোমার মত মনের বল, তোমার মত অকুতোসাহস যে বাঙ্গালীর মেয়ের হয়, তা' আমার ধারণা ছিল না! সত্য কথা ব'লতে কি, দেশে এ'সে যখন শু'নলুম যে বাবা আমার বিবাহ ক'রে আমার মাতৃহত্যা ক'রেছেন, তখন তোমার প্রতি আমার বিজাতীয় ঘৃণা জন্মেছিল! বিধু ও দেবেনের মুখে তোমার প্রশংসাবাদ শু'নে আমার তা'দেরও উপর বিরক্তি জ'ন্মেছিল! কিন্তু মা', এক দিন তোমায় দে'খে,

পাঁচ মিনিট তোমার কথা শুনে, আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হ'য়েছে! এখন বু'ঝতে পে'রেছি, মা' আমার মরেন নি, নূতন আকার ধারণ ক'রে, অভিনব মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে, আমার সেই মা' অধিকতর স্নেহের পীযুষ-ধারা নি'য়ে, আবার ফি'রে এ'সেছেন!

সুষমা। ছিঃ! ও সব কথা আমায় শু'নতে নেই!

রমেশ। যে দিন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তোমার মত বুদ্ধিমতী, তোমার মত বিদূষী, তোমার মত কর্ত্তব্যজ্ঞাননিষ্ঠ রমণী বিরাজ ক'রবে, সে দিন বাঙ্গালী নবজীবন লাভ ক'রে, জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রবে!

সুষমা। ও সব কথা ছে'ড়ে দাও। বউ মা' কোথায় গেলেন?

রমেশ। তা'র আর কি কায, সে রান্না বান্নার তদারক ক'রতে গে'ছে।

সুষমা। দেখ দেখি রমেশ! বউ মা'র কর্ত্তব্যজ্ঞান কত প্রবল!

রমেশ। সে কর্ত্তব্যজ্ঞান তা'কে কে শিক্ষা দিয়েছে মা', তা' কি আমি বু'ঝতে পা'রছি না! তুমি যে তা'কে স্বীয় আদর্শে অনুপ্রাণীত ক'রেছ, তা' কি আমার বু'ঝতে বাকি আছে?

সুষমা। ও কি কথা ব'লছ রমেশ! পতিসেবা, পতিভক্তি, কি বাঙ্গালীর মেয়েকে শে'খাতে হয়? এটা যে তাদের মজ্জাগত, এটা যে তাদের জন্মান্তরীণ সংস্কার, তা' কি তুমি জান না? বাঙ্গালীর মেযে পতিপুত্রের সেবা যত্ন ক'রে প্রাণে যে বিমল আনন্দ উপভোগ করে, পতিব

উচ্ছিষ্টাবশেষ ভোজনে যে স্বর্গের অমৃতাস্বাদনের তৃপ্তি লাভ করে, তা' কি তোমার অজ্ঞাত ?

রমেশ। চল মা', রাত হ'য়ে গেল, আমরা বাংলার ভেতর যাই ; তোমরাও আর কিছু পরে বাটী প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ কর।

সুষমা। ও কি ! চোরের মত এই অন্ধকারে কা'রা ও'রা এ দিকে আসছে ?

রমেশ। বোধ হয়, তোমাদের সঙ্গের লোক জন, বা পাল্কির বেহারা টেয়ারা হ'বে।

সুষমা। আমার তা' বোধ হ'চ্ছে না। আমার আদেশ অবহেলা ক'রে, তা'রা আমাদের খুঁজতে আ'সবে না। চল, শীঘ্র আমরা বাংলার ভেতর যাই।

রমেশ। তোমার ভয় কি মা ! আমি ওদের জিজ্ঞাসা ক'রছি। কে তোমরা ?

(কেষ্টা ও অন্যান্য লাঠিয়ালের প্রবেশ)

কেষ্টা। তোমাদের যম। এই শী'গ্‌গির দু'টোর মুখ বেঁধে ফেল।

সুষমা। (চীৎকার করিয়া) কে কোথায় আছ, রক্ষা কর !

(লাঠিয়ালগণ দু'জনের মুখ বাঁধিয়া ফেলিল)

(বিধুর প্রবেশ)

বিধু। ভয় নেই ! ভয় নেই ! কে তোরা দুরাচার ?

(কেষ্টার বিধুকে লাঠি প্রহার ও বিধুর পতন)

কেষ্টা। নে, শীগ্‌গির উধাও ক'রে দু'টোকে হলপির মাঠে নিয়ে চল।

[রমেশ ও সুষমাকে লইয়া লাঠিয়ালগণের প্রস্থান।

(বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। কি সর্ব্বনাশ হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল !

(দেবেনের প্রবেশ)

দেবেন। কি হ'য়েছে ? কি হ'য়েছে ? একি। বউ' দি'! তুমি কখন এলে ?

বিরজা। সে কথা ব'লবার সময় নেই, আমি রান্না ঘরে ছিলুম, হঠাৎ ছোট মা'র একটা বিকট আর্ত্তনাদ শু'নতে পে'লুম, দৌ'ড়ে এ'সে দেখি, কেউ কোথাও নেই !

দেবেন। এ কি ! বিধু যে এখানে প'ড়ে ! শীঘ্র জল আন।

[বিরজার প্রস্থান।

দেবেন। বিধু ! বিধু !

বিধু। এঁ্যা—আমি কোথায় ? কে ! দেবেন ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে দেবেন ! রমেশ ও ছোট মা'কে জন কতক দস্যু ধ'রে নি'য়ে গে'ছে ! আমি বাধা দিতে এ'সে আহত হ'য়েছি ! আর সময় নেই, বউ মা'কে বাটী পা'ঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রে, এখনই তা'দের অনুসন্ধানে যাই চল !

দেবেন। রমেশ'কে ধ'রে নি'য়ে গে'ছে ! ছোট মা'কে ধ'রে নি'য়ে গে'ছে ?

বিরজা। ভগবন্ ! কি হ'ল !

দেবেন। বউ দি' ! এ শোকের সময় নয়, কাতর হ'বার অবসর তোমার নেই ! শীঘ্র একটা চা'কর সঙ্গে নি'য়ে, পাল্কি ক'রে বাড়ী ফি'রে যাও। আমাদের মুহূর্ত্ত অবকাশ নেই ! আমরা রমেশ ও ছোট মা'র সন্ধানে চ'ললুম।

চতুর্থ দৃশ্য

হুলপির মাঠ

রাধিকা

রাধিকা। কেষ্টা বেটা এখনও এল না কেন? আমি যে আর স্থির হ'তে পা'রছি না, মনের আবেগ আর যে চে'পে রা'খতে পা'রছি না! জামাই হ'য়ে পদে পদে আমাকেই অপমান করা! মুখের উপর অপমান ক'রেছিস—তা' স'য়েছি, আমার ভালবাসার মেয়ে মানুষ কে'ড়ে নি'য়ে নিজের কাছে রে'খেছিস—তা' স'য়েছি, আমারি বউ মা'র প্রতি অত্যাচার ক'রতে এ'সে আমার ছেলেকে বাড়ী থেকে তা'ড়িয়েছিস—তা'ও স'য়েছি, কিন্তু জাল ছেলে খাড়া ক'রে নালিশের ভয় দেখান, এ কিছুতে সহ্য ক'রব না! এর প্রতিহিংসা চাইই চাই! কি ক'রে প্রতিহিংসা নিতে হয় সকলকে দে'খিয়ে দেব! রাধিকা মুখুয্যের সঙ্গে লাগার ফল কি, জগৎ তা' প্রত্যক্ষ ক'রবে! আর বেদানা বেটি, সে ত পিঁপড়ে,—তা'কে টি'পে মে'রে ফে'লব। রক্ত—রক্ত—ও দু' জনার বুকের রক্ত না দে'খতে পা'রলে, প্রাণ কিছুতেই ধৈর্য্য ধ'রছে না!

(কেষ্টার প্রবেশ)

কেষ্টা। পেরণাম হই কর্ত্তা মশায়।

রাধিকা। কে? কেষ্টা? খপর কি? কায হাঁসিল?

কেষ্টা। আজ্ঞে—

রাধিকা। আজ্ঞে কি ? পারিস নি ? তুই কোন কর্ম্মের ন'স্ !

কেষ্টা। একে বারে অতটা গরম হ'য়ে যা'চ্ছ কেন কর্ত্তা মশায় ? কেষ্টা কোন কর্ম্মের নয়, এই কথা তুমি ব'ললে ? এ প্রাণ আর রা'খব না !

রাধিকা। কায হাঁসিল ক'রতে পারিস নি, আবার কথা ক'চ্ছিস্ ?

কেষ্টা। হাঁসিল ক'রেছি কি না, তুমি কি ক'রে জা'নলে কর্ত্তা মশায় ? তোমার হুকুম পে'য়ে, কেষ্টা কবে কোন কায হাঁসিল ক'রতে পারে নি ? তুমি যে কোন কথা না শু'নেই গরম হ'য়ে যা'চ্ছ কর্ত্তা মশায় ?

রাধিকা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার দোষ হ'য়েছে ; কায হাঁসিল ?

কেষ্টা। আলবৎ।

রাধিকা। জিতা রহ বেটা। তোকে যদি কাযের লোক ব'লে না জা'নব, তোকে যদি পুরো বিশ্বাসই না ক'রব, তা' হ'লে এত লোক থা'কতে তোকে এ কাযের ভার দেব কেন ? এই নে বেটা দশটা টাকা নে, সকলে আজ ভোরপুর মদ খাস্, কাল তোদের বালা আর গোট দেব, এখন সব কথা খুলে বল !

কেষ্টা। আপনার হুকুম মত ভোলা বাবু সে দিন দূর থেকে আড্ডাটা আমাকে দেখিয়ে দি'ছল। আজ সন্ধ্যার পর ওৎ পেতে ঝোপের ভেতর আমরা ব'সে আছি, এমন সময় দেখি, ছোঁড়াটা আর ছুঁড়িটে বে'ড়িয়ে বে'ড়িয়ে কথা ক'ইছে। একে বারে বাঘের মত লাফ দিয়ে প'ড়ে দু'টোর মুখ বেঁধে ফে'ললুম !

রাধিকা। তা'র পর, তা'র পর ?

কেষ্টা। ছুঁড়িটে চীৎকার ক'রে উ'ঠেছিল! তা'র চীৎকার শুনে আর এক বেটা ছোঁড়া যেমনই হাজির, অমনি একটি ঘা লাঠি,—ব্যস!

রাধিকা। বেড়ে হ'য়েছে, সে বেটা বিধে, বেড়ে হ'য়েছে; এখন দু'টোকে নি'য়ে এ'সেছিস ত'?

কেষ্টা। আলবৎ, কেষ্টার কাযে গাফিলি পাবেন না, হুকুম হয় ত হাজির করি!

রাধিকা। হ্যাঁ, শীগ্‌গির নিয়ে আয়। দেখিস্ তোর লোক জন যেন ঘুণাক্ষরেও—

কেষ্টা। সে কি কর্ত্তা মশায়! আমরা নিমকের চাকর।

[কেষ্টার প্রস্থান।

রাধিকা। মন! ধৈর্য্য ধর! বুকে বল বাঁধ! তোমার প্রতিহিংসা সাধনের আর বিলম্ব নাই। রক্ত—রক্ত - ওদের বুকের রক্তে স্রোত ব'ইয়ে দেব, ওদের তপ্ত রক্তে আজ বসুন্ধরা রক্তিত ক'রব।

(বদ্ধহস্ত ও বদ্ধমুখ রমেশ ও সুষমাকে লইয়া কেষ্টার প্রবেশ)

কেষ্টা। এই নিন কর্ত্তা মশায়, মাল থামাল ক'রছি!

রাধিকা। কোথায় সেই হারামজাদি? সেইটেকে আগে এগিয়ে দে রাধিকে মুখুয্যের সঙ্গে বেইমানির ফল কি দ্যাখ্!

(সুষমাকে পুনঃ পুনঃ ছোরার আঘাত ও তাহার পতন)

রাধিকা। এই বার ওর হাতের আর মুখের কাপড় খুলে নে! কাপড় খানা পু'ড়িয়ে ফেলিস, আর মুণ্ডুটা কে'টে নি'য়ে খানিক আলকাতরা মা'খিয়ে নদীতে ফে'লে দিস, লাস কেউ সনাক্ত না ক'রতে পারে।

কেষ্টা। তা' আর ব'লতে হ'বে না।

(কেষ্টা সুষমার হাতের ও মুখের বন্ধন খুলিতে লাগিল)

রাধিকা। ও বেটাকে এই বার নিয়ে আয়।

সুষমা। আমার দেহের ও রকম ব্যবস্থা ক'র না।

রাধিকা। এ কা'র কণ্ঠস্বর? এ ত বেদানা নয়! (পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া প্রজ্জ্বালন) হা ঈশ্বর! কি ক'রলুম।

কেষ্টা। সর্ব্বনাশ! এ যে ছোট মা'! কি হ'ল কর্ত্তা মশায়!

রাধিকা। ডাক্তার—ডাক্তার—আমার সর্ব্বস্ব বিনিময়ে এক জন ডাক্তার!

সুষমা। আর ডাক্তার কেন? ডাক্তারে কি ক'রবে! আঘাত মর্ম্মান্তিক, শিবেরও অসাধ্য!

রাধিকা। কেষ্টা কি ক'রলি? আমার সর্ব্বনাশ ক'রলি!

সুষমা। ওর ভ্রম ছাড়া আর কোন দোষ নেই। তুমি বাড়ী থেকে বেরুবার পর, আমি বউ মা'কে সঙ্গে ক'রে লু'কিয়ে রমেশকে দে'খতে গি'য়েছিলুম!

রাধিকা। রমেশ! রমেশকে দে'খতে!

সুষমা। তোমায় ত কত বার ব'লেছি যে প্রথম লোকটা জাল, তুমি ত আমার কথা শোন নি!

রাধিকা। রমেশ এখন কোথায়?

সুষমা। তোমার সম্মুখে, আর একটু হ'লেই পুত্রহত্যা ক'রতে! ভগবান তোমায় রক্ষা ক'রেছেন!

(কেষ্টা তাড়াতাড়ি রমেশের মুখের ও হাতের বন্ধন খুলতে লাগিল)

রাধিকা। এ্যাঁ! পুত্রহত্যা!

রমেশ। বাবা! বাবা! স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা ক'রলেন! মা'কে হারিয়ে আবার যে আমি মা' পে'য়েছিলুম, আপনাকে আর কি ব'লব, ধিক্!

(রমেশ তাড়াতাড়ি সুষমার মস্তক ক্রোড়ে লইল)

সুষমা। ওঁকে তিরস্কার ক'র না রমেশ! ওঁর দোষ কি! আমি সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম পালন করি নি, সেই পাপে আজ আমার এই অপঘাত মৃত্যু হ'ল। এই আমার সাধনার ফল!

রাধিকা। কেষ্টা—কেষ্টা আমাকে খুন কর! যেমন ক'রে আমি সুষমার বুকে ছোরা মে'রেছি, তেমনি ক'রে এই ছোরা আমার বুকে ব'সিয়ে দে, তোর মহাপুণ্য হবে!

সুষমা। আমার মৃত্যুতে যেন তোমার মতি গতি ফে'রে, যেন তোমাব ধর্ম্মে মতি হয়, যেন তুমি নূতন মানুষ হও!

রাধিকা। ভগবন্! ভগবন্! কখন তোমায় ডাকি নি, কখন তোমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনি নি, আজ বড় কাতর হ'য়ে প্রার্থনা ক'রছি, দয়া ক'রে আমার সুষমাকে ফি'রিয়ে দাও! আমি আর পাপ ক'রব না, আমি নূতন মানুষ হব!

কেষ্টা। মা'! মা'! আমার কি হবে? আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

সুষমা। আর তুমি ডাকাতি ক'র না, আর তুমি নরহত্যা ক'র না আর তুমি পাপ ক'র না! প্রাণ ভ'রে ভগবানকে ডাক, তিনিই তোমায় উদ্ধার ক'রবেন!

কেষ্টা। আপনার পা ছুঁ'য়ে দিব্য ক'রছি, আর কেষ্টা ডাকাতি ক'রবে না, আর কেষ্টা খুন ক'রবে না, আর কেষ্টা পাপ

ক'রবে না! এতে যদি উপোস ক'রে মরতে হয়, তা'ও হ'ক।

সুষমা। যাই আমি! আমার রমেশ রইল—আর এক কথা—বিধু আর দেবেন মানুষ নয়,—স্বর্গের দেবতা! হরেণ ডাক্তার, ভোলা আর নিস্তার তোমার মহাশত্রু! বাবা রমেশ! চ'ললুম! নারায়ণ, না—রা—য়—ণ!

(মৃত্যু)

রমেশ। মা'! মা'! কোথায় গেলে? এ দুর্ভাগাকে ফে'লে কোথায় গেলে?

রাধিকা। সব ফু'রিয়ে গেল, সব শেষ হ'য়ে গেল! কেষ্টা! চির কাল আমার নেমক খে'য়ে এ'সেছিস, আমার হুকুম তামিল কর! তোর হাতের ছোরা খানা আমার বুকে ব'সিয়ে দে। দিবি নি? কথা শুনবি না? তবে ছোরা আমায় দে, আমিই নিজের বুকে বসিয়ে দিই! তাও দিবি নি? ছোরা লু'কুচ্ছিস? দাঁড়া, আজ তোকেও খুন ক'রব!

(বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া কেষ্টাকে আক্রমণ)

কেষ্টা। কি করেন কর্ত্তা মশায়? ম'রে যাব যে! তোমার কি খুন চা'পল? ওরে বাবা! আর দাঁড়া'তে পা'রলুম না।

[প্রস্থান।

রমেশ। বাবা! আপনাকে আর কি ব'লব! আপনাকে ব'লবার আর কিছুই নাই।

রাধিকা। ব'লবি আবার কি? খুন ক'রতে পা'রবি? কেন

পা'রবি না? আমার ছেলে ত! নে শীগ্‌গির আমায় খুন কর! পারবি না—তবে পুলিশ ডে'কে নি'য়ে আয়, তারা আমায় হাতকড়ি দিক, ফাঁসি দিক! গেলি না? কথা শু'নলি না? তুইও অবাধ্য হ'লি!

রমেশ। বাবা! বাবা!

রাধিকা। চুপ! কে তোর বাবা? আমার ছেলে হ'তে চা'স নি, এখনই দেবতারা তোর মাথায় বজ্রাঘাত ক'রবে, বসু-ন্ধরা তোকে গ্রাস ক'রবে, নরক তোকে আগুনে পু'ড়িয়ে মা'রবে! যা'—যা'—আমার কাছ থেকে দূরে চ'লে যা'! সমস্ত জগৎ আমার কাছ থেকে দূরে চ'লে যা'চ্ছে, তুইও দূরে চ'লে যা—আমায় একলা ফে'লে যা!

রমেশ। বাবা! স্থির হ'ন, আমার মুখের দিকে চে'য়ে স্থির হ'ন!

রাধিকা। ফের, কে তুই? কা'রও সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, আমার নিজের সঙ্গেও আর আমার কোন সম্পর্ক নেই! আমি একা—একা! এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ নির্জ্জনতার আবরণে আমাকে ঢে'কে ফে'লেছে। কিন্তু কই, একা কই? চিন্তা যে আমার সহচরী—চিন্তা যে আমার অনু-বর্ত্তিনী! এ কাল স্মৃতির হাত কি ক'রে এড়াই? কি ক'রে এই বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাই? এই কি আমার চিরজীবনের সাধনার ফল?

রমেশ। বাবা—বাবা! তোমার অবস্থা দে'খে যে আমার কান্না পা'চ্ছে!

রাধিকা। কাঁ'দছিস্? কাঁদ, খুব চীৎকার ক'রে কাঁদ! এমন কাঁদ যে আকাশ ফে'টে যা'ক—বসুন্ধরা কম্পিতা হ'ক—অকূল জলধি উদ্বেলিত হ'ক! কাঁ'দলেই ত প্রাণ হালকা হ'য়ে যায়! কিন্তু আমি কাঁ'দতে পা'রছি কই! বিস্মৃতি—বিস্মৃতি, কেউ আমায় বিস্মৃতি দাও! পৃথিবীতে এমন কি কোন পদার্থ নেই, যা'তে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি নি'য়ে আসে? আছে—আছে, মৃত্যু! রমেশ! রমেশ! বাবা তোমার মহাপাতকী পিতাকে ক্ষমা ক'র, দয়া কর, আমাকে মৃত্যু দাও!

রমেশ। বাবা—বাবা! এমন কথা ব'লবেন না। প্রকৃতিস্থ হ'ন, বাড়ী চলুন! ঝড় উ'ঠল—আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়!

রাধিকা। এস ঝড়! প্রবল বেগে প্রবাহিত হও! প্রলয়ের ঝড় সঙ্গে নি'য়ে এস! আমার হৃদয়ের ঝড়ের সঙ্গে মি'শিয়ে দাও! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট পালট ক'রে দাও! মেঘগর্জ্জন! অসার গর্জ্জনে শিশুর হৃদয়ে ভয় উৎপাদন ক'রে, কি বীরত্ব প্রকাশ ক'রছ? সহস্র বজ্র সঙ্গে নি'য়ে আমার মস্তকের উপর চে'পে পড়! উল্কা-পিণ্ড! তুমি কোথায় আছ? চতুর্দ্দিকে অগ্নি বৃষ্টি কর! আমার হৃদয়ের ন্যায় পৃথিবীও ভস্মীভূত হ'ক! বারিদ! বর্ষণে কি তুমি প্রলয়ের প্লাবন আ'নতে পার না? তুমি কি শুদ্ধ আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল ক'রতে এ'সেছ? বৃথা চেষ্টা। প্রাণের ভিতর যে পাঁজার আগুন জ্ব'লছে তা'র ক'রছ কি?

রমেশ। বাবা, বাবা! ভগবানকে ডাকুন, তিনিই আপনার হৃদয়ে শান্তি দেবেন!

রাধিকা। ভগবন্! ভগবন্! না—ও পবিত্র নাম গ্রহণে আমার অধিকার কি? আমার মুখ যে পু'ড়ে যা'বে—কণ্ঠ যে বোধ হ'বে—জিব্ যে খ'সে যাবে!

রমেশ। প্রভু! দয়াময়! অনাথের নাথ! শু'নেছি তুমি পাপীর ত্রাণকর্ত্তা! আমার পিতাকে ক্ষমা কর! এ অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে তাঁ'কে রক্ষা কর!

রাধিকা। কে তুই? আমার ছেলে সে'জে আমায় ঠকা'তে এসেছিস? আমার বিষয় নি'তে এসেছিস? তা' হ'বে না, আমার চ'খ ফু'টেছে, ভোলা আর হবেণ ডাক্তারের কথা আমি আর শু'নব না! বে'ারা আমায় বড় ঠ'কিয়েছে, আমার জাত কুল খা'বার চেষ্টা ক'রেছে, এর প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই!

রমেশ। বাবা—বাবা!

রাধিকা। ফের জালিয়াতি? দাঁড়া বেটা!

(বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া রমেশকে প্রহার ও তাহার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

রাধিকা। হাঃ—হাঃ—হাঃ! বেশ হ'য়েছে! আমাকে ঠকা'বার চেষ্টা! আইরন্ চেষ্টএ চাবি দিই গে', ভাল ক'রে চাবি দিই গে', চোরে না লু'টে খায়!

[বেগে প্রস্থান।

(বিধুভূষণ ও দেবেনের প্রবেশ)

বিধু। অনুসন্ধান ক'রে এত দূর এলুম, কিন্তু কই কা'রও ত সাড়া শব্দ পা'চ্ছি না !

দেবেন। একটা চাষার ছেলে ত ব'ললে "হুলপির মাঠ— বট গাছের তলা।" সেই শু'নেই ত আমরা এ দিকে এলুম ; কিন্তু কই, কোন চিহ্নই ত পা'চ্ছি না !

বিধু। আল জাল। (দেবেন ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালিল)

দেবেন। এ যে ছোট মা' ! হায় দেবি ! এ দশা তোমার কে ক'রলে !

বিধু। এ কি ! এখানে যে রমেশ প'ড়ে ! (রমেশের নিকটে গমন) রমেশ মূর্চ্ছিত ! দেবেন, একটু জল !

(দেবেনের প্রস্থান এবং চাদর ভিজাইয়া পুনঃ প্রবেশ ও রমেশের মুখে জল সিঞ্চন)

রমেশ। আমি কোথায় ?

বিধু। ভয় নেই রমেশ ! আমি আর দেবেন তোমার কাছে।

রমেশ। হ্যাঁ স্মরণ হ'য়েছে ! বাবা ছোট মা'কে খুন ক'রেছেন !

বিধু। এঁ্যা !

দেবেন। পিশাচ !

রমেশ। দেবেন ! তিনি আমার পিতা !

দেবেন। সত্য কথা, আমার অপরাধ হ'য়েছে !

রমেশ। তোমাকে আর আনন্দময়ীকে খুন ক'রবার জন্যে, বাবা লাঠিয়াল পা'ঠিয়েছিলেন, তা'রা ভ্রম ক্রমে আমাকে আর ছোট মা'কে ধরে এ'নেছিল !

বিধু। আনন্দময়ী এক্ষণে মনুষ্য-প্রতিহিংসার অতীত !

রমেশ। মা' আমার পরের জীবন দান ক'রে দেহ ত্যাগ ক'রেছেন!

রমেশ। সে কি? কি রূপে?

বিধু। সে কথা পরে ব'লব, এখন তোমার ঘটনা বল!

রমেশ। বাবা আনন্দময়ী মনে ক'রে, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে, ছোট মা'কে স্বহস্তে খুন ক'রেছেন! তা'র পর জা'নতে পে'রে, তাঁ'র বাহ্যজ্ঞান লোপ পে'য়েছে! তিনি এখন উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত! ভাই! আমার পিতাকে রক্ষা কর! আমাকে প্রহারে অচেতন ক'রে, তিনি কোথায় পলায়ন ক'রেছেন! যদি আত্মহত্যা না করেন, ত শত্রুর চক্রান্তে তাঁ'র মৃত্যু নিশ্চিত!

দেবেন। আমরা জাল রমেশকে পে'য়েছি, এখন সমস্ত ষড়যন্ত্র-কারীদের দণ্ড নিশ্চিত!

রমেশ। সে কি?

বিধু। পরে ব'লব!

দেবেন। এক্ষণে তুমি ছোট মা'র দেহ যথাযথ সৎকার কর! আমিও আমার মা' জননীর সৎকার ক'রে ধন্য হই!

বিধু। তা'র পর তোমার পিতাকে ষড়যন্ত্রকারীদের কবল হ'তে রক্ষা ক'রবার জন্য, আমরা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব ক'রব না।

রমেশ। তবে এস ভাই! দেহের সৎকারের ব্যবস্থা করি।

পঞ্চম দৃশ্য

রাধিকার অলিন্দ

রাধিকা

রাধিকা। সব বেটা চোর, সব বেটা জোচ্চোর, কা'কেও বিশ্বাস নেই—কা'কেও বিশ্বাস নেই! আয়রণ চেষ্টে ভাল ক'বে চাবি দিয়েছি! আর কা'কেও আমার কাছে আ'সতে দেব না! আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই! সমস্ত টাকা কড়ি ধন দৌলৎ নি'যে, নরকে ব'সে রাজত্ব ক'রব! হাঃ হাঃ হাঃ—সে কেমন মজা!

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। এ কেমন কথাটি হ'ল কর্ত্তা বাবু! না ব'ললে নয় কাষেই আমাকে ব'লতে হ'ল। আমি হ'য়েছি যেন রামায়ণের দুর্ম্মুক! অ মা'—রা কাড় নি কেনে কর্ত্তা বাবু?

রাধিকা। যা' যা'—স'রে যা'!

নিস্তার। এখন আমাকে দে'খলে যে জ্ব'লে যাও গো! সে দিন ভু'লে গে'ছ বটে! এখন পাক বেঁধে মথুরায় রাজা হইছ, আর কি গোকুলের কথা মনে থাকে?

রাধিকা। স'রে যা'বি ত যা'—ন'ইলে আমার সঙ্গে নরকে আয়!

নিস্তার। আমি যাব কেনে, তুমি যাও, আর তোমার ভালবাসাদের নি'য়ে যাও। চুপ ক'রে আছ কেনে? শু'নতে হয় ত শুন। কাল আপুনি বাড়ী থেকে বেরুবার পর, বউ মা' আর লতুন বউ, পাল্কি বেহারা লিয়ে, বিলাসপুরে

আরতি দেখতে যান। আমি এত ক'রে সঙ্গে যে'তে চাইনু, তা' কিছুতে নিল নি। তা'র পর রেতের বেলা, বউ মা' একা ফিরে এল! নতুন বউএর কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে, রা কাড়েক নি, খালি ফোঁপা'তে থাকে বটে!

রাধিকা। আমার কেউ নেই—আমার কেউ নেই! তুই কি ক'রতে এ'সেছিস্, আমাকে খা'বি?

নিস্তার। মুনসে ক্ষেপেছে বটে!

[প্রস্থান।

রাধিকা। কা'রা ও'রা আ'সছে? ও'রা চোর—আমার সর্ব্বস্ব লুট ক'রতে আ'সছে! আমি দেব না—দেব না!

(হরেণ ডাক্তার ও ভোলানাথের প্রবেশ)

হরেণ। Good Morning রায় বাহাদুর, আজ এত মলিন কেন?

ভোলা। হুজুরের কি কোন অসুখ ক'রেছে?

রাধিকা। দুষমন্—শয়তান—পিশাচ—খুন ক'রলে—খুন ক'রলে!

[বেগে প্রস্থান।

ভোলা। এ কি রকম ডাক্তার সাহেব?

হরেণ। এত সম্পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ!

ভোলা। হঠাৎ এমন কেন হ'ল?

হরেণ। কেন হ'ল, ঠিক ব'লতে পা'রছি না—তবে একটা কিছু ভয়ানক কাণ্ড ঘ'টেছে! যা'ই হ'ক, এ আমাদের ভালর জন্যই হ'য়েছে। তুমি এখনি সমস্ত দরোয়ান চাকরদের হুকুম দাও, যে বাবুর অসুখ। ডাক্তার সাহেব ব'লেছেন যেন কোন লোক বাড়ীতে এসে বিরক্ত না করে—

অর্থাৎ কা'কেও না ঢু'কতে দেয়! আর যদি সেই জালিয়াৎ বেটা রমেশ সে'জে আসে, তা' হ'লে তা'কে মে'রে তা'ড়িয়ে দেয়!

ভোলা। এর মানে?

হরেণ। মানে পরে ব'লছি—এখন চট্ ক'রে এই কাযটা ক'বে এস। মনে রে'খ প্রতি মুহূর্ত্ত মূল্যবান!

ভোলা। আবার কি ফ্যাসাদ্ বাদায় দেখ!

[প্রস্থান।

হরেণ। এই ঠিক সুযোগ, এ সুযোগ আর আ'সবে না। বিলম্ব ক'রলে সব পণ্ড হ'য়ে যা'বে! আগে ভোলাকে দিযে কার্য্য উদ্ধার করি, তা'র পর—ভোলা! তুই ত ক্ষুদ্র কীট!

(ভোলানাথের প্রবেশ)

ভোলা। হুকুম ত তামিল ক'রে এলুম; এখন বল দেখি সাহেব—কারখানাটা কি?

হরেণ। বলি, রাধিকা মুকুয্যের এই অতুল ঐশ্বর্য্য, দু' জনে ভাগ ক'রে নি'তে হবে ত!

ভোলা। তা' এ কি পকরম্ভা যে ধ'রবে, আর ঝাঁ ক'রে ভে'ঙ্গে মুখে ফে'লে দেবে! বাবা! বিষয় ভোগ ক'রবার আশা কখন করি নি! তুমিই ত আমার মাথায় সেই মতলব লা'গালে! নইলে বাবা—মোসাহেবী ক'রে যা' দু' চার পয়সা হাতা'তুম, তা'ইতেই খুসি ছিলুম!

হরেণ। ও সব বাজে কথা ছাড়। এমন সুযোগ আর পা'ব না! কিন্তু চট্ ক'রে কায সা'রতে হ'বে!

ভোলা। কি রকম শুনি?

হরেণ। রাধিকা মুকুয্যে এখন উন্মাদ! এই সুযোগে ওকে দিয়ে বিষয় সব আমাদের নামে লি'খিয়ে নিই!

ভোলা। তা' যেন নিলুম, কিন্তু ধোপে টেঁ'কবে কি? দু' দিন বাদে রমেশ বাবু এ'সে প'ড়লে কি হ'বে? এধারে বিধে আর দেবা ত পেছনে লে'গে আছেই!

হরেণ। আবে বিষয় লি'খে দিয়ে ম'রে গেলে, আর কে কি ক'রবে? নেহাৎ বাড়া বাড়ি করে, প্রিভি কাউন্‌সেল পর্য্যন্ত মকদ্দামা চালা'ব! এখন এ বিষয় দখল ক'রে ব'সে থাকি।

ভোলা। যদি না মরে—কিছু কাল যদি বেঁ'চে থাকে, আর এ দিকে রমেশ বাবু—

হরেণ। সে ভার আমার, তোমার ভাবনা কি? অনেক আগে থেকেই আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি! সাক্ষী সাবুদের কোন ভাবনা হ'বে না। আমাদের ভয়ে সব বেটা কর্ম্মচারীই সই ক'রবে!

ভোলা। আমি বলি, ও হাঙ্গামে কায নেই!

হরেণ। চুপ কর, তুমি বিষয় না চাও, নি'ও না। কিন্তু যা' বলি, কর। আর যদি কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতা কর—তা' হ'লে বোধ হয় তুমি জান হরেণ ডাক্তার কে!

(রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা। কি হ'বে—কি হ'বে! আমার গতি কি হ'বে! কে ও ডাক্তার! তোমার আমি কি অপরাধ ক'রেছি ডাক্তার, যে তুমি আমার শত্রু হ'লে!

হবেণ। সে কি কথা রায় বাহাদুব ?

রাধিকা। ভোলা। চির দিন আমাব নেমক খে'য়েছিস, কেন আমার সর্ব্বনাশ ক'রতে চাস্ ?

ভোলা। আজ্ঞে—একি আজ্ঞে করছেন।

রাধিকা। ডাক্তাব আমাব একটা উপকাব ক'রতে পার ?

হবেণ। কি বলুন আমি এখনি প্রস্তুত।

বাধিকা। কোন তীব্র বিষ আছে, আমাকে দাও। সকল জ্বালার অবসান কবি।

হবেণ। কি ব'লছেন বায় বাহাদুব।

রাধিকা। ন'ইলে এমন কোন ওসুধ দাও, যা'তে বিস্মৃতি আসে। স্মৃতিব তাডনা আর আমার সহ্য হয় না।

হরেণ। ভয় কি ? আমি এখনই ঔষধ দি'চ্ছি। ভোলানাথ একটু জল আনত।

(ভোলানাথেব প্রস্থান ও গ্লাসে জল লইয়া প্রবেশ হবেণ ডাক্তাব একটু ঔষধ মিশাইল)

হরেণ। এই টুকু খে'য়ে ফেলুন।

(বাধিকা ঔষধ থাইল)

রাধিকা। কি ডাক্তার। মুখ যে আমোদে ভ'রে গেল। কেল্লা ফতে—না ?

হবেণ। আপনি এখন একটু শয়ন করুন। শীঘ্রই আমি ঔষধ প্রস্তুত ক'বে দি'চ্ছি, কিছু পবে আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'ববেন।

রাধিকা। যাই—যাই। মাথা ঘুব'ছে—পা টল'ছে।

[প্রস্থান।

ভোলা। কি ডাক্তার সাহেব! কি খাওয়ালে?

হরেণ। ওধুধ—আর একটা ওষুধ আমি এখনই দি'চ্ছি; ফি ঘণ্টায় এক বার ক'রে খাওয়াও! আমি আর এক বার দরোয়ানদের ব'লে আসি।

[প্রস্থান।

ভোলা। বেটা কর্ত্তাকে কি খাওয়ালে!

(নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। ভোলা! ডাক্তারটা কর্ত্তাকে কি খাওয়ালে বটে। কর্ত্তা ট'লতে ট'লতে গিয়ে বিছানায় শু'ল।

ভোলা। ওষুধ।

নিস্তার। ভোলা! আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না! ডাক্তারটার কিছু খারাপ মতলব আছে। তা' না হ'লে সবার বাড়ীতে ঢোকা বেরুনা বন্ধ ক'রলে কেনে?

ভোলা। তা'ই ত ভাবছি!

নিস্তার। দেখ ভোলা! আমরা কর্ত্তার অনেক নুন খে'য়েছি! চুরি চামারি অনেক ক'রেছি! পাপও বিস্তর ক'রেছি! কিন্তু এতটা পাপ স'ইবে না!

ভোলা। সব সত্যিরে মাগি সব সত্যি! কিন্তু আমার যে হাত পা বাঁধা। বেটা যেন আমাকে কলের পুতুল ক'রেছে! একটু মাথা চা'ললেই, বেটা আমার মাথা ভে'ঙ্গে দেবে! ও বড় ভয়ানক লোক!

নিস্তার। দেখ, আমার বিশ্বাস ও কর্ত্তাকে কিছু খাইয়েছে বটে! যদি তা'ই হয়, তা' হ'লে এর পর, ও তোকে আমাকেও ওই রকম ক'রে পথ থেকে স'রিয়ে দেবে! ওর সঙ্গে আর থাকিস্ নি; আমরা সরে পড়ি চল!

ভোলা। বড শক্তবে মাগি! বড় শক্ত কথা! ওই ডাক্তার বেটা ডা'কছে! যাই, আর থা'কতে পা'রব না!

[প্রস্থান।

নিস্তার। এখন এ বকা মাগি একলা করে কি? হে মা দুর্গে! মুখ তু'লে চাও, ডাক্তার বেটাকে নিপাত দাও!

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাধিকার শয়ন কক্ষ

(খাটের উপর রাধিকা, পার্শ্বে হরেণ ও ভোলানাথ)

ভোলা। বাবু কি ঘু' মেয়েছেন?

হরেণ। ঠিক ঘুম নয়, কতকটা আচ্ছন্ন মত! খানিক আগে বিধে, দেবা আর রমেশ এ'সেছিল না?

ভোলা। দবোয়ানেরা ত তা'ই ব'ললে। তা'রা লাঠি নি'য়ে দাঁ'ড়াতে তবে বেটারা বিদেয় হয়! কিন্তু ডাক্তার সাহেব, তা'রা কি অমনি অমনি ফি'রে যা'বে?

হরেণ। নিশ্চয় নয়; তা'রা পুলিসে যাবে!

ভোলা। তবে—

হরেণ। সে আমি ঠিক ক'রেছি, তোমার ভাবনা নেই। আমার কথা ঠে'লে, সামান্য কটা ছোঁ'ড়ার কথায়, এখানকার পুলিস, রায় রাধিকা মুখুয্যে বাহাদুরের বাটীতে ঢু'কবে না।

ভোলা। কিন্তু ওরা যদি জেলায় যায়!

হরেণ। তা'ত যাবেই; কিন্তু তা'তে সময় লা'গবে! তা'র আগেই সব ঠিক ক'রে ফে'লতে হ'বে!

ভোলা। আমি বলি, আর এগিয়ে কায নেই ডাক্তার সাহেব! মনটা আমার কেমন কেমন ক'রছে!

হরেণ। বেশ তুমি পেছুতে পার!

ভোলা। আপনার জন্যে, তা'ই বা পারছি কই?

হরেণ। তবে ঠিক থাক!

ভোলা। দলিল খানা এক বার দেখি।

হরেণ। কেন? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?

ভোলা। না—না—ঠিক তা' নয়! তবে—

হরেণ। তবে টবের সময় এখন নেই! ব'লে দি'চ্ছি, অর্দ্ধেক তোমার—আর অর্দ্ধেক আমার! (স্বগত) আগে কায শেষ হ'ক, তার' পর দে'খবি তোর ভাগ্যে একটা প্রকাণ্ড শূন্য মাত্র! নাও এই ওষুধটা এক বার খা'ইয়ে দাও, তা'র পর সই করিয়ে নেব।

ভোলা। হুজুর—হুজুর!

রাধিকা। কে—কে! ওঃ বড় যাতনা! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল! আমার মাথা ফে'টে গেল! আমি মরি যে! ওঃ! মরণের এত যাতনা!

হরেণ। রায় বাহাদুর! আর একটু ওষুধ খান, এখনি ভাল হবেন।

রাধিকা। না—আর ওষুধ খা'ব না—আর খা'ব না! তোমার ওষুধ খে'য়েই, আমার এই দশা! ডাক্তার—ডাক্তার!

তোমার কি মতলব আছে, শীঘ্র হাঁসিল কর! তোমার পায়ে পড়ি, আর আমাকে যাতনা দিও না! শীঘ্র আমাকে মে'রে ফেল!

হরেণ। একি! উন্মাদের ন্যায় কি প্রলাপ ব'কছেন!

রাধিকা। হ্যাঁ—আমি উন্মাদ! আমি খুন ক'রেছি—স্ত্রীহত্যা ক'রেছি—পরেব সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রেছি! আমি যদি না উন্মাদ হই—আমি যদি না নরকযন্ত্রণা পাই—ত লোকে ঈশ্বরকে মানবে কেন? (হরেণ ডাক্তার জোর করিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিল)

রাধিকা। প্রাণ গেল—জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল! রমেশ—রমেশ! কোথা আছ বাবা—আমায় রক্ষা কর! এ'লে না—এলে না আমায় ক্ষমা ক'বলে না! দেবেন, বিধু! কোথায় তোমরা! বউ মা' কোথায় আছ মা'! শক্তিরূপিণী হ'য়ে ছু'টে এসে, এ অধম সন্তানকে কোলে তু'লে নাও মা'!

হরেণ। আপনি চেঁচা'বেন না- ওতে অসুখ বা'ড়বে! নিন, এই কাগচ খানায় একটা সই করুন দেখি।

রাধিকা। এরই জন্যে এত! আমাকে এত যাতনা দিয়ে হত্যা না ক'রে, অমনি অমনি ব'ললেই ত হ'ত!

হরেণ। আপনি বড় ভুল ব'কছেন, আর একটু ওষুধ খান!

রাধিকা। না—না—খা'ব না, আর খা'ব না! প্রাণ যায়! আমাকে একে বারে মেরে ফেল! ভোলা—ভোলা! তোর পায়ে ধ'রছি, দয়া কর! আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হ'যেছে! বাধিকা মুকুয্যে আজ তোর পায়ে ধ'রে

কাঁ'দছে! আর আমাকে ও বিষ খাওয়াস্ নি! মা'রতে চাস্, একে বাবে মে'রে ফেল্!

ভোলা। না হুজুর! আর তোমাকে বিষ খে'তে হ'বে না! আমি আর কিছুতেই তোমাকে ওষুধ খে'তে দেব না!

হরেণ। ভোলা!

ভোলা। কি ডাক্তার! আর আমার প্রাণের ভয় নেই—আর আমাব জেলের ভয় নেই! অন্নদাতা আজ পায়ে ধ'রে কাঁ'দছেন! চক্ষেব উপর তাঁ'র এ যাতনা আমি দে'খতে পা'রব না।

(বেগে নিস্তারের প্রবেশ)

নিস্তার। চুপ ক'বে দাঁইড়ে কেনে বে ভোলা! মুনষের গলাটা টিপে, বারী থেকে বার ক'রে থানায় দিযে আয় না! বেটা আমাকে আর বউ মা'কে ঘরের ভিতরি চাবি দিয়ে রে'খেছিল! আমি জানালা ভে'ঙ্গে বেইরে এ'সেছি!

হরেণ। বটে রে হারামজাদি!

নিস্তাব। তবে রে মুখপরা! আজ মেয়ে নাথি মে'রে তর ছাতি ভেঙ্গে দিব। ধর ভোলা! বেটাকে ধর; বেটাকে একটা কাছার দিই!

(নিস্তার হরেণের কোমর জড়াইয়া ধরিল।)

হরেণ। ছাড় মাগি—ছাড়! আরে ম'ল—বেটীর গায়ে যে অসুরের বল!

(বেগে বিরজার প্রবেশ)

বিরাজ। বাবা—বাবা! এ কি দৃশ্য!

(কৃত্রিম রমেশের প্রবেশ)

কৃ-রমেশ। ছে'ড় না—ছে'ড় না—আমি ধ'রছি! পাপিষ্ঠ—পিশাচ!

(হরেণ হঠাৎ বংশীধ্বনি করিল এবং পার্শ্বের কামরা হইতে তিন জন লাঠিয়াল প্রবেশ করিয়া ভোলা নিস্তার ও জাল রমেশকে ধৃত করিল)

হরেণ। এই বার বু'ঝলে, আমার কার্য্যে বাধা প্রদানের ফল কি? আর তুই বেটা কোন্ সাহসে বাধা দিতে এলি? জোচ্চোর—জালিয়াৎ—বদ্‌মাস্!

কৃ-রমেশ। আমি চোর বটে—জোচ্চোর বটে! কিন্তু জালিয়াৎ নই—পরস্ত্রীলোলুপ নই—হত্যাকারী নই!

১ম লাঠি। ওহোঃ গে'ছি—গে'ছি! শালি হাত কা'মড়ে ধ'রেছে! ছাড—ছাড়!

হরেণ। মুখে ঘুসি মার, দাঁত গুলো ভে'ঙ্গে দে! রাধিকা বাবু! এখন এই কাগজ খানায় সই ক'রবেন কি?

বিরাজ। বাবা—বাবা! কিছুতে সই ক'রবেন না! পিশাচ! কুলবধূ আমি, প্রাণের তাড়নায় লজ্জা সরম ত্যাগ ক'রে ছু'টে এ'সেছি! তোর এখানে দাঁ'ড়িয়ে থা'কতে লজ্জা ক'রছে না!

হরেণ। স্থির হও প্রগল্‌ভা বালিকা! তোমার লেক্‌চার্ শু'নবার সময় আমার নেই।

কৃ-রমেশ। কিছু ভাবনা নেই—সাহায্য নিকট! আমি আসন্ন বিপদ নিবারণের জন্য, গাছ ব'য়ে বাটীর ছাদে এসেছি! তা'র পর এই ব্যাপার!

হরেণ। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করত, বিরজাকে লক্ষ্য

করিয়া) রাধিকা বাবু ! সই ক'রবেন, না চক্ষের উপর বধূ মাতার মৃতদেহ দে'খবেন ?

বিরাজ। বাবা ! কিছুতে সই ক'রবেন না ! তুই আমায় মৃত্যু ভয় দেখা'স্ নরাধম ! যদি নারায়ণ যোগনিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে থাকেন, আমার বুকফাটা আহ্বানে তাঁ'র ঘুম ভে'ঙ্গে যা'বে ! যদি আমি সতী হই--যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তোর ওই উত্থিত বাহু, এই মুহূর্ত্তে অবশ হ'য়ে যা'বে !

হরেণ। রাধিকা বাবু, আর আমি বিলম্ব ক'রব না !

রাধিকা। দাও—দাও ! এখনই আমি সই ক'রে দি'চ্ছি ! দাও—শীঘ্র দাও ! (রাধিকা সই করিতে উদ্যত)

(পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের প্রবেশ)

সুপা। Take care Dr ! Your game is up !

হরেণ। সর্ব্বনাশ !

(বিধু, দেবেন, রমেশ, ইন্‌স্পেক্টর্ ও কনেষ্টবলগণের প্রবেশ)

সুপা। Yes, throw that down like a good lad !

(হরেণ পিস্তল ভূতলে নিক্ষেপ করিল)

রমেশ। বাবা—বাবা !

রাধিকা। বাবা, রমেশ ! এক বার তোমায় বুকে ধরি এস !

ভোলা। সাহেব—সাহেব ! আমাদের জেল হয় হ'ক, ও বেটার হাতে আগে হাত কড়ি লাগাও ! বেটা কর্ত্তাবাবুকে বিষ খা'ইয়ে মা'রলে !

সুপা। হাতকড়ি লাগাও।

(কন্‌স্‌টেবল হরেণের হস্তে হাতকড়ি পরাইল)

হরেণ। Look here, Mr. James! This is perfectly unlawful!

দেবেন। আর জালিয়াতি করা, কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশের জন্য সচেষ্ট হওয়া, বিষ খা'ইয়ে নরহত্যা করা, বড় Lawful! না ডাক্তার সাহেব?

নিস্তার। ও গো জামাই বাবু! ও গো ফুলিস সাহেব—তমরা কথা কাটা কাটি পরে ক'র। এখন ও বেটাকে ধ'রে, ওই করিকাটে ফাঁসি লটকে দাও!

হরেণ। Mr James! I should see, that a question is put in the Council.

সুপা। Never mind! I shall see to that!

বিধু। তোমার ও কথা ব'লতে লজ্জা হ'ল না! কি ক'রেছ মনে ক'রে দেখ দেখি! মানুষ জাল ক'রে, এক ভদ্র লোকের সর্ব্বনাশ ক'রতে গেছ, কুলকামিনীর উপর অত্যাচারের চেষ্টা ক'রেছ, বিষয়ের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে, বিষ খাইয়ে নরহত্যা ক'রতে ব'সেছ! তুমি কি মানুষ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

দেবেন। তুমি না সম্ভ্রান্ত—তুমি না শিক্ষিত—তুমি না লাট দরবারের সদস্য পদ লাভের জন্য চেষ্টা ক'রেছিলে! চমৎকার—চমৎকার! তুমি দেশের কলঙ্ক—শিক্ষার কলঙ্ক—বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক! আজ তোমার ব্যবহারে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখ কলঙ্ক কালিমায় আপ্লুত হল!

সুপা। Murderer! Villain!! Poison most scientifically administered!

রাধিকা। সাহেব—সাহেব—জলে গেল! প্রাণ জলে গেল!! আমায় ধর—আমায় বাঁধ, আমার হাতে হাতকড়ি দাও, আমার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হ'ক! এ কি সাহেব! তুমি ইতস্ততঃ ক'রছ! আমি হত্যাকারী—আমি স্বহস্তে স্ত্রীহত্যা ক'রেছি! আমার বিচার কর—আমায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত কর—আমায় ফাঁসি দাও!

সুপা। রায় বাহাডুর! টুমি মনুষ্য বিচাড় শক্টির বাহিড়ে গমন করিটেছ! কিয়ট পড়ে টুমি ডাজার ড়াজাড় সমীপে উপস্থিট হইবে, টিনিই টোমার বিচাড় কড়িবেন! এখন টাঁহাড় নিকট ডয়া ভিক্ষা কড়!

রাধিকা। বাবা দেবেন! বাবা বিধু! তোমরা কাছে এস! বউ মা' এ সময় লজ্জা ক'র না—তুমিও এস!

সুপা। মায়ি! কুছু লাজ নেহি আছে, হামি তুহাড় লেড়কা! Inspector! এ সব আডমিকো লে যাও! (ভোলানাথ ও নিস্তারকে দেখাইয়া) ও ডু' ব্যক্টির হাট চড়িও না! উহাডিগকে Murder কেসে King's Evidence কড়িব! (জাল রমেশকে) টুমিও যাও -টুমিও False Personation কেসে King's Evidence! Inspector! টোমাড় উপড় আমি বড় Displeased হইয়াছি! এই সব Gentlemenডের Complaintএর যদি টুমি Prompt Action লইটে, টাহা হইলে একটা Human Life Saved হইত!

[হরেশ, জাল রমেশ, ভোলানাথ, নিস্তার ও লেঠেলগণকে লইয়া সাহেব, ইনস্পেক্টর ও কন্‌ষ্টেবলগণের প্রস্থান।

রাধিকা। বাবা রমেশ, দেবেন, বিধু! তোমরা সকলে আমায় ক্ষমা কর!

রমেশ। কি ব'লছেন বাবা!

রাধিকা। রমেশ! আমার বড় আদবের লক্ষ্মী মা'কে চির দিন যত্ন ক'র! দেবেনকে আমার বিষয়ের সিকি দিও, আর সিকি বিধুর হাতে দিয়ে, সৎকার্য্যে ব্যয় ক'র!

রমেশ। বাবা! আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হ'বে!

রাধিকা। বড় যাতনা—বড় যাতনা চ'খে ধোঁয়া দেখছি! ও কি—হেম! কেঁদ না মা'! গিন্নি—যা'চ্ছি! বেদানা—বেদানা! আমায় মারিস্ নি! নূতন বউ! রক্ষা কর—নূতন বউ রক্ষা কর! (মৃত্যু)

রমেশ। কি হ'ল বিধু!

বিধু। বউ মা' কেঁদ না। রমেশ! শোকে অভিভূত হ'ও না! দেবেন! তুমিও কাতর হ'চ্ছ!

দেবেন। সত্য! এ শোকের সময় নয়। সন্তানের শেষ কার্য্য কর! নারায়ণকে ডাক—রাম নাম কর—হরিনাম কর রমেশ! গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন—

জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যুঃ, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যার্থে, ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

যবনিকা।